উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৬ চৈত্র ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 21 March 2026 Saturday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 300

যে লড়ছে সবার ডাকে, সেই জেতাবে বাংলা মাকে

বাংলার জন্য দিদির ১০ প্রতিজ্ঞা

লক্ষ্মীদের জয়, স্বনির্ভরতা অক্ষয়

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে মাসিক ₹৫০০ বৃদ্ধি — সাধারণ মহিলাদের জন্য ₹১,৫০০ (বার্ষিক ₹১৮,০০০) এবং তপশিলি জাতি/জনজাতির মহিলাদের জন্য ₹১,৭০০ (বার্ষিক ₹২০,৪০০)

সুস্বাস্থ্যের অধিকার, বাংলার সবার

প্রতি বছর প্রতিটি ব্লক ও টাউনে আয়োজিত ‘দুয়ারে চিকিৎসা’ ক্যাম্প কার্যকর স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেবে আপনার দোরগোড়ায়

যুবদের পাশে, জীবিকার আশ্বাসে

জীবিকাহীন যুবদের ‘বাংলার যুব-সাথী’ প্রকল্পে মাসিক ₹১,৫০০ (বার্ষিক ₹১৮,০০০) আর্থিক সহায়তা

শিক্ষাই সম্পদ, ভবিষ্যৎ নিরাপদ

‘বাংলার শিক্ষায়তন’-এর অধীনে সমস্ত সরকারি স্কুলগুলির সামগ্রিক পরিকাঠামোগত উন্নয়ন

বাজেটে কৃষি, কৃষকের হাসি

কৃষক পরিবারগুলিকে নিরবচ্ছিন্ন সহায়তা, ভূমিহীন কৃষকদের আর্থিক সাহায্য এবং কৃষিক্ষেত্রের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ₹৩০,০০০ কোটির কৃষি বাজেট

পূর্বের বাণিজ্যের কাণ্ডারী, বাংলাই দিশারি

বিশ্বমানের লজিস্টিকস, বন্দর, বাণিজ্যিক পরিকাঠামো এবং একটি অত্যাধুনিক গ্লোবাল ট্রেড সেন্টার-সহ বাংলা হয়ে উঠবে পূর্ব ভারতের বাণিজ্যের প্রবেশদ্বার

নিশ্চিত বাসস্থান, চিন্তার অবসান

বাংলার সকল পরিবারের জন্য নিশ্চিত পাকা বাড়ি

প্রবীণদের পাশে, যত্নের আশ্বাসে

বর্তমান সকল উপভোক্তাদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বার্ধক্য ভাতার সহায়তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি, ধীরে ধীরে এই ভাতার সুরক্ষা পরিধিকে আরও সম্প্রসারিত করে সকল যোগ্য প্রবীণ নাগরিকদের এর আওতায় নিয়ে আসা

ঘরে ঘরে নল, পরিস্রুত পানীয় জল

বাংলার সমস্ত বাড়িতে পাইপলাইনের মাধ্যমে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য

প্রশাসনিক সুবিধায়, নতুন দিগন্ত বাংলায়

৭টি নতুন জেলা তৈরি; সামগ্রিক ভৌগোলিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে পৌরসভার সংখ্যা বৃদ্ধি

জোড়াফুল চিহ্নে ভোট দিন

নামকরণ নিয়ে নতুন করে গবেষণা দাবি

হেদায়েত আলি না আলি মেচ, ধন্দ আলিপুরদুয়ারে

আজকের জনবহুল আলিপুরদুয়ার শহরে খুব প্রাচীন নয়। মধ্যযুগে বাজার কেন্দ্রিক বসতি থাকলেও নগর পত্তন হয় ১৮৬৫ সালের ভুটান যুদ্ধের পরে। তবে আলিপুর নামের ব্যবহার নাকি আরও প্রাচীন। তাই আসল 'আলি' কে? আছে দ্বিমত।

কী নামে ডেকে

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ২০ মার্চ : আলিপুরদুয়ার শহরের গোড়াপত্তনের ইতিহাস খুব বেশি প্রাচীন নয়। শ-দেড়েক বছর আগেও সবুজের সাম্রাজ্য ছিল ভুটান হিমালয়ের পাদদেশের এই অঞ্চলে। আর নতুন করে বলার অবকাশ নেই, জেলা হিসেবে আলিপুরদুয়ারের আত্মপ্রকাশ এই সেদিনের ঘটনা। তবে শিকড় হাতড়ানো মানুষের অনেকের মনে উঁকি দিয়ে যায় প্রশ্ন। কে এই 'আলি', যাঁর থেকে নাম পেয়েছে জেলা এবং জেলা সদর?

মধ্যযুগের দলিল-দস্তাবেজও কালজানি ও ডিমা নদীর পাশে এই এলাকায় মানুষের বসবাসের সাক্ষ্য দেয়। পূর্ববঙ্গের সওদাগরি নৌকায় আসত মালমশলা, আসবাব থেকে শুরু করে কাঁসার বাসন নিয়ে। নদীর ধারে হাট বসত। ধারণা, সেখান থেকে নগরজীবনের বীজ বোনা শুরু হয় ডুয়ার্সের এই এলাকায়।

উত্তরবঙ্গের ইতিহাসে মাইলফলক ১৮৬৫ সালের ইংরেজ-ভুটান যুদ্ধ। এরপর থেকেই চা বাগানের বিস্তার, কাঠের কারবার, রেলপথ তৈরি হতে শুরু করে। আমূল বদল আসতে শুরু করে ডুয়ার্সের চেহারায়। আড়েবহরে বাড়তে শুরু করে আলিপুরদুয়ার নগরের পরিসর। পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে জনসমাগম। পুরোনো জনপদের বাবুপাড়া, হাটখোলা, সওদাগরপট্টি, দত্তপট্টি, চৌপথি, মাড়োয়ারিপট্টি, পুরোনো বাজার আজও নজরে পড়ে।

কিন্তু, নামের ভিত কোথায়? প্রচলিত মত বলছে, ভুটান যুদ্ধের সময় কর্নেল হেদায়েত আলি খান ব্রিটিশদের সহায়তা করেছিলেন। সিঞ্চুলা সন্ধির পরে তাঁকে এই অঞ্চলের প্রথম 'এক্সট্রা অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার' নিয়োগ করেন ব্রিটিশরা। তাঁর নামের 'আলি', জনপদ অর্থে 'পুর' এবং ভুটানের প্রবেশপথ বোঝাতে 'দুয়ার'- সব মিলিয়ে নাম হয় আলিপুরদুয়ার। এই মতের সপক্ষে ব্যাখ্যা দিয়েছেন গবেষক, অধ্যাপক এবং ইতিহাসবিদ ডঃ শৈলেন দেবনাথ। তাঁর গবেষণামূলক বই, 'দ্য ডুয়ার্স ইন হিস্টোরিক্যাল ট্রানজিশন'-এ এই তত্ত্ব জোর পেয়েছে।

তবে, এই মতবাদকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় একাধিক প্রশ্ন। জানা গিয়েছে, ১৮৬৫ সালের আগেও বেশকিছু ঐতিহাসিক নথিতে এই এলাকাকে 'আলিপুর' নামেই চিহ্নিত করা হয়েছে। দাবি, স্বয়ং কর্নেল হেদায়েত আলি খান নিজে তাঁর রিপোর্টে এই নাম ব্যবহার করেছেন। বঙ্গরত্ন প্রমোদ নাথ বলেন, 'আলিপুরদুয়ার নামের উৎস নিয়ে জনশ্রুতি আছে। তেমন নথিভিত্তিক প্রশ্নও রয়েছে অনেক। তাই বিষয়টি নিয়ে নতুন করে গবেষণার অবকাশ আছে।'

অন্যদিকে, তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকরা কোনও দেশীয় সেনাকর্তার নামে এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্রের নাম রাখবেন, এই তত্ত্ব সহজে মানা যায় না। ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ জয়দীপ সিংহ বলেন, 'আলিপুরদুয়ার কোনও ব্যক্তিমাত্রের নামে নয়। ভুটান যুদ্ধে হেদায়েত আলির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু, তাঁর নামেই নামকরণ কি না বলা যায় না।'

দ্বন্দ্ব নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে গবেষক হীরাচরণ নার্জিনারির মত। 'জেনারেল পিডি মার্চ ১৮৬৬/ তারিখ ভলিউম-৯১' শীর্ষক নথি উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন, '১২০৬ সালে তুর্কি সেনাপতি বখতিয়ার খিলজি তিব্বত অভিযানে যান। সেসময় স্থানীয় মেচ সম্প্রদায়ের নেতা তাঁকে পথ দেখান। পরে মেচ জনগোষ্ঠীর ওই নেতা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর নাম হয় আলি মেচ। সেখান থেকেই অঞ্চলটির নাম হয় আলিপুর।'

আলিপুরদুয়ারের চৌপথি এলাকার ক্লক টাওয়ার।

> আলিপুরদুয়ার একজন ব্যক্তিমাত্রের নামে নয়। ভুটান যুদ্ধে হেদায়েত আলির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু, তাঁর নামেই নামকরণ কি না বলা যায় না।
>
> **ডঃ জয়দীপ সিংহ**
> ইতিহাসের অধ্যাপক

পাহাড়ে প্রার্থী নিয়ে ক্ষোভের মুখে সাংসদ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : অসন্তোষের আগুন পাহাড়েও। প্রার্থী নিয়ে চরম ক্ষোভ বিজেপিতে। শুক্রবার দলীয় নেতৃত্বের একটা বড় অংশই বৈঠক করে সাংসদ রাজু বিস্টকে কাঠগড়ায় তুলেছেন। তাঁদের অভিযোগ, প্রার্থী নির্বাচনে দলের মধ্যে আলোচনা না করে একক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সাংসদ। যে কারণেই আচমকা তিনটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা হয়েছে। এমন ঘটনাকে নেতা-কর্মীদের সঙ্গে 'ধোঁকাবাজি' মনে করছেন দলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি (পার্বত্য শাখা) কল্যাণ দেওয়ান। অন্যদিকে, সুকনায় এদিন বিক্ষুব্ধদের সঙ্গে বৈঠকের পর দলের জেলা নেতা রাজেন মুখিয়া বলেছেন, 'যেভাবে প্রার্থী দেওয়া হয়েছে, তাতে আমরা খুশি নই। কোনও প্রার্থীকে নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই, কিন্তু সাংসদ একা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শরিক দলগুলি দূরে থাক, দলের নেতাদের সঙ্গেও আলোচনা করা হয়নি।' অনীত থাপার পার্টিকে সুবিধা করে দিতেই সাংসদ এভাবে প্রার্থী দিয়েছেন বলেও তাঁর অভিযোগ। তিনটি আসনে বিক্ষুব্ধদের তরফে নির্দল প্রার্থী দেওয়ার চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে বলে খবর। যদিও দার্জিলিংয়ের সাংসদ বিস্ট প্রার্থী ইস্যুতে কোনও মন্তব্য করছেন না।

পাহাড়ের তিনটি আসনে বৃহস্পতিবার প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে বিজেপি। দার্জিলিং আসনে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার যুব সভাপতি নমন রাই, কালিম্পংয়ে জাতীয় হকি দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ভরত ছেত্রী ও কার্সিয়াংয়ে সোনম লামাকে প্রার্থী করেছে বিজেপি। বিজেপির পাহাড়ের নেতারা বলছেন, প্রার্থী নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এখানকার নেতৃত্বের সঙ্গে কোনও আলোচনা করা হয়নি। যে কারণে বিজেপির অন্দরে ক্ষোভ বাড়ছে। বৃহস্পতিবারই সুকনা মণ্ডল সভাপতি অজয় শর্মা নির্দল প্রার্থী দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। দলের প্রাক্তন জেলা নেতা মনোজ দেওয়ান জানিয়েছিলেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সিদ্ধান্ত বদল না হলে পাহাড়ের সমস্ত নেতা-নেত্রী একসঙ্গে পদত্যাগ করবেন। এদিনও সেই সিদ্ধান্তে অনড় রইলেন তাঁরা।

শুক্রবার দুপুরে সুকনায় বৈঠকে বসেন বিক্ষুব্ধরা। এখানে মনোজ দেওয়ান, অজয় শর্মা, রাজেন মুখিয়াদের পাশাপাশি সুকনা, পানিঘাটা, রোহিণী সহ বেশ কয়েকটি এলাকার নেতা-নেত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। মনোজ বলেছেন, 'বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। পাহাড়ে দলের এত ভালো নেতা-নেত্রী থাকার পরেও তাঁদের ব্রাত্য রেখে অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে কালিম্পং থেকে টিকিট দেওয়া হয়েছে।' ভরতকে বিধানসভায় প্রার্থী না করে রাজ্যসভার সদস্য করা যেত বলে মনে করেন মনোজ। এভাবে প্রার্থী ঘোষণা করে বিরোধী পার্টিকে সুবিধা করে দেওয়া হল কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন প্রাক্তন জেলা সভাপতি কল্যাণ।

বৈঠকের পরে রাজেন মুখিয়া, মনোজ দেওয়ান সহ বিজেপির অন্য বিক্ষুব্ধরা।

- বিস্টের বিরুদ্ধে একক সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভিযোগ, প্রার্থী নিয়ে অসন্তোষ পার্বত্য বিজেপিতে
- সারাবছর দলের হয়ে পরিশ্রম করা নেতৃত্ব কেন ব্রাত্য, প্রশ্ন উঠছে বিজেপির অন্দরে
- সুকনায় বিক্ষুব্ধদের বৈঠক, তিনটি কেন্দ্রে দলের বিরুদ্ধে প্রার্থী দেওয়া নিয়ে ভাবনাচিন্তা

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৯৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫০০৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪২৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩৭০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩৭১০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE DISTRICT ELECTION OFFICER
DARJEELING

Memo.No.: 287/Elec. Dated : 20/3/2026

Notice regarding General Observer – AC-26 Siliguri

The General Observer, Sri Krishna Kant Pathak, IAS, has been appointed for Siliguri Assembly Constituency (AC-26), West Bengal, to oversee and monitor all activities related to the electoral process in the constituency.
The Observer will function as a representative of the Election Commission of India and will observe the election process to ensure that it is conducted in a free, fair, transparent, and peaceful manner, in accordance with established guidelines and the Model Code of Conduct.
All political parties, contesting candidates, and members of the public may submit any complaints, grievances, or information regarding the electoral process or violations of the Model Code of Conduct to the Observer.
The Observer will be available at the designated camp office at State Guest House, Champasari, Siliguri, for interaction with the public, political parties, and candidates during the period of deployment, particularly from 10:00 - 11:00 AM and 5:00 - 6:00 PM. He will be available at the State Guest House except during scheduled visits or meetings related to the electoral process.
Mobile No.: 62978 45097
Email ID : genobserver26sgac@gmail.com

Sd/- District Election Officer
&
District Magistrate, Darjeeling

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE DISTRICT ELECTION OFFICER
DARJEELING

Memo.No.: 288/Elec. Dated : 20/3/2026

Shri Sarfaraz Ahmad IAS, 2009 General Observer for 23-Darjeeling AC has arrived at Darjeeling on 18.03.2026

The contact details of observer are as follows :
Constituency Mobile No. : 7029370435
Constituency Telephone No. : 0354-2254827
Constituency Fax No : 0354-2254827
E-Mail I.D. : observercelldarj2026@gmail.com
General Observer will be available for meeting from 3:00 PM to 4:00 PM w.e.f. 19.03.2026 at the Conference Hall of Circuit House, Darjeeling.

Sd/- District Election Officer
&
District Magistrate, Darjeeling

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE DISTRICT ELECTION OFFICER
DARJEELING

Memo.No.: 286/Elec. Dated : 20/3/2026

DETAILS OF HON'BLE OBSERVERS' OF DARJEELING DISTRICT i.c.w. WBLA ELECTION 2026

Name of Observer	Observer	Assigned For	Mobile No.	E - Mail ID	Communication Address	Available Time
Sri Mahendra Bahadur Singh IAS 2011	General Observer	24 AC Kurseong	7029371836	observerksg@gmail.com	Circuit House, Gidda Pahar, Naya Bazaar, Kurseong-734203	11.30 a.m. to 12.30 p.m. at Kurseong Circuit House subject to field visits and meetings related to electoral process
Sri Sumeet K Jarangal IAS, PB - 2009	General Observer	25 AC Matigara Naxalbari	6297056019	observer.25ac@gmail.com	State Guest House, NH31, Ward-46, Champasari, Siliguri-734303	3.00 p.m. to 4.00 p.m. at State Guest House, Siliguri subject to field visits and meetings related to electoral process
Sri Balwan Singh Jaglan IAS 2012	General Observer	27 AC Phasidewa (ST)	6297878191	gobserverphansidewa@gmail.com	State Guest House, NH31, Ward-46, Champasari, Siliguri-734303	3.00 p.m. to 4.00 p.m. at State Guest House, Siliguri subject to field visits and meetings related to electoral process
Sri Vijaya Krish Navelan K IRS (C&CE) 2010	Expenditure Observer	25 AC Matigara Naxalbari, 26 AC Siliguri & 27 AC Phasidewa (ST)	6297052679	vijaykrishnavelan@gmail.com	State Guest House, NH31, Ward-46, Champasari, Siliguri-734303	3.00 p.m. to 4.00 p.m. at State Guest House, Siliguri subject to field visits and meetings related to electoral process
Sri Dinesh Kumar Jangid IRS (C&CE) 2010	Expenditure Observer	23 AC Darjeeling & 24 AC Kurseong	7029347303	irs.dkj@gmail.com	Circuit House, Gandhi Rd., Darjeeling, West Bengal-734101	3.00 p.m. to 4.00 p.m. at Room No. 1/ Hall of Circuit House, Darjeeling subject to field visits and meetings related to electoral process
Shri A Subramanyeswara Rao IPS 2002	Police Observer	23 AC Darjeeling & 24 AC Kurseong	9364062502	observercelldarj2026@gmail.com	Circuit House, Gandhi Rd., Darjeeling, West Bengal-734101	4:30 p.m. to 5:30 p.m. at Room No. 1/ Conference Hall of Circuit House, Darjeeling subject to field visits and meetings related to electoral process

Sd/- District Election Officer
&
District Magistrate, Darjeeling

পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-নিলাম

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং:** সি-পে-ইয়ুজ-এআরকিউ, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট):** ১০-০৪-২০২৬ তারিখের ১০.০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়:** ১০-০৪-২০২৬ তারিখের ১০.৩০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিট:** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল,ট্রিপ/দিন: ১০৯৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-কেআইআর-এআরকিউ-টিওআই-২১৯-২৬-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	আরারিয়া কোর্ট রেলওয়ে স্টেশনে কেবলমাত্র তিন বছর সময়ের জন্য পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের চুক্তি প্রদান।

এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ১৯-০৩-২০২৬ তারিখে ই-নিলাম পোর্টাল https://www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম/পার্কিং/এমএলডিটি/সিপিআরও/২০২৫, তারিখ : ১৯.০৩.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার (অকশন পরিচালন অধিকর্তা), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও. ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক মালদা ডিভিশনের বারহারওয়া (বিএইচডব্লিউ), টিকানী (টিকেএলই) ও রাজমহল (আরজেএল), মুঙ্গের (এমজিআর), সাহিবগঞ্জ (এসবিজি) ও বৌনী (ডিডব্লিউএলই) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়েছে। অকশন ক্যাটালগ নং: পার্কিং-০৬-২০২৬; অকশন শুরুর তারিখ ও সময় : ০৪.০৪.২০২৬, বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে। ক্রম নং., লট নম্বর এবং স্টেশন যথাক্রমে : (১) পার্কিং-এমএলডিটি-বিএইচডব্লিউ-এমএক্স-২৬-২৬-১; বারহারওয়া; (২) পার্কিং-এমএলডিটি-টিকেএলই-এমএক্স-৭৭-২৬-১; টিকানী; (৩) পার্কিং-এমএলডিটি-আরজেএল-এমএক্স-৭০-২৬-১; রাজমহল; (৪) পার্কিং-এমএলডিটি-এমজিআর-এমএক্স-৪৫-২৬-১; মুঙ্গের; (৫) পার্কিং-এমএলডিটি-এসবিজি-এমএক্স-৬৭-২৬-১; সাহিবগঞ্জ; (৬) পার্কিং-এমএলডিটি-ডিডব্লিউএলই-এমএক্স-৭৬-২৬-১; বৌনী; সম্ভাব্য টেন্ডারদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস-ই-অকশন মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-377/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
এপ্রিল ২০২৬ মাসের জন্য ই-অকশন প্রোগ্রাম

নং. এস.৪/এস/ডিএপি/২০২৬-২৭, তারিখ ১৮.০৩.২০২৬। চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার/সেলস, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বিশদ বিবরণের জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে :

ক্রম নং.	ডিপো/ডিভিশন	অধিক্ষেত্র	তারিখ	
১.	বিইএসওয়াই ডিপো	বিইএসওয়াই ডিপো, লিলুয়া ওয়ার্কশপ, হাওড়া ও আসানসোল ডিভিশন	০৮.০৪.২০২৬	২৭.০৪.২০২৬
২.	এইচএলআর ডিপো	এইচএলআর ডিপো, কাঁচড়াপাড়া ওয়ার্কশপ ও শিয়ালদহ ডিভিশন	০৭.০৪.২০২৬	২১.০৪.২০২৬
৩.	জেএমপি ডিপো	জেএমপি ডিপো, জামালপুর ওয়ার্কশপ ও মালদা ডিভিশন	০৯.০৪.২০২৬	২২.০৪.২০২৬
৪.	এইচডব্লিউএইচ ডিভিশন	হাওড়া ডিভিশন	১০.০৪.২০২৬	২০.০৪.২০২৬
৫.	এএসএন ডিভিশন	আসানসোল ডিভিশন	১৩.০৪.২০২৬	২৮.০৪.২০২৬
৬.	এসডিএএইচ ডিভিশন	শিয়ালদহ ডিভিশন	১৭.০৪.২০২৬	৩০.০৪.২০২৬
৭.	এমএলডিটি ডিভিশন	মালদা ডিভিশন	১৬.০৪.২০২৬	২৪.০৪.২০২৬

STORES-76/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অ্যাফিডেভিট

আমি মনীন্দ্র বর্মন, পিতা - মৃত নলেশ্বর বর্মন, গ্রাম ও পোস্ট- বড়ো শিমুলগুড়ি, থানা - ঘোকসাডাঙ্গা, জেলা - কোচবিহার, প:ব:। আমার আধার কার্ড নং - 931178107358 -এ আমার নাম মনীদ্র বর্মন থাকায় গত 06-03-2026 তারিখে নোটারি পাবলিক, সদর, কোচবিহারের অ্যাফিডেভিট বলে মনীন্দ্র বর্মন হলাম। মনীন্দ্র বর্মন ও মনীদ্র বর্মন উভয়ই একই ব্যক্তি।

ব্যবসা/বাণিজ্য

সরাসরি এক রাজ্য সরকারের হস্তগত সংস্থার দ্বারা তৈরি ১০০% পিওর ও খাঁটি ব্র্যান্ডেড ঘি, পনির, খোয়া, ফ্রেশ জুস ও বিভিন্ন প্রকার healthy প্রোডাক্ট বিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন এলাকায় সাব ডিস্ট্রিবিউটর দেওয়া হচ্ছে। ইন্টারভিউ এর জন্য যোগাযোগ করুন - 8424060401.

১০০ টি এসি এলএইচবি কোচের শৌচালয়ের উন্নীতকরণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ২৫-টয়লেট-আপগ্রেড-কেআইআর-২৫ তারিখ: ১৮-০৩-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছে: কাজের নাম: কাটিহার মণ্ডলের ১০০ টি এসি এলএইচবি কোচের শৌচালয়ের উন্নীতকরণ। টেন্ডার রাশি: ১১,৩০,৭২,৩১৭.৮৩/- টাকা। জমা সুরক্ষা জমা: ২২,৬১,৫০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০৮-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিএমই/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে ওএইচই নবীকরণ কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপি-ইএল-টিআরডি-১৭-২৫-২৬-আরটিও তারিখ ১৮-০৩-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছে: টেন্ডার সংখ্যা. এপি-ইএল-টিআরডি-১৭-২৫-২৬-আরটিও। কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের এসএসই/টিআরডি/আইসি/গুপগুড়ি অধিক্ষেত্রের অধীনে আইওএল এবং ক্রস ওভার স্থানান্তর কাজ এবং এসএসই/টিআরডি/আইসি/নিউ আলিপুরদুয়ার অধিক্ষেত্রের অধীনে আইওএল স্থানান্তর কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত ওএইচই নবীকরণ কাজ। টেন্ডার রাশি: ৬৮,২৪,১৩৯.৮৯/- টাকা। বায়না রাশি: ১,৩৪,২০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০৬-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট (টিআরডি)/আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি, এপি এণ্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে (বাঘা যতিন পার্ক) Synthesizer (Key Board) শেখানোর জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকা চাই। (M) : 7797712353. (C/121125)

Siliguri -তে Courier Service য়ে Official, Delivery Boy, Driver চাই। Cont - 9832061242. (C/121224)

অ্যাফিডেভিট

আমি, Pabitra Sarkar আমার ভোটের কার্ডে নাম ভুল থাকায় গত 31/01/26 তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে LD. নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, Bachchu Sarkar থেকে Pabitra Sarkar নামে পরিচিত হলাম, উভয় একই ব্যক্তি। (C/121220)

আমি উত্তম চন্দ্র দাস স্ত্রী পুতুল বালা দাস আমার কন্যার (রাধারাণী দাস) জন্ম শংসাপত্রে উত্তম দাস (পিতা) এবং পুতুল দাস (মাতা) থাকায় গত ইং 18/3/26 জলপাইগুড়ি J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে উত্তম দাস ও উত্তম চন্দ্র দাস একই ব্যক্তি এবং পুতুল দাস ও পুতুল বালা দাস একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। টাকিমারী, মিলন পল্লী, জলপাইগুড়ি। (A/B)

I, Duppa Tamang, S/o Premlal Thapa, Resident of Village Raimatang TG, P.O. Kalchini, District Alipurduar, do hereby solemnly affirm and declare that I and my son were previously known as Duppa Tamang and Darpan Tamang respectively, and we have now adopted the surname Thapa as Duppa Thapa and Darpan Thapa for all purposes, and all the said names refer to one and the same respective persons as per Affidavit No. 3117 dated 05.03.2026. (C/121229)

টেন্ডার বাতিলের বিজ্ঞপ্তি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ডিসিবিএল/০১/২০২৬/এমএলজি, তারিখ ১৩-০৩-২০২৬ -এর জন্য নিম্নোক্ত ই-টেন্ডার নং ডিসিবিএল০১২০২৬এমএলজি এবং ডিসিবিএল০২২০২৬এমএলজি প্রশাসনিক কারণে বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।

ডেপুটি সিই/ব্রিজ-লাইন, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আজ টিভিতে

কান্তারা-দ্য লেজেন্ড চ্যাপ্টার ওয়ান সন্ধে ৭.৩০ অ্যান্ড পিকচার্স

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৪৫ ফুল আর পাথর, দুপুর ১.০০ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা, বিকেল ৪.০০ রাবণ, সন্ধে ৬.৪৫ রাখী পূর্ণিমা, রাত ১০.০০ খেলাঘর
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ সবুজ সাথী, দুপুর ১.৩০ আওয়ারা, বিকেল ৪.৩০ লে হালুয়া লে, সন্ধে ৭.৩০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, রাত ১০.৩০ অগ্নি
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ অন্যায় অত্যাচার, বেলা ১১.৩০ মঙ্গলদীপ, দুপুর ২.৩০ রাজার মেয়ে পারুল, বিকেল ৫.০০ বর কনে, রাত ৮.০০ আসল নকল, ১০.৩০ কড়ি দিয়ে কিনলাম
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ পরম্পরা, সন্ধে ৭.৩০ পারমিতার একদিন
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ শিবাজি
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জয়ী
অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৪১ সূরয়া-এস থ্রি, দুপুর ১.২৩ জওয়ান, বিকেল ৪.৪৪ স্কন্দ, সন্ধে ৭.৩০ কান্তারা-দ্য লেজেন্ড চ্যাপ্টার ওয়ান, রাত ১০.৪৭ ভৈরভাকোনা
জি বলিউড : বেলা ১১.৩৫ সাজন চলে সসুরাল, দুপুর ২.১১ তেরি মেহরবানিয়াঁ, বিকেল ৫.০৫ জিগর, রাত ৮.০০ ইন্ডিয়ান, ১১.০২ অপহরণ

ইউরোপ ফ্রম অ্যাবাভ বেলা ১১.৫৯ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

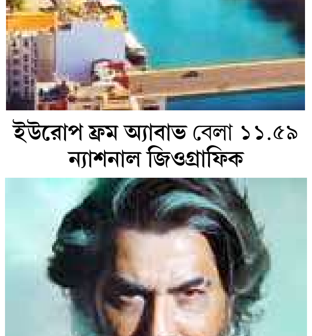

রাবণ বিকেল ৪.০০ জলসা মুভিজ

অগ্নি রাত ১০.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : নতুন বাড়ি, গাড়ি কেনার সুযোগ পেতে পারেন। আজ অপ্রত্যাশিত কোনও খবরে বাড়িতে আনন্দ। পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে সমস্যা মিটবে। বৃষ : আজ বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তা একটু সতর্ক হয়ে বলুন। গলার ব্যথায় ভোগান্তি বাড়বে। কর্মপ্রার্থীদের চাকরির যোগ। মিথুন : সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্তরা কোনও অনুষ্ঠানে সম্মানিত হতে পারেন। পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। কর্কট : আজ সারাদিন খুব ভালো কাটবে। আর্থিক সমস্যা কেটে যাবে। বাড়ি সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে সমস্যা মিটে যাবে। সিংহ : স্ত্রীর শারীরিক সমস্যার কারণে ভ্রমণের পরিকল্পনা আজ বাতিল করতে হতে পারে। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। প্রেমে শুভ। কন্যা : মায়ের হস্তক্ষেপে দাম্পত্যের সমস্যা মিটে যাবে। নতুন কোনও জিনিস কিনে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। তুলা : অন্যের ওপর ভরসা না করে, নিজের কাজ নিজে সারুন। বকেয়া অর্থ ফেরত পেয়ে স্বস্তি পাবেন। সংসারে শান্তি বজায় থাকবে। বৃশ্চিক : প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে একটু অশান্তি হতে পারে। মাছ ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় বড় রকমের লাভ করতে পারেন। ধনু : বাড়ির কোনও কাজে হাত দিতে গিয়ে সমস্যা হতে পারে। বাইরের কোনও লোকের কারণে সংসারে অশান্তি। মকর : আকস্মিক কোনও ঘটনার কারণে কর্মক্ষেত্র বদল করতে হতে পারে। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কেটে যাবে। কুম্ভ : কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপে মানসিক সমস্যা বাড়বে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর চেষ্টা করুন। কোনও মহৎ ব্যক্তির দ্বারা উপকৃত হবেন। মীন : বিকল্প ব্যবসায় অর্থলগ্নিতে ভালো সাফল্য পাবেন। প্রেমের ক্ষেত্রে একটু ধৈর্য রাখুন। পেটের সংক্রমণে ভোগান্তি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৬ চৈত্র ১৪৩২, ভাঃ ৩০ ফাল্গুন, ২১ মার্চ ২০২৬, ৬ চ'ত, সংবৎ ৩ চৈত্র সুদি, ১ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।৪৬, অঃ ৫।৪৪। শনিবার, তৃতীয়া রাত্রি ২।৭। অশ্বিনীনক্ষত্র রাত্রি ২।৫২। ইন্দ্রযোগ রাত্রি ৯।৯। তৈতিলকরণ দিবা ৩।৫ গতে গরকরণ রাত্রি ২।৭ গতে বণিজকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, রাত্রি ২।৫২ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী-অগ্নিকোণে, রাত্রি ২।৭ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ৭।১৬ মধ্যে ও ১।১৫ গতে ২। ৪৫ মধ্যে ও ৪।১৪ গতে ৫।৪৪ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।১৪ মধ্যে ও ৪।১৬ গতে ৫।৪৫ মধ্যে । যাত্রা- নাই, দিবা ৭।১৬ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৯।৯ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা, দিবা ৭।১৬ গতে অপরাহ্ণ ৪।১৪ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৯।৩৫ গতে ১২।৫৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।১০ গতে ১০।২৯ মধ্যে ও ১২।২ গতে ১।৩৫ মধ্যে ও ২।২১ গতে ৩।৫৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৪,৫৩২.৯৬ (+৩২৫.৭২)

নিফটি : ২৩,১১৪.৫০ (+১১২.৩৫)

সমাজমাধ্যমে নজর, কমিশনের ৬ লক্ষ্য ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	২৪°	২৫°	২৬°	২২°
সর্বনিম্ন	১৮°	১৮°	১৮°	১৬°

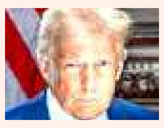

ন্যাটোকে 'কাপুরুষ' তোপ ট্রাম্পের ৫

আরজি করে মৃত্যুফাঁদ

লিফটে আটকে প্রাণ হারালেন এক তরুণ ৫

শিলিগুড়ি ৬ চৈত্র ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 21 March 2026 Saturday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 300

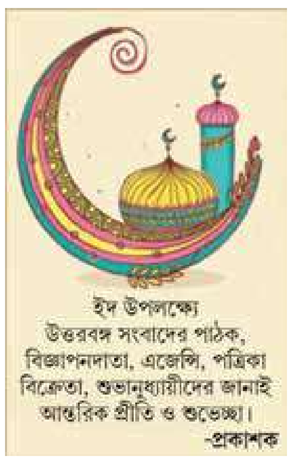

উত্তরবঙ্গে ৫ ট্রাইবিউনাল

কলকাতা, ২০ মার্চ : অতিরিক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে অ্যাপিলেট ট্রাইবিউনাল গঠন করে দিল নির্বাচন কমিশন। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সুপারিশে রাজ্যে মোট ১৯টি ট্রাইবিউনাল গঠিত হয়েছে। ১৯টির মধ্যে ৫টি ট্রাইবিউনাল উত্তরবঙ্গে। মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর ছাড়া কোচবিহারের জন্য পৃথক পৃথক ট্রাইবিউনাল থাকছে। অন্য একটি ট্রাইবিউনাল কালিম্পং, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার আবেদনের নিষ্পত্তি করবে।

কোনও ভোটারের নাম অতিরিক্ত তালিকায় না থাকলে বা কেটে দেওয়া হলে তাঁরা ট্রাইবিউনালে আবেদন করতে পারবেন। কোচবিহারের ট্রাইবিউনালের দায়িত্বে থাকছেন প্রাক্তন বিচারক প্রণবকুমার দেব। মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তিন ট্রাইবিউনালের দায়িত্বে

এরপর ছয়ের পাতায়

তৃণমূলের ১০ 'প্রতিজ্ঞা'

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২০ মার্চ : একদিকে নির্বাচনি রণকৌশলের নীল নকশা, অন্যদিকে কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের খড়্গহস্ত মেজাজে শুক্রবার তাঁর কালীঘাটের বাসভবন তৃণমূলের ভবিষ্যৎ রাজনীতির ফোকাস বুঝিয়ে দিল। তাঁর শুক্রবার প্রকাশিত নির্বাচনি ইস্তাহারের পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছে 'প্রতিজ্ঞা'। যাতে ১০ প্রতিজ্ঞার উল্লেখ আছে। শিক্ষা, শিল্প, কর্মসংস্থান থেকে আবাসন এবং সামাজিক সুরক্ষা ইত্যাদিতে দলের অঙ্গীকারের উল্লেখ থাকলেও ইস্তাহারে গুরুত্বপূর্ণ হল, আগামী ১০ বছরে বাংলাকে দেশের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত করার ঘোষণা। প্রথম ৫ বছরে ৪০ লক্ষ কোটি টাকার অর্থনীতি গড়ার লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে। চতুর্থ তৃণমূল সরকার গঠিত হলে ওই সময়ে গ্লোবাল ট্রেড হাব, বন্দর, লজিস্টিক তৈরির পরিকল্পনা আছে।

তবে তৃণমূল নেত্রীর গলায় অনেক বেশি জোরালো ছিল কেন্দ্রীয় বঞ্চনা ও প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশনকে একযোগে বিঁধে মমতার কথায়, 'এখানে তো অঘোষিত নয়, ঘোষিত প্রেসিডেন্টস রুল করে দিয়েছে। লজ্জা লজ্জা লজ্জা। প্রেসিডেন্টস রুল করে মোদিজিকে ইলেকশন করতে হচ্ছে! বাংলার মানুষকে এত ভয়!'

পরে তিনি সরাসরি বলেন, 'রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করেছে অলরেডি। মুখে বলছে না। অ্যাকশন ইজ দ্য রিঅ্যাকশন। অ্যান্ড অ্যাকশন ইজ দ্য রিয়েলিটি।' তাঁর বক্তব্য, নির্বাচনের সময় কিছু আধিকারিককে নির্বাচন কমিশন বদলি করতেই পারে। কিন্তু সেখানে সীমাবদ্ধতা আছে। সেই সীমারেখা কমিশন মানছে না।

এরপর ছয়ের পাতায়

নির্বাচনি বিধিভঙ্গের অভিযোগ বিজেপির

সমস্যা মেটাতে নির্দেশ মেয়রের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : ভোট প্রচারে বেরিয়ে বাসিন্দাদের বিভিন্ন সমস্যা শুনে সরাসরি আধিকারিকদের ফোন করে সেগুলি দ্রুত মেটানোর নির্দেশ দিলেন গৌতম দেব। বললেন, আগামী ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মেয়র পদে রয়েছি। ওই সময়ের পরে শহরের একটিও কাঁচা রাস্তা থাকবে না। গৌতমের এই আশ্বাস নির্বাচনি আচরণবিধি

ভঙ্গের শামিল, অভিযোগ উঠল শহরে।

বিধায়ক তথা বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষের দাবি, 'গৌতমবাবু নাকি টক টু মেয়র করে শহরের সব সমস্যা মিটিয়ে ফেলেছেন। তাহলে এখনও মানুষের এত অভাব অভিযোগ কেন আসছে? আসলে সারাবছর মানুষের কাছে না গিয়ে ভোটের সময় এলাকায় গেলে এভাবেই প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে। পুরো শহরটাকে শেষ করে দিয়েছেন বর্তমান মেয়র।' গৌতম অবশ্য বলেছেন, 'মেয়র হিসাবে মানুষের পরিষেবা দেওয়াটা আমার কাজ। মানুষ নিকাশি ব্যবস্থা, রাস্তা, পথবাতি নিয়ে অভিযোগ করেছেন। সেগুলি দ্রুত মেটানোর কথা বলেছি।'

শুক্রবার সকালে পুরনিগমের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে ভোট প্রচারে গিয়েছিলেন গৌতম দেব। আদর্শনগর থেকে শুরু করে জ্যোতিনগর এলাকায় বাড়ি বাড়ি প্রচারে গিয়েছিলেন। সেখানে প্রায় প্রতিটি পদক্ষেপেই তাঁকে পুর পরিষেবা নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে।

জ্যোতিনগরের শিবমন্দির রোড এলাকার বাসিন্দা মালতী ঘোষ বাড়ির সামনের নিকাশিনালা দেখিয়ে বলেন, 'শেষ কবে এই নিকাশিনালা সাফাই হয়েছিল বলতে পারব না। দেখুন, আবর্জনা আর কালো জল জমে রয়েছে। দুর্গন্ধ আর মশামাছির অত্যাচারে থাকতে পারছি না।' কানন দাস মেয়রকে বলেন, 'ভোট চাইতে এসেছেন? দেখুন আমরা কীভাবে থাকি। একটা পুরনিগমের রাস্তা এখনও কাঁচা। আট মাস ধরে পথবাতি জ্বলে না।' মেয়র সমস্ত সমস্যা দ্রুত মেটানোর আশ্বাস দেন। সেই সময়ই ফোনে এক পুর আধিকারিককে তিনি বলেন, 'জ্যোতিনগরের নিকাশিনালাগুলি দ্রুত পরিষ্কার করে দিতে হবে আর এখানে পথবাতিগুলি দেখে নিতে হবে।' চতুর্থ মহানন্দা সেতু সংলগ্ন এলাকায় গিয়ে ভোট চাইতেও সেখানকার বাসিন্দারা দীর্ঘদিন পথবাতি জ্বলছে না বলে অভিযোগ করেন। মেয়র সঙ্গে সঙ্গে আধিকারিককে ফোন করে দ্রুত পথবাতির ব্যবস্থা করতে বলেন। পরে বাসিন্দাদের বললেন, 'সোমবারের মধ্যে পথবাতির ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

এদিন এই ওয়ার্ডে প্রচারের সময় বেশ কিছু নাগরিক ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া, বিচারাধীন থাকা নিয়ে মেয়রের কাছে নালিশ জানান। মেয়র তাঁদের বলেন, 'বিজেপি বেছে বেছে আমাদের ভোটারদের নামগুলি বাদ দিয়েছে বা বিচারাধীন করিয়েছে। এই নির্বাচনে তৃণমূলকে ভোট দিয়ে এদের জবাব দিতে হবে।'

এরপর ছয়ের পাতায়

রঞ্জনের প্রশ্রয়ে দাপট কেজিএফ গ্যাংয়ের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : কেজিএফ গ্যাংকে কেন্দ্র করে প্রার্থীপদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিতর্কে জড়িয়েছিলেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির তৃণমূল প্রার্থী রঞ্জন শীলশর্মা। সেই বিতর্ক আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিল সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল (যদিও ওই

ভিডিও-র সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) হওয়া রঞ্জনের বক্তব্য। বিতর্কে ঘি ঢেলে তাঁর বক্তব্য, 'সব মানুষকে নিয়ে চলি। আগামীতেও চলব। যাঁদের এই মাপকাঠি করার ক্ষমতা রয়েছে, তাঁরা মাপকাঠি করবেন। তাঁরা বিচার করবেন। কিন্তু আমি কোনও মানুষকে ফেলতে পারব না। ফেলবও না। আমার সঙ্গে সাফাইকর্মীরা থাকতে পারেন, আবার বড় মানুষও থাকতে পারেন। তাঁর অপরাধ তাঁর জায়গায়।

এরপর ছয়ের পাতায়

ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ, বাজেয়াপ্ত এটিএম সূত্রে তদন্ত

অ্যাকাউন্টে পাক টাকা!

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : ভাড়ায় নেওয়া ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাকিস্তান থেকে পাঠানো হত টাকা। সেই টাকাই ছড়িয়ে পড়ত গোটা দেশের বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। একাধিক এটিএম কার্ড সহ চম্পারণের চার তরুণ পাকড়াও হওয়ার পর ধৃতদের মোবাইল খতিয়ে দেখে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য পেল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। উদ্ধার হওয়া এটিএম কার্ডগুলি চক্রেরই একটি অংশ তাঁদের চুরি করে এনে দিত বলে প্রথম দাবি করেছিলেন ওই চারজন। যদিও তাঁদের সঙ্গে থাকা মোবাইলগুলি বাজেয়াপ্ত করে পরীক্ষা করতেই হোয়াটসঅ্যাপে পাকিস্তানের নম্বরের হদিস পায় পুলিশ। এরপর জিজ্ঞাসাবাদ করতেই চক্ষু চড়কগাছ হয় তদন্তকারীদের। শিলিগুড়ি শহরের পাশাপাশি গোটা দেশেই ওই চক্রের একটা অংশ গরিব মানুষদের টার্গেট করে তাঁদের অ্যাকাউন্ট ভাড়া নিত। সেখানে সরাসরি পাকিস্তান থেকে টাকা পাঠানো হচ্ছিল। এরপর ধৃতদের হাতে এটিএম কার্ড ও পিন দেওয়া হত। ধৃতরা এটিএম থেকে সেই অর্থ তুলে এটিএম ডিপোজিটের মাধ্যমে ফোনের হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানো ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দিত।

এদিকে, বাজেয়াপ্ত হওয়া এটিএম কার্ডগুলি পরীক্ষা করে এখনও পর্যন্ত শহর শিলিগুড়ির এক বাসিন্দার অ্যাকাউন্টের সূত্র পেয়েছে পুলিশ। ওই অ্যাকাউন্টে সরাসরি পাকিস্তান থেকে পাঠানো টাকা ঢুকেছে বলে দাবি তদন্তকারীদের। সেই বাসিন্দার সম্পর্কে খোঁজখবর শুরু করেছে পুলিশ। এমনকি পাকিস্তান থেকে আসা টাকা ঢোকানোর জন্য অ্যাকাউন্ট ভাড়া নেওয়া চক্রের এক সদস্য শহরে সক্রিয় রয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। তাঁকে খুঁজতে তল্লাশি চলছে। তদন্তে পাকিস্তানের নম্বর মেলার বিষয়টি স্বীকার করেছেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা। তাঁর বক্তব্য, 'ধৃতদের মোবাইল থেকে পাকিস্তানের নম্বর পাওয়া গিয়েছে। তবে অনেক সময় চক্রের মাথারা যাতে সহজে ধরা না পড়ে সেজন্য বিভিন্ন দেশের সিম ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সেরকম কোনও ঘটনাও রয়েছে কি না, সেটাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়ি থানা এলাকার একটি হোটেল থেকে চম্পারণের বাসিন্দা রিজওয়ান আলম, আজাদ আলম, মহম্মদ ইমরান ও শের মহম্মদ নামের চারজনকে পাকড়াও করা হয়। প্রথমদিকে পুলিশ ভেবেছিল ধৃতরা এটিএম জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত। যদিও বাজেয়াপ্ত করা মোবাইল পরীক্ষা করতেই জুড়ে যায় পাকিস্তানের নাম। এদিকে, পাকিস্তান নম্বরের যোগ প্রকাশ্যে আসতেই পুলিশ কমিশনারেটের অন্দরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তদন্তকারীদের কথায়, পাকিস্তান থেকে টাকা পাঠানো মানেই সেই টাকা সন্ত্রাসমূলক বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করার সম্ভাবনা তৈরি হয়। তাই এর পিছনে বড় ধরনের কোনও সন্ত্রাসমূলক পরিকল্পনা চলছে কি না, তা নিয়েও ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের কর্তারা ধৃত ওই চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। তদন্তভারও সাইবার ক্রাইম থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশের এক কর্তার কথায়, অ্যাকাউন্টগুলো সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য দ্রুত বের করার জন্যই তদন্তভার সাইবার ক্রাইমকে দেওয়া হয়েছে।

এটিএম কাণ্ডে ধৃত তরুণদের সঙ্গে পুলিশ।

> **ধৃতদের মোবাইল থেকে পাকিস্তানের নম্বর পাওয়া গিয়েছে। তবে অনেক সময় চক্রের মাথারা যাতে সহজে ধরা না পড়ে সেজন্য বিভিন্ন দেশের সিম ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সেরকম কোনও ঘটনাও রয়েছে কি না, সেটাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।**
>
> **সৈয়দ ওয়াকার রাজা**
> শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার

জাল নথি সমেত ধৃত বাংলাদেশি

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২০ মার্চ : ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে ফের জাল আধার কার্ড সহ এক বাংলাদেশি নাগরিক গ্রেপ্তার হলেন। পুরোনো মেচি সেতু দিয়ে শুক্রবার সকালে নেপাল থেকে ভারতে ঢোকার সময় সীমান্তে মোতায়েন এসএসবির ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানদের হাতে ধরা পড়েন ওই ব্যক্তি। এসএসবি সূত্রে জানা গিয়েছে, সীমান্তে রুটিন চেকিংয়ের সময় ওই বাংলাদেশি তরুণ এসএসবি জওয়ানদের ভারতীয় আধার কার্ড দেখিয়ে সীমান্ত পার হওয়ার চেষ্টা করছিলেন। সেই সময় তাঁকে দেখে কর্তব্যরত জওয়ানদের সন্দেহ হয়। জাল আধারে নাম ছিল শামীম খান, ঠিকানা- শিলিগুড়ি প্রধাননগর। কথাবার্তায় অসংগতি থাকায় এসএসবি জওয়ানরা তাঁকে আটক করে তল্লাশি চালিয়ে বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়পত্র ও বাংলাদেশি পাসপোর্ট পান। বাংলাদেশের পরিচয়পত্রে তাঁর নাম শামীম হাওলাদার। এরপর এসএসবি তাঁকে আটক করে পানিট্যাঙ্কি বিওপিতে নিয়ে যায়। জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত স্বীকার করেন, তিনি প্রকৃতপক্ষেই বাংলাদেশের নাগরিক। বরিশালের বাবুগঞ্জ এলাকায় তাঁর বাড়ি। ধৃতের হেপাজত থেকে ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশের কিছু টাকা, একটি নেপালি সিম কার্ড সহ মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, চলতি বছরের ৯ জানুয়ারি তিনি বনগাঁ বর্ডার দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেন। শিলিগুড়ির এক দালালের মাধ্যমে মোটা টাকার বিনিময়ে ভারতীয় জাল নথি তৈরি করে বিহারের যোগবাণী বর্ডার দিয়ে ভারত থেকে নেপালে গিয়েছিলেন তিনি। এদিন সকালে মেচি সেতু পেরিয়ে ভারতে ঢোকার সময় এসএসবির জালে ধরা পড়েন। ধৃতকে শুক্রবার রাতে খড়িবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। শনিবার তাঁকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হবে। খড়িবাড়ি থানার ওসি মনোতোষ সরকার জানান, এসএসবির অভিযোগের ভিত্তিতে এক বাংলাদেশি তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

হাতির হানায় তরুণের মৃত্যু

নকশালবাড়ি, ২০ মার্চ : দিনদুপুরে বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে হাতির হানায় মৃত্যু হল এক তরুণের। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটে নকশালবাড়ি থানার মারাপুর চা বাগানের টুকরা বস্তি এলাকায়। মৃতের নাম রঞ্জিত রাই (৩৯)। দেহটি আপাতত নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের মর্গেই রাখা হয়েছে। শনিবার ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হবে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, রঞ্জিত বাড়ির পাশের কলাবাড়ি জঙ্গলে মোষ চরাতে গিয়েছিলেন। হঠাৎ জঙ্গল থেকে একটি দলছুট হাতি বেরিয়ে তাঁর দিকে তেড়ে আসে। হাতিকে দেখে পালাতে গেলেও শেষরক্ষা হয়নি। হাতি রঞ্জিতকে শুঁড়ে তুলে আছাড় দেয়। তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান পানিঘাটা ও কলাবাড়ি বনাঞ্চলের কর্মীরা।

রঞ্জিতের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এলাকায় ক্ষোভের মুখে পড়তে হয় বনকর্মীদের। এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য সুনীল মিঞ্জ বলেন, 'জঙ্গলে হাতি রয়েছে অথচ বন দপ্তর আগে থেকে এলাকায় মাইকিং করেনি। বনকর্মীদের টহলদারিও ছিল না। টুকরা বস্তিতে সব মিলিয়ে ২৫টি পরিবারের বসবাস। তাঁদের নিরাপত্তা সুনির্দিষ্ট করতে হবে বন দপ্তরকে।' মৃতের বৌদি সুখমতি রাই বন দপ্তরের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি করেছেন তিনি। পানিঘাটা রেঞ্জ গোটা ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

উষালগ্নে।। *বেনারসের শিবালা ঘাটে ছবিটি তুলেছেন দক্ষিণ দিনাজপুরের দৌলতপুরের বিপ্লব ঠাকুর।*

পালটা বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলি

যুবসাথী হাতিয়ার, প্রচারে টিএমসিপি

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : শিয়রে ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন। এদিকে ভোটের আবহে ছাত্র-যুবদের কাছে টানতে যুবসাথী প্রকল্পকে হাতিয়ার করে আসরে নামছেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতারা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করার পর ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সি কর্মহীন তরুণ-তরুণীদের জন্য ১৫০০ টাকা দেওয়ার প্রকল্প চালু হয়েছে। ইতিমধ্যেই অনেকে টাকা পেয়েছেন। এনিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে রীতিমতো প্রচার চালানো হচ্ছে। অন্যদিকে, যুবসাথী প্রকল্পের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআই-এর নেতৃত্ব পালটা বাড়ি বাড়ি যাওয়ার শুরু করেছে। এক্ষেত্রে তারা ছাত্র-যুবদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের অভিমত লিপিবদ্ধ করার কাজ শুরু করেছে। এদিকে, পিছিয়ে নেই ছাত্র পরিষদ ও এবিভিপিও। তারাও পৃথকভাবে যুব সম্প্রদায়কে কাছে টানতে মরিয়া। সকলেরই লক্ষ্য ছাত্র-যুব ভোট কুক্ষিগত করা। এনিয়ে বিভিন্ন দলের ছাত্র সংগঠনের সক্রিয়তায় শিলিগুড়ির রাজনৈতিক মহল ক্রমেই সরগরম হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার আগে তড়িঘড়ি চালু হওয়া যুবসাথীকে সামনে রেখেই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতারা বাজিমাত করতে চাইছেন। 'বাড়ি বাড়ি টিএমসিপি' কর্মসূচি শুরু করেছেন তাঁরা। শিলিগুড়ি মহকুমার বিভিন্ন এলাকাজুড়ে ওই কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। আগামী রবিবার থেকে শহর শিলিগুড়িতেও বাড়ি বাড়ি যাওয়ার কাজ শুরু হতে চলেছে বলেও জানা গিয়েছে। যদিও বাম ছাত্র নেতৃত্ব অবশ্য যুবসাথী ইস্যুতে প্রশ্ন তুলতে পালটা আসরে নেমেছে। যদিও বিরোধীদের কথায় গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল। ছাত্র সংগঠনের জেলা সভাপতি তনয় তালুকদার বলেন, 'যুবসাথী প্রকল্পকে সামনে রেখে আমরা বাড়ি বাড়ি যাওয়ার কাজ শুরু করেছি। ছাত্র-যুবদের প্রকল্পের সুফল সম্পর্কে বোঝানো হচ্ছে। আমাদের বিশ্বাস আসন্ন নির্বাচনে যুবসাথী প্রকল্পের ফল আমরা পাব।'

অন্যদিকে, বাম ছাত্র সংগঠনের তরফেও পালটা বাড়ি বাড়ি যাওয়া শুরু হয়েছে। সংগঠনের তরফে জানা গিয়েছে, তৃণমূলের শাসনকালে রাজ্যে যেভাবে বেকারত্ব বাড়ছে, সেটিকে হাতিয়ার করেই বাড়ি বাড়ি প্রচার চালানো হচ্ছে। যুব সম্প্রদায়ের তরফে যেসব মন্তব্য উঠে আসছে তা ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করে রাখছেন নেতারা। এবিষয়ে এসএফআই-এর দার্জিলিং জেলা কমিটির জেলা সম্পাদক অঙ্কিত দে বলেন, 'আমরা বেকার ভাতার বিরুদ্ধে নই। তবে আমরা কর্মসংস্থান চাই। সেক্ষেত্রে ছাত্র-যুবদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযোগ গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছি। পথসভা থেকে শুরু করে বৈঠকের পাশাপাশি বাড়ি বাড়ি গিয়ে সরাসরি কথা বলা হচ্ছে। এক্ষেত্রে সংগঠনের সকলেই কথা শুনছেন ও ডায়েরিতে লিখে রাখছেন। পরবর্তীতে তা দলের শীর্ষ নেতৃত্বদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।'

বামেদের মতোই প্রায় একই সুরে এবিভিপির প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক তথা স্টেট ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য দীপ্ত দে-র বক্তব্য, 'যখন তরুণ-তরুণীদের হাতে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেওয়ার কথা ছিল, সেখানে ভাতা দেওয়া হচ্ছে। এই বিষয়টি বোঝাতেই আমরা ছাত্র-যুবদের বাড়ি বাড়ি যাওয়ার কাজ শুরু করেছি। সেইসঙ্গে ছোট ছোট বৈঠক সহ স্ট্রিট কর্নারও করা হচ্ছে।' অন্যদিকে, ছাত্র পরিষদের অর্গানাইজেশনাল সম্পাদক শাহনাওয়াজ হোসেনও জানান, তাঁরা সরকারি প্রকল্পের বিরোধিতা করছেন না। তবে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এই বার্তা নিয়েই তাঁরাও পথে নেমেছেন।

- তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিশ্বাস, আসন্ন নির্বাচনে যুবসাথী প্রকল্পের ফল মিলবে
- পালটা কর্মসংস্থান চেয়ে ময়দানে নামতে চাইছে এসএফআই
- একই সুরে তরুণ প্রজন্মকে কাছে টানতে আসরে ছাত্র পরিষদ, এবিভিপি

১৩০০ বিঘা আলু নষ্ট

শালকুমারহাট ও রাঙ্গালিবাজনা, ২০ মার্চ : রাত হলেই বৃষ্টি। আর সেই বৃষ্টির জেরে প্রায় ১৩০০ বিঘা জমির আলু নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকে শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুনপাড়া মৌজায় ৮০০ বিঘা জমির আলু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গত বছর অক্টোবরের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ওই এলাকায় চাষাবাদে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। তার পরেও ঋণ নিয়ে অনেক আশা করে চাষিরা আলু চাষ করেন। কিন্তু বিগত ৪-৫ দিনের বৃষ্টিতে যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, তাতে চাষিদের একাংশের মাথায় হাত। এই পরিস্থিতিতে তাঁরা ইদের পর কাজের খোঁজে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেবেন বলে জানিয়েছেন। এদিকে, বৃহস্পতিবার রাতে প্রবল বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে ইসলামাবাদ গ্রামে বিঘার পর বিঘা আলুখেত। মাদারিহাট-বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির খয়েরবাড়ির পঞ্চায়েত সদস্য রশিদুল আলম বলছেন, 'কমপক্ষে ৫০০ বিঘা আলুখেত জলমগ্ন হয়েছে।' আলিপুরদুয়ার জেলা কৃষি উপ অধিকর্তা (প্রশাসন) ফজলুল হক বলছেন,'যে সব এলাকায় আলু চাষে ক্ষতি হয়েছে, সেই সব এলাকা পরিদর্শনে কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা যাচ্ছেন। আমাদের আধিকারিকরা ফিল্ড ভিজিট করছেন। তারপর রিপোর্ট তৈরি হবে।'

কৃষি দপ্তর জানিয়েছে, চলতি মরশুমে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৪ হাজার ৮০০ হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়েছে। শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুনপাড়ায় অক্টোবরের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছিল। এবারের বৃষ্টিতে আলু চাষে ক্ষতিতে চাষিদের আরও খারাপ অবস্থা। ওই এলাকার আলুচাষি হাসানুর সরকার বলেন, 'আমি ৩ বিঘা জমিতে আলু চাষ করেছি। সব পচে গিয়েছে।' সবিত্র কার্জি নামে আরেক চাষি ২৩ বিঘা জমি লিজে নিয়ে আলু চাষ করেন। তাঁর কথায়, 'মহাজনের থেকে চড়া সুদে ৫ লক্ষ টাকা ঋণ করি। নিজের দেড় লক্ষ টাকা লগ্নি করি। এখন সব শেষ।'

এদিকে, ইসলামাবাদ গ্রামের শ্মশানঘাটের কাছে বৃহস্পতিবার রাতে হেউতিয়াঝোরার পাড়বাঁধ ভেঙে যায়।

ইদের আগের দিন ফলের দোকানে ভিড়। শুক্রবার আলিপুরদুয়ারের বড়বাজারে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

ভোটের অঙ্কে সন্ন্যাসী শরণে দুই প্রার্থীই

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : গোশালার ভিতরে একটি ছোট গাড়ি ঢুকল। গাড়িটিকে কয়েকজন গেরুয়া বসনধারী ঘিরে রইলেন। শিলিগুড়ির বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ তাঁদের কাছে যেতেই গাড়ির ভিতর থেকে কপালে তিলক কাটা এক সাধু মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন শংকরের। তারপর হাত ধরে বিড়বিড় করে কিছু বললেন। শুক্রবার শিলিগুড়ি পুরসভার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের ছবি।

তৃণমূল শিবিরের কথা বলা যাক। এদিন শিলিগুড়ির তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেবের বাড়িতে যান কয়েকজন সন্ন্যাসী। গৌতমের প্রচারের সময় তাঁর বাড়ির সামনে সন্ন্যাসীদের গাড়িটি পৌঁছালে মেয়র দেখা করেন। তাঁকে আশীর্বাদ করেন একজন। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কথাও বলেন।

শিলিগুড়ির দুই ফুলের দুই প্রার্থীর এভাবে সন্ন্যাসী শরণে চলে যাওয়া নিয়ে শহরে চর্চা শুরু হয়েছে। সন্ন্যাসীদের আশীর্বাদ চাওয়া, ভোটভিক্ষার নতুন কৌশল কি না, তা নিয়ে আলোচনা চলছে। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের দাবি, এটা নতুন কিছু নয়। গৌতমে-শংকরের এই সন্ন্যাসীপ্রীতির পেছনে রাজনৈতিক সমীকরণ দেখছেন তাঁরা।

প্রথমত, সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মেলামেশা হিন্দু ভোটারদের কাছে ভাবমূর্তি তৈরি করতে সাহায্য করে। আর দ্বিতীয়ত, এইসব সন্ন্যাসী বা ধর্মীয় সংগঠনগুলির বহু ভক্ত থাকে। সেই ভক্তদের ভোটব্যাংকের কাছে পৌঁছাতে গেলে সন্ন্যাসীদের শরণাপন্ন হওয়াটাই সোজা রাস্তা।

এদিন শংকর এবং গৌতম যে দুই সন্ন্যাসীর সান্নিধ্য পেয়েছেন, তাঁদের

শিলিগুড়ি

ভক্ত শিলিগুড়িতে সেভাবে নেই বলেই দাবি। তবে প্রার্থী ঘোষণার আগেও তো গৌতম আর শংকরকে শহরের নানা ধর্মীয়স্থলে দেখা গিয়েছে। প্রার্থী হয়ে তাঁরা হয়তো সেসব জায়গায় আবারও যাবেন। ইতিমধ্যে প্রচারে বেরিয়ে শুরুতে বা মাঝে তাঁরা নিয়মিত পুজো দিচ্ছেন মন্দিরে। পূজারিদের আশীর্বাদ নিচ্ছেন।

শংকরের অভিযোগ, মেয়রের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসীকে হুঁশিয়ারি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। তাঁর এই সন্ন্যাসীপ্রীতি রাজনীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। আর নিজের এই সন্ন্যাসী-দর্শন নিয়ে শংকর বলেন, 'প্রচারের মাঝে সন্ন্যাসীরা চলে আসায় দেখা করেছি। বিজেপির সন্ন্যাসীপ্রীতি তো নতুন নয়। আমরা ধর্মগুরুদের আশীর্বাদ নিয়েই চলি।'

আর শংকরের অভিযোগের জবাবে মেয়র গৌতম বলেন, 'বিজেপির অভিযোগ ভিত্তিহীন। সন্ন্যাসীর দেখা করার সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। ধর্মের রাজনীতি তো বিজেপি করছে। সন্ন্যাসীরা আমাকে ভালোইবাসেন।'

রামকৃষ্ণ মিশনের দার্জিলিং জেলার এক মহারাজ সরাসরি রাজনৈতিক প্রসঙ্গে বক্তব্য দিতে নারাজ। তবে তিনি দাবি করেছেন, 'আমরা রাজনীতি করি না। আমাদের নিয়ে কারা কী বলছে, সেটা তাদের ব্যাপার। মিশনে অনেকেই যান। কার কী দৃষ্টিভঙ্গি থাকে সেটা তো আমরা বলতে পারব না। তবে আমাদের সেবাকাজে অনেকেই শামিল থাকেন।' ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক নামকৃষ্ণ দাসের বক্তব্য, 'যে কেউ মন্দিরে পুজো দিতেই পারেন। তবে পুজো দিতে গিয়ে রাজনীতি করা ঠিক নয়। তবে কারও গলায় রাজনৈতিক দলের পতাকা থাকলেও তো আর আমরা খুলে দিতে পারি না।'

ছেলেধরা সন্দেহে মার

বারবিশা, ২০ মার্চ : ব্রিগেডে প্রধানমন্ত্রীকে দেখে বাড়ি ফেরার পথে ভয়াবহ অভিজ্ঞতার শিকার হলেন কুমারগ্রাম ব্লকের সোমনাথ বর্মন। তিনি ভুলবশত ট্রেন থেকে বিহারের কিশনগঞ্জ স্টেশনে নেমে পড়েন। এরপর উদ্দেশ্যহীনভাবে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ানোর সময় তাঁকে ছেলেধরা সন্দেহে স্থানীয়রা ব্যাপক মারধর করেন বলে অভিযোগ। কিশনগঞ্জের পোঠিয়া থানার পুলিশ তাঁকে উত্তেজিত জনতার হাত থেকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করে। এরপর তিন-চারদিন তিনি বেহুঁশ ছিলেন। জ্ঞান ফেরার পর পুলিশ তাঁর নাম-ঠিকানা জেনে বারবিশা ফাঁড়িতে যোগাযোগ করে। এরপর উত্তরবঙ্গগামী ট্রেনে করে সোমনাথ বৃহস্পতিবার রাতে বাড়ি ফেরেন।

বাড়ি ফিরে তিনি বলেন, 'বিহার পুলিশকে সবকিছু খুলে বলার পর আমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে হাতে ২০০ টাকাও গুঁজে দেন এক অফিসার।'

পদ্ম প্রার্থীকে নিয়ে কোন্দল

উত্তরের ভোট-আয়না

মনজুর আলম

চোপড়া, ২০ মার্চ : প্রার্থী ঘোষণা হতেই দিনভর নাটকীয়তা জারি রইল চোপড়ায়। রুদ্ধদ্বার বৈঠকের মাঝেই ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের একাংশ। বিক্ষোভের জেরে দলের ঘোষিত প্রার্থীকে সংবর্ধনা দেওয়ার কর্মসূচি মাঝপথেই বাতিল করতে বাধ্য হল গেরুয়া শিবির। শুক্রবার চোপড়ার এই ঘটনায় দলের অন্দরের আদি-নব্য দ্বন্দ্ব ফের প্রকাশ্যে চলে এল।

বৃহস্পতিবার বিজেপি নেতৃত্ব নাম ঘোষণা করার পর থেকেই প্রার্থী শংকর অধিকারীকে নিয়ে স্থানীয় পদ্ম শিবিরের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ দানা বেঁধেছিল। শুক্রবার বিধানসভা কমিটির তরফে শংকরকে সংবর্ধনা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কর্মসূচি শুরুর আগে দলীয় নেতা সাজেন রাম সিংহের বাড়িতে আয়োজিত রুদ্ধদ্বার বৈঠকেই বাধে বিপত্তি। অভিযোগ, সেই সময় বেশ কয়েকজন ক্ষুব্ধ কর্মী সেখানে ঢুকে পড়ে ঘোষিত প্রার্থীর বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন। এমনকি বিকল্প প্রার্থীর দাবিও ওঠে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে দেখে ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বকে জানানোর আশ্বাস দেওয়া হলে তবেই বিক্ষোভ থামে।

ঘটনা প্রসঙ্গে ২ নম্বর মণ্ডল কমিটির ইনচার্জ সাজেন বলেন, 'আমার বাড়িতে নেতৃত্ব দেখা করতে এসেছিলেন। এধরনের আলোচনা চলাকালীন মতভেদ হতেই পারে। কোনও বড় গণ্ডগোল নয়, আলোচনার মাধ্যমেই সব মিটিয়ে নেওয়া হবে।' তবে বিজেপির চোপড়া বিধানসভার নির্বাচন কনভেনার মিহির দাস সাফ জানিয়েছেন, দলীয় প্রার্থীকে সংবর্ধনা দেওয়ার কর্মসূচি রাখা হয়। প্রার্থীকেও ডাকা হয়েছিল। তার আগে অন্য একটি আলোচনায় একাংশ কর্মী-সমর্থক প্রার্থী নিয়ে আপত্তি জানিয়ে সরব হয়। হট্টগোলের কারণে কর্মসূচি ভেস্তে যায়। বিষয়টি দলের ঊর্ধ্বতন মহলের নজরে আনা হয়েছে।

অন্যদিকে, দলের জেলা সহ সভাপতি অসীম বর্মন জানান, সংবর্ধনার পাশাপাশি এদিন একটি সাংগঠনিক আলোচনাও ছিল। সেখানে জেলা জেনারেল সেক্রেটারি মাধবী মুখোপাধ্যায় ও সঞ্জয় গুপ্ত উপস্থিত ছিলেন। উত্তেজনা প্রসঙ্গে তাঁর ব্যাখ্যা, 'আলোচনা চলাকালীন এইসব মতান্তর স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবেই দেখা হচ্ছে।' তবে সংবর্ধনা কর্মসূচি ভেস্তে গেলেও নিজের মতো করে প্রচার চালিয়েছেন প্রার্থী শংকর। তিনি বলেন, 'দলীয় কর্মসূচি সহ এদিন দিনভর প্রচারের মধ্যেই ছিলাম। বিকালে চুয়াগাড়ি এলাকায় একটি দলীয় নির্বাচনি কার্যালয়ের উদ্বোধন করা হয়েছে।'

> **আমার বাড়িতে নেতৃত্ব দেখা করতে এসেছিলেন। এধরনের আলোচনা চলাকালীন মতভেদ হতেই পারে। কোনও বড় গণ্ডগোল নয়, আলোচনার মাধ্যমেই সব মিটিয়ে নেওয়া হবে।**
>
> **সাজেন রাম সিংহ**
> ২ নম্বর মণ্ডল কমিটির ইনচার্জ

ভানু ভবন পর্যটকহীন, বেচাকেনায় ভাটা

রণজিৎ ঘোষ

দার্জিলিং, ২০ মার্চ : কেউ যদি দার্জিলিং গিয়ে থাকেন, তাহলে ম্যালের চৌরাস্তায় তিনি নিশ্চই মহাকাল মার্কেট দেখে থাকবেন। সেখান থেকে গরমের পোশাক বা ঘর সাজানোর কিছু জিনিস না কিনে ফিরেছেন এমন পর্যটক পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু পর্যটকদের অতিপরিচিত, পছন্দের এই মহাকাল মার্কেট কয়েক বছর আগে এখান থেকে সরিয়ে ভানু ভবনে বসানো হয়েছে। সেখানে স্থায়ী মার্কেট কমপ্লেক্স এবং পার্ক তৈরির কাজ চলছে। চিরপরিচিত বাজার সরে যাওয়ায় পর্যটকরা যেমন হতাশ, ঠিক তেমনই ব্যবসায়ীরাও। ম্যালে বাজার থাকায় যতটা নজর কাড়ত, ভানু ভবনে পর্যটকরা সেভাবে না যাওয়ায় বিক্রিও অনেকটাই কমে গিয়েছে।

দার্জিলিং পুরসভার চেয়ারম্যান দীপেন ঠাকুরীর অবশ্য বক্তব্য, 'এখনও প্রচুর পর্যটক ভানু ভবনের অস্থায়ী বাজারে গিয়ে কেনাকাটা করেন। ব্যবসা খারাপ হওয়ার কথা নয়।' তিনি আরও বলেন, 'গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) আর্থিক সহায়তায় নতুন কাজ করা হচ্ছে। জুন, জুলাই মাস নাগাদ এই প্রকল্পের কাজ শেষ হয়ে যাবে। তার পরেই ব্যবসায়ীদের সেখানে পুনর্বাসন দেওয়া হবে।'

ম্যালের চৌরাস্তা থেকে ভানু ভবনের দিকে যাওয়ার রাস্তার বাঁদিকে দীর্ঘদিন ধরে গরম পোশাক বিক্রেতাদের একটি বাজার ছিল। এটি মহাকাল মার্কেট নামে পরিচিত। এখানে প্রায় ১৭৫ জন ব্যবসায়ী, বিশেষ করে স্থানীয় মহিলাদের দোকানই বেশি ছিল। সোয়েটার, জ্যাকেট, মাফলার, টুপি থেকে শুরু করে স্থানীয় রীতির বিভিন্ন প্রসাধনী সামগ্রীও এই বাজারে বিক্রি হত। দিনরাত এই বাজারে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের ভিড় লেগে থাকত। এই বাজারের জনপ্রিয়তা দেখে ম্যাল থেকে মহাকাল মন্দির যাওয়ার রাস্তাতেও স্থানীয় বিভিন্ন গ্রামের মহিলারা ব্যবসার পসরা সাজিয়ে বসতে শুরু করতেন। এই বাজারটিও মহাকাল মার্কেট-২ নাম দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু গত বছর জি২০ শীর্ষ সম্মেলনে আসা দেশ-বিদেশের অতিথিদের স্বাগত জানাতে দার্জিলিংয়ে বেশ কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। ওই অতিথিরা যাতে স্বচ্ছন্দে শৈলশহরে ঘুরতে পারেন সেইজন্য প্রথমে রাস্তার পাশে থাকা মহাকাল মার্কেট-২ সরিয়ে দেওয়া হয়। সেখানকার প্রায় ১৫০ জন ব্যবসায়ীকে ভানু ভবনে অস্থায়ীভাবে বসানো হয়েছে। এর কিছুদিন পরেই ম্যালের পুরোনো মহাকাল মার্কেটের ব্যবসায়ীদেরও ভানু ভবনে স্থানান্তরিত করে সেখানে নতুন স্থায়ী বাজার তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

ভানু ভবনে পৌঁছে দেখা গেল বেলা ১২টার পরেও অধিকাংশ দোকানের ঝাঁপ খোলেনি। ব্যবসায়ী সুষমা তামাং বললেন, 'এক বছরের বেশি হল এখানে আমাদের বসানো হয়েছে। সেই সময় থেকেই বিক্রি নেই। পর্যটকরা ম্যাল ছেড়ে এখানে আসতে চান না। ফলে আমাদের ব্যবসা পুরো মাটি হয়ে গিয়েছে।' অপর ব্যবসায়ী রাজেশ ছেত্রীর কথায়, 'বলেছিল এক বছরের মধ্যে ম্যালের মার্কেট তৈরি হয়ে যাবে। কিন্তু সময় পেরিয়ে গিয়েছে, এখনও আমাদের নতুন দোকান দেওয়া হল না।'

জিটিএ জানিয়েছে, এই বাজার তৈরির জন্য আট কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এই প্রকল্পের অধীনে ম্যাল থেকে ভানু ভবন যাওয়ার রাস্তার বাঁদিকের পাহাড়ি ঢালে বাজার তৈরি হবে এবং সেটির ওপরে সৌন্দর্যায়নের ব্যবস্থা করা হবে। বর্তমানে সেই কাজ চলছে।

জিটিএ জানিয়েছে, নির্মীয়মাণ বাজারে প্রায় ৩০০ ব্যবসায়ীকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। বাজারের রুফটপের সৌন্দর্যায়নের জন্য সেখানে ফুল ও ফলের গাছ বসানো, বাহারি আলোর ব্যবস্থা এবং পর্যটকদের বসার জন্যও বিশেষ আয়োজন থাকছে। এই প্রকল্প পর্যটকদের ভীষণ পছন্দসই হবে বলে জিটিএ'র পর্যটন বিভাগের এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর সামদেন ডুকপা জানিয়েছেন।

ম্যালের চৌরাস্তায় নতুন মার্কেট কমপ্লেক্সের কাজ চলছে।

কানাইয়ার প্রেস্টিজ ফাইট

ইসলামপুর শহর দখল এবার চ্যালেঞ্জ

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২০ মার্চ : লোকসভা হোক বা বিধানসভা ভোট, বিগত কয়েক বছরের ছবিটা বলছে, ইসলামপুর শহরের ভোটব্যাংকে বারবার থাবা বসিয়েছে গেরুয়া শিবির। তৃণমূলের সাজানো বাগানে বিজেপির এই 'লিড' এখন ঘাসফুল শিবিরের সবথেকে বড় মাথাব্যথার কারণ। এই পরিস্থিতিতে ইসলামপুর পুরসভার প্রায় তিন দশকের চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল প্রার্থী কানাইয়ালাল আগরওয়ালের কাছে এবারের নির্বাচন কার্যত প্রেস্টিজ ফাইট হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজের গড়ে হৃত জমি পুনরুদ্ধার করতে তাই এবার শহরকেই পাখির চোখ করে নির্বাচনের ময়দানে নেমেছেন তিনি।

শুক্রবার সকাল থেকেই বিজেপির দখলে থাকা শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডে ডোর টু ডোর প্রচারে ঝড় তোলেন কানাইয়ালাল। ১ নম্বর ওয়ার্ড থেকে শুরু হওয়া এই প্রচার অভিযানে জনসংযোগকেই হাতিয়ার করেছেন তিনি। বিরোধী শিবিরের প্রার্থী ঘোষণা না হওয়ায় আপাতত একাই মাঠ কাঁপাচ্ছেন ঘাসফুল শিবিরের এই হেভিওয়েট নেতা। শহরের চায়ের দোকান থেকে আড্ডার ঠেক— সবত্রই এখন একটাই চর্চা, এবার কি শহর থেকে নিজের হারানো জমি ফিরে পাবেন কানাইয়া? এ প্রসঙ্গে আত্মবিশ্বাসী তৃণমূল প্রার্থীর মন্তব্য, 'শহরে আমরাই লিড নেব। আমার জনসংযোগ যথেষ্ট মজবুত।'

ইসলামপুর শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডে নির্বাচনি প্রচারে কানাইয়ালাল।

কানাইয়া প্রচার শুরু করে দিলেও বিজেপি তো এখনও প্রার্থী ঘোষণাই করে উঠতে পারেনি। যদিও বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলার সহ সভাপতি সুরজিৎ সেনের পালটা দাবি, 'ঠিক সময়ে শীর্ষ নেতৃত্ব প্রার্থী ঘোষণা করবে। শহরে এবারও গেরুয়া ঝড় উঠবে।'

পরিসংখ্যান বলছে, পুরভোটের হিসেব অনুযায়ী ১৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৩টি তৃণমূলের দখলে থাকলেও ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে এই শহর থেকেই প্রায় ১৬ হাজার ভোটের লিড নিয়েছিল বিজেপি। ২০২১-এর বিধানসভাতেও সেই ব্যবধান ছিল ১০ হাজার। এমনকি ২০২৪-এর লোকসভাতেও প্রায় ১২ হাজার ভোটে এগিয়ে ছিল গেরুয়া শিবির। সাংগঠনিকভাবে তৃণমূলের তুলনায় বিজেপি এখানে দুর্বল হলেও কেন বারবার পিছিয়ে পড়তে হচ্ছে, তা নিয়ে নিজের যুক্তি সাজিয়েছেন কানাইয়ালাল। ২০১৯-এর ভোট প্রসঙ্গে তাঁর ব্যাখ্যা, 'সেবার পুলওয়ামা ও বালাকোটের ঘটনার কথা প্রচারে ইস্যু করে বিজেপি মেরুকরণের যে জিগির তুলেছিল সে কারণে লিড নেওয়া সম্ভব হয়নি।' আবার ২০২১-এর ভোট নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'সেবার শহরের মানুষ আমাকে ইসলামপুরে প্রার্থী হিসেবে চেয়েছিলেন। কিন্তু দলের নির্দেশে আমাকে রায়গঞ্জে লড়তে হয়। তবে লিডের ব্যবধান আমরা কমিয়ে আনতে পেরেছিলাম।' মনে রাখতে হবে, সেবার ইসলামপুর থেকে লড়েছিলেন আবদুল করিম চৌধুরী।

পুরসভার চেয়ারম্যান হিসেবে তিন দশক শহর সামলানোর পর এবারও যদি নিজের ডেরায় বিজেপি লিড পায়, তবে তা রাজনৈতিকভাবে কানাইয়ালালের জন্য বড় অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাই কোনও ঝুঁকি না নিয়ে কোমর বেঁধে নেমেছেন তিনি। তাঁর সাফ কথা, 'এবার আর বিজেপি লিড নিতে পারবে না। শহরের মানুষ আমায় যেভাবে সাড়া দিচ্ছেন তাতে আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি শহর থেকে আমরাই লিড নেব। তাই শহর দিয়েই প্রচার অভিযান আমি শুরু করেছি।' সব মিলিয়ে, এবারের ভোট কানাইয়ালালের রাজনৈতিক কেরিয়ারে এক অগ্নিপরীক্ষা।

রামনবমীর আগে বিক্রি হচ্ছে জয় শ্রীরাম লেখা পতাকা। শুক্রবার। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

পার্টি অফিসে বন্দি পদ্ম নেতারা

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

২০ মার্চ : দ্বিতীয় প্রার্থীতালিকা প্রকাশ হতেই জেলার একাধিক জায়গায় বিজেপির অন্দরে শুরু হয়েছে চরম ক্ষোভ এবং বিশৃঙ্খলা। দলের অঞ্চল ও মণ্ডল স্তরের ইচ্ছের বিরুদ্ধে প্রার্থী দেওয়াকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছে। প্রার্থী বাছাই নিয়ে দলীয় নেতা, এমনকি আরএসএসের ভূমিকা নিয়েও বড় প্রশ্ন উঠছে পদ্ম শিবিরের অন্দরে। প্রচারে ঝাঁপানো দূরের কথা, আপাতত প্রার্থী ক্ষোভ মেটাতেই জেরবার অবস্থা বিজেপি নেতাদের।

শুক্রবার ময়নাগুড়ি তুমুল বিক্ষোভের মুখে পড়েন বিজেপির জেলা সভাপতি। তাঁকে দুপুর একটা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত আটকে রাখেন দলীয় কর্মীরা। দুপুর একটা নাগাদ দলের জেলা সভাপতি শ্যামল রায় সহ কয়েকজন নেতা ময়নাগুড়ির দলীয় কার্যালয়ে হাজির হন। খবর চাউর হতেই ময়নাগুড়ি বিধানসভা এলাকার চারটি মণ্ডল কমিটির সভাপতি সহ দলের নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা হাজির হন সেখানে। এবারও কেন কৌশিক রায়কে প্রার্থী করা হল, সেই বিষয়ে জেলা সভাপতির কৈফিয়ত চান তাঁরা। টানা প্রায় এক ঘণ্টা ধরে জেলা সভাপতি ও দলের নেতাদের ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ চলতে থাকে। প্রার্থী পরিবর্তন না করা হলে দলের পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ারও হুমকি দেন তাঁরা। ময়নাগুড়ির নেতা-কর্মীরা পার্শ্ববর্তী ধূপগুড়ি, মেখলিগঞ্জ এবং জলপাইগুড়ি বিধানসভা এলাকায় নির্বাচনের কাজকর্ম করবেন বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, গত পাঁচ বছর কৌশিক রায়কে দেখা পাওয়া যায়নি। বিদায়ি বিধায়ক দলীয় কার্যালয়েও আসেননি।

বিক্ষোভের মাত্রা বাড়তে থাকে। একসময় পার্টি অফিসে থাকা জেলা সভাপতি, সহ সভাপতি চঞ্চল সরকার, জেলার সাধারণ সম্পাদক মলয় কাঠাম, বিধানসভার কনভেনার রথীন্দ্রনাথ আচার্য, কোকনভেনার বিকি রায়, জেলা সম্পাদিকা সুশীলা রায় এবং বিধানসভার বিস্তারক সৌরভ মণ্ডলকে ঘরে আটকে রেখে বাইরে থেকে তালা আটকে দেন বিক্ষুব্ধরা।

ময়নাগুড়ি

বিজেপির ময়নাগুড়ি মণ্ডল সভাপতি সঞ্জীব বর্ধন বলেন, 'কৌশিক রায়কে ২০২১ সালের নির্বাচনে জয়ের পর দেখা পাওয়া যায়নি। পার্টি অফিসেও আসেন না। দলীয় কর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন না। সাধারণ মানুষ থেকে ভোটারদের আমরা কি বোঝাব? প্রার্থী বদল করতে হবে। দলের নেতাদের সেটাই জানানো হল। তা না হলে পদ থেকে ইস্তফা দেব চার মণ্ডল সভাপতি সহ যুব মোর্চা এবং মহিলা মোর্চার নেতারা।' টাউন মোর্চার যুব সভাপতি সুজন মিত্র বলেন, 'প্রার্থী বদল করতে হবে। না হলে ময়নাগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে আমরা কেউ কাজে নামব না। প্রয়োজনে পার্শ্ববর্তী বিধানসভা এলাকায় গিয়ে কাজ করব। মধ্য মণ্ডল সভাপতি কৃষ্ণ দাস, উত্তর মণ্ডল সভাপতি সুভাষ রায় ও দক্ষিণ মণ্ডল সভাপতি নিমাই রায়ও সহমত জানান।

এদিন বিদায়ি বিধায়ককে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি শ্যামল রায় বলেন, 'নেতা-কর্মীদের সঙ্গে বসে আলোচনা করে পরে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের যা বলার বলব।' বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী বলেন, 'কর্মীরাই দলের সম্পদ। কর্মীদের আবেগ, দুঃখ-বেদনার কথা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে এবং সমস্যার সমাধান করা হবে।'

বৃহস্পতিবার রাতে প্রার্থী ক্ষোভে দলীয় দপ্তরে ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগের পরেও মালবাজারে বিজেপি কর্মীদের ক্ষোভ একচুলও কমেনি। স্থানীয় কর্মীদের দাবি অনুসারে প্রার্থী পরিবর্তন নিয়ে ২২ তারিখ পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

জনজাতির তাসে জয়ের চাবিকাঠি

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : জনজাতির তাসই যেন ভোটে জেতার মাপকাঠি শিলিগুড়ি মহকুমার মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি এবং ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা আসনে। কিন্তু এই দুই আসনে জনজাতি ভোটই প্রার্থীদের লড়াইকে কঠিন করে তুলছে। ফলে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি দুই দলের প্রার্থীদের কাউকে ছুটতে হচ্ছে রাজবংশী ভোটের মন পেতে, কেউ ছুটছেন আদিবাসীদের ঘরে ঘরে।

মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভায় রাজবংশী ভোট বড় ফ্যাক্টর। সেখানে ৪০ শতাংশের মতো রাজবংশী ভোট রয়েছে। তাঁদের কাছে বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মনের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে বলে দাবি অনেকের। কিন্তু সেই আসনেই ইতিমধ্যে কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল তাদের প্রার্থী ঘোষণা করেছে। এরকম আরও কয়েকটি সংগঠনের যৌথ ফোরাম প্রার্থী দেবে বলে জানিয়েছে। এতেই রাজবংশী ভোট ভাগ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তা যে বিজেপি প্রার্থীর কাছে সুখকর হবে না, তা বুঝতে পারছেন আনন্দময়। তিনি ইতিমধ্যে রাজবংশী সংগঠনগুলির কাছে ছুটছেন। আনন্দময়ের বক্তব্য, 'মানুষ বিজেপিকে চান। বিজেপি জনজাতিদের কথা বেশি ভাবে এবং উন্নয়ন করছে। ভোট ভাগের চক্রান্ত জাতি মাটির স্বার্থে কাজ করা সংগঠনগুলির বোঝা উচিত।'

একইভাবে শিলিগুড়ির পাশে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এবং ফাঁসিদেওয়া আসনেও রাজবংশী ভোট রয়েছে। ফাঁসিদেওয়ায় ২০ শতাংশের মতো, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে ২৫ শতাংশের মতো রাজবংশী ভোট আছে। সেখানেও ওই সংগঠনগুলি প্রার্থী দিয়েছে। সেখানেও ভোট ভাগের অঙ্ক কাজ করতে পারে বলে দাবি।

আবার মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির তৃণমূল প্রার্থী শংকর মালাকার রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে যেমন ছুটছেন, তেমনই আদিবাসীদের কাছেও যাচ্ছেন বলে দাবি। তৃণমূলের একাংশের দাবি, মাটিগাড়াতে রাজবংশী ভোট ভাগ হলে সুবিধা পাবেন শংকর। সেই ভোট ভাগের কৌশলে তৃণমূলের হাত রয়েছে কি না প্রশ্ন উঠছে। শংকরের বক্তব্য, 'তৃণমূল উন্নয়নের পক্ষে। সব সম্প্রদায়ের উন্নয়ন করেছে রাজ্যের শাসকদল। বিজেপি ভোটপাখি।'

সম্প্রতি মহকুমার গোঁসাইপুরে সাঁওতাল সংগঠনের কর্মসূচিতে এসেছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সেখানে তাঁকে অসম্মান করার অভিযোগ উঠেছিল। আদিবাসীদের ওপর সেই প্রভাব পড়েছিল বলে দাবি। অনেক আদিবাসী সংগঠন পথে নেমে প্রতিবাদ শুরু করেছে। তাকে কাজে লাগিয়ে প্রচার শুরু করেছেন ফাঁসিদেওয়ার বিজেপি প্রার্থী দুর্গা মুর্মু। পাশে মাটিগাড়া-নকশালবাড়িতেও আদিবাসীদের কয়েকটি সামাজিক সংগঠন বিজেপির দিকে ঝুঁকে রয়েছে বলে দাবি। সেটাই যেন এই দুই আসনে কাঁটা তৃণমূল প্রার্থীদের। সেজন্য ফাঁসিদেওয়ার তৃণমূল প্রার্থী রিনা এক্কা এবং মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির তৃণমূল প্রার্থী শংকর মালাকার প্রচারের বেশিরভাগটা দিচ্ছেন চা বাগান এলাকাগুলিতে। আদিবাসীদের সমস্যা শুনছেন এবং থাকার আশ্বাস দিচ্ছেন। ফাঁসিদেওয়াতে ৩০ শতাংশের বেশি আদিবাসী ভোট রয়েছে। রাজবংশী ভোট রয়েছে ২০ শতাংশের মতো। রিনার বক্তব্য, 'রাজ্যের শাসকদল আদিবাসীদের জন্য যা করেছে, তা বিজেপি করেনি। ফাঁসিদেওয়ার সব সম্প্রদায়ের মানুষ তৃণমূলের সঙ্গে রয়েছেন। বিজেপি বিধায়ককে এলাকার মানুষ চেনেন না। আমরা সব সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে রয়েছি।'

পালটা দুর্গার বক্তব্য, 'রাষ্ট্রপতির অসম্মান আদিবাসীরা মেনে নেবেন না। আদিবাসী এলাকায় উন্নয়ন হয়নি। তাঁদের বঞ্চিত করে রাখার জবাব দেবেন সেই সম্প্রদায়ের মানুষ।'

নির্বাচনি প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী শংকর মালাকার (উপরে) ও বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মন।

নিকাশিনালা ছাড়াই রাস্তা, অসন্তোষ

খড়িবাড়ি, ২০ মার্চ : আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান প্রকল্পে প্রায় দুই মাস আগে তৈরি হওয়া ঢালাই রাস্তার নির্মাণকাজে গাফিলতির অভিযোগ উঠল। খড়িবাড়ি পানিশালী গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম হাউডাভিটা এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। অভিযোগ, রাস্তার পাশে নিকাশিনালা তৈরি না হওয়ায় এবং রাস্তার মাঝখান নীচু করে ঢালাই করায় অল্প বৃষ্টিতেই জল জমছে। জমা জল থেকে মশার উপদ্রপ বাড়ায় নানা মশাবাহিত রোগ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী। এতে বিক্ষুব্ধ হয়ে স্থানীয়রা দ্রুত সমস্যা সমাধানের দাবি তুলেছেন। বিষয়টি খড়িবাড়ি পানিশালী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সহ এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যকে বহুবার বলা সত্ত্বেও সকলে উদাসীন বলে জানাচ্ছেন মানুষ। যদিও খড়িবাড়ি পানিশালী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পরিমল সিংহের আশ্বাস, 'বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণার পর এখন নির্বাচনি আচরণবিধি জারি রয়েছে। নির্বাচন মিটে গেলেই রাস্তাটি সংস্কার করা হবে।'

মাত্র দু'মাস আগে ধুমধাম করে পশ্চিম হাউডাভিটা এলাকার রুই দাসের বাড়ি থেকে লাল্টু দেবনাথের বাড়ি পর্যন্ত সাড়ে চার লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রায় ১০০ মিটার গ্রামীণ রাস্তাটি ঢালাই করা হয়। কাজ শেষ হওয়ার পর দেখা যায়, রাস্তাটির দুই ধার উঁচু আর মাঝখানের অংশটি বেশ নীচু। ফলে সামান্য বৃষ্টি হলে সেই জল কিংবা পার্শ্ববর্তী বাড়িগুলির জল রাস্তায় জমে থাকছে। কার্তিক বর্মন নামে এক স্থানীয় বাসিন্দার অভিযোগ, 'রাস্তা তৈরির সময় বারবার ঠিকাদারি সংস্থাকে নিকাশিনালার ব্যবস্থা করার কথা বললেও কর্ণপাত করা হয়নি। বরং রাস্তাটি ঢালাই করার সময় মাঝখানটি নীচু করা হয়েছে।'

এদিকে রাস্তায় জল জমে থাকায় সবথেকে বেশি বিপাকে পড়েছে স্কুল পড়ুয়ারা। প্রতিদিন নোংরা জল মাড়িয়েই স্কুলে যেতে হচ্ছে তাদের। আরেক এলাকাবাসী ভারতী বর্মন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'কাজের প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বের হতে গিয়ে প্রতিনিয়ত হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। সম্প্রতি বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে গিয়েছে রাস্তাটি। পিচ্ছিল রাস্তায় চলাফেরা করতে গিয়ে বিপদের সম্ভাবনা বাড়ে। রাস্তায় ইট বিছিয়ে কোনওরকমে চলাচল করা হচ্ছে।' এদিকে দীর্ঘদিন ধরে জল জমে থাকায় এলাকায় মশার উপদ্রব মারাত্মকভাবে বেড়েছে বলেও জানাচ্ছেন বাসিন্দারা। স্থানীয়দের আশঙ্কা, এই জমে থাকা জল থেকে ডেঙ্গি এবং অন্যান্য জলবাহিত রোগ হতে পারে।

কোচবিহারে বাম ঐক্যে চিড়

দুই আসনে বিদ্রোহ ফব'র

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২০ মার্চ : কোচবিহারে বামফ্রন্টের ঐক্যে ফাটল জোরালো হচ্ছে। রাজ্য বামফ্রন্টের সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করেই কোচবিহার উত্তর ও সিতাই কেন্দ্রে নিজেদের প্রার্থী ঘোষণা করে দিল কোচবিহার জেলা ফরওয়ার্ড ব্লক নেতৃত্ব। রাজ্য বামফ্রন্ট নেতৃত্ব আগেই কোচবিহার উত্তর কেন্দ্রে সিপিএমের প্রার্থী হিসেবে প্রণয় কার্জির নাম ঘোষণা করেছে। তিনি ইতিমধ্যেই প্রচারেও নেমেছেন। সিতাইয়ে বামফ্রন্ট প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি। সেখানে আইএসএফ-এর প্রার্থী দেওয়া হতে পারে বলে কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল।

ফরওয়ার্ড ব্লকের দাবি, এই দুটি তাদের নিজস্ব আসন। এখানে তারা বরাবরই প্রার্থী দেয়। সেই হিসেবে জেলা কমিটির বৈঠক করে তারা কোচবিহার উত্তরে পঞ্চানন রায় ও সিতাইয়ে অরুণকুমার বর্মার নাম প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছে। ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা সম্পাদক অক্ষয় ঠাকুরের কথায়, 'জেলা কমিটির বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজনৈতিক কারণে আমরা কোচবিহার উত্তর ও সিতাইয়ে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছি। তাঁদের প্রচারও শুরু হয়েছে। রাজ্য নেতৃত্বকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। কোচবিহার উত্তরে আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করে একতরফা সিপিএমের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছিল।' ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য নেতৃত্ব কোচবিহারের এই বিষয়টিকে সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়েছে। দলের রাজ্য সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'জেলা নেতৃত্ব কার নাম ঘোষণা করেছে তা জেলার নেতারাই বলতে পারবেন।' অবশ্য ফরওয়ার্ড ব্লকের এই ঘোষণার পর জেলা সিপিএম নেতৃত্বও বেজায় ক্ষুব্ধ। বামফ্রন্টের জেলার চেয়ারম্যান তথা সিপিএমের জেলা সম্পাদক অনন্ত রায় স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, রাজ্য বামফ্রন্টের সিদ্ধান্তই তাঁরা মেনে নিয়েছেন। এরপর জেলা ফরওয়ার্ড ব্লক যদি আলাদা করে প্রার্থী দিয়ে থাকে তাহলে তাঁরাও প্রতিটি আসনে আলাদা করে সিপিএমের প্রার্থী দেবেন। অনন্তর কথায়, 'এমন পরিস্থিতি হলে আমরা প্রতিটিতেই প্রার্থী দেব। সেক্ষেত্রে ফরওয়ার্ড ব্লকই দায়ী থাকবে।'

গত সোমবার কলকাতায় সাংবাদিক সম্মেলন করে বামফ্রন্টের তরফে প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করা হয়। যেখানে তুফানগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা, শীতলকুচি, নাটাবাড়ি ও কোচবিহার উত্তরে সিপিএমের প্রতিনিধিকে আসন দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি মেখলিগঞ্জ, কোচবিহার দক্ষিণ ও দিনহাটায় ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী দেওয়া হয়। নয়টির মধ্যে পাঁচটি সিপিএমের, তিনটি ফরওয়ার্ড ব্লকের ও সিতাই আসন ফাঁকা রাখা হয়েছিল। তাতেই ক্ষুব্ধ হয়ে যায় ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতৃত্ব।

ঘোষণা অনুযায়ী, কার্যত নজিরবিহীনভাবেই কোচবিহার উত্তরে এবার বামেদের হয়ে দুজন প্রার্থী লড়াই করছেন। এই পরিস্থিতিতে যথেষ্ট চাপে পড়েছেন আগেই ঘোষিত সিপিএমের প্রার্থী প্রণয় কার্জি। যদিও চাপের কথা মানতে নারাজ তিনি। এদিন ঢাংটিংগুড়িতে প্রচারের ফাঁকে তিনি বলেন, 'নরেন চট্টোপাধ্যায়কে পাশে বসিয়ে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু প্রার্থী হিসেবে আমার নাম ঘোষণা করেছেন। ফলে বাকিরা কে কী বললেন তা নিয়ে ভাবছি না। স্থানীয় বাম মনোভাবাপন্ন মানুষ আমার পাশেই রয়েছেন।'

> জেলা কমিটির বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজনৈতিক কারণে আমরা কোচবিহার উত্তর ও সিতাইয়ে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছি।
>
> -অক্ষয় ঠাকুর জেলা সম্পাদক, ফরওয়ার্ড ব্লক

ধৃত ১

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম গোপাল কর্মকার। তিনি প্রধাননগর থানার অন্তর্গত গেটবাজার এলাকার বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ দার্জিলিং মোড় এলাকা থেকে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে। তল্লাশি চালিয়ে তরুণের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ একটি কার্তুজ পাওয়া যায়। জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পারে, আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের উদ্দেশ্যে ওই তরুণ ঘোরাঘুরি করছিলেন। ধৃতকে শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে চোদ্দোদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

আগুন

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : কার্সিয়াং পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ফাদার আব্রাহাম বস্তিতে শুক্রবার বিকেলে বিধ্বংসী আগুন লাগে। আগুনে রবি প্রধান নামে এক বাসিন্দার বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। খবর পেয়ে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও আগুন নিয়ন্ত্রণে আসতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বাড়িতে প্রচুর কাঠের আসবাবপত্র ছিল। আগুনে সমস্ত কিছু পুড়ে গিয়েছে। তবে, কেউ হতাহত হননি।

ভোট বয়কটের হুমকি কাওয়াখালির

উত্তরের ভোট-আয়না

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : অবিলম্বে জমি ফেরত না পেলে বিধানসভা ভোট বয়কটের হুমকি দিলেন কাওয়াখালির অনিচ্ছুক জমিদাতারা। শুক্রবার তাঁরা বলেছেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা এসে শুধু দেখছি, দেখব বলে আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। ভোটের আগেই সমস্যা না মিটলে ভোট বয়কট করা হবে। শুক্রবার ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। তিনি তাঁদের আশ্বস্ত করে বলেন, 'তৃণমূল শুধু ধাপ্পাবাজি, মিথ্যা কথা বলে এতদিন কাটিয়েছে। মানুষের জমির অধিকার কেড়ে নিয়েছে। এদের বিদায় শুধু সময়ের অপেক্ষা। বিজেপির নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠন হচ্ছে। তারপর আমরাই আপনাদের জমি ফেরতের ব্যবস্থা করব।' তবে, আন্দোলনকারীরা যাতে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করা থেকে পিছু না হটেন সেই আবেদনও করেছেন শিখা। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার বলেছেন, 'আমরা সমস্ত কাগজপত্র তৈরি করে অনুমোদনের জন্য কলকাতায় পাঠিয়েছি। আশা করছি দ্রুত অনুমোদন চলে আসবে।'

কাওয়াখালিতে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে শিখা চট্টোপাধ্যায়।

দীর্ঘদিন আগে এসজেডিএ কাওয়াখালিতে জমি অধিগ্রহণ করেছিল। অভিযোগ, প্রচুর অনিচ্ছুক জমির মালিকের জমিও অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। তাঁদের জমি নেওয়ার সময় যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সেসব এসজেডিএ পালন করেনি। ফলে সেই মানুষজন এখনও ভুক্তভোগী। পোড়াঝাড়, কাওয়াখালির এমনই কয়েকশো বাসিন্দা কয়েক বছর ধরে এশিয়ান হাইওয়ের পাশে মঞ্চ বেঁধে আন্দোলন করছিলেন।

গত ২৯ জানুয়ারি তাঁরা রাস্তার পাশের মঞ্চ ছেড়ে সরাসরি এসজেডিএ অধিগৃহীত জমিতে ঢুকে পড়েন। সেখানে রীতিমতো অস্থায়ী ঘর বানিয়ে বসবাসও শুরু করেছে বেশ কয়েকটি পরিবার। তার পর থেকে দফায় দফায় তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি সহ অন্য রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা গিয়ে দ্রুত জমি ফিরিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। আন্দোলনকারীরা এসজেডিএ অফিসে গিয়েও বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এরই মধ্যে দু'দিন আগে প্রবল ঝড়ে আন্দোলনকারীদের ওই অস্থায়ী ঘরগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পুনরায় তাঁরা ঘর তৈরি করেছেন।

শুক্রবার তাঁদের এই আন্দোলন ৫১ দিনে পড়েছে। এদিন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিদায়ি বিধায়ক তথা এবারের প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায় সেখানে যান। তিনি আন্দোলনকারীদের বক্তব্য শোনেন। সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে পোড়াঝাড় কাওয়াখালি ভূমিরক্ষা কমিটির সভাপতি মিঠুন সরকার বলেন, 'ভোটের আগে জমির অধিকার ফিরে না পেলে ভোট বয়কটের পথে হাঁটতে বাধ্য হব।' মিঠুনের বক্তব্য, 'আমাদের সব মিলিয়ে ভোটার সংখ্যা দু'হাজারের বেশি। দাবি না মিটলে ভোট দেব না।'

আজও কলেজ পায়নি চাকুলিয়া, গোয়ালপোখর

মহম্মদ আশরাফুল হক

চাকুলিয়া, ২০ মার্চ : নির্বাচনের আগে দাবি ওঠে, আবার নির্বাচন মিটে গেলেও চাপা পড়ে যায়। এভাবেই চাকুলিয়া ও গোয়ালপোখর ব্লকে সরকারি কলেজ স্থাপনের দাবি এখনও মেটেনি। এবারও নির্বাচনি নির্ঘণ্ট প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দুই ব্লকে ফের কলেজ নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। এলাকার যুব সম্প্রদায়ের অভিযোগ, শাসকদলের বিধায়ক ও মন্ত্রী বারবার প্রতিশ্রুতি দিলেও গত পাঁচ বছরে কোনও কাজ হয়নি। যদিও চাকুলিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনোয়ার আলম জানান, চাকুলিয়ার বিজুলিয়া এলাকায় কলেজ নির্মাণের জন্য ১ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ঠিকাদারি সংস্থাকে কাজের বরাত দেওয়া হয়েছে। তবে চাকুলিয়া ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিককে আচমকা বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়। তাই তার জেরে কলেজ নির্মাণের সূচনা বিলম্বিত হয়। এদিকে, নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হওয়ায় এগোনো যায়নি। এদিকে, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আলি ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টরের এনিয়ে ক্ষোভ, এটা তৃণমূলের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। কলেজের বিষয় নিয়ে শিক্ষা দপ্তরে আরটিআই করা হয়েছিল। পরে দপ্তর জানিয়েছে, কলেজ হওয়ার কোনও নির্দেশিকা নেই।

চাকুলিয়ার এই জমিই কলেজের জন্য চিহ্নিত হয়েছে।

এর আগে কলেজের দাবি নিয়ে একাধিকবার আন্দোলন করতে দেখা গিয়েছে চাকুলিয়া ইসলামপুর কলেজের প্রাক্তন ছাত্র নওয়ারুল হককে। এদিন বললেন, 'আমাদের জীবনে আর কলেজ তৈরি হল না। লড়াই ও সময় বৃথা গেল। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। তার ওপর ভিত্তি করে এলাকার যুবসমাজ ভোট দিয়েছিল। নির্বাচনে জেতার পর সাধারণ মানুষকে দেখানোর জন্য চাকুলিয়ার বিজুলিয়া ও গোয়ালপোখর এলাকার গোতি এলাকায় কলেজের জন্য জমি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। আমরা ভেবেছিলাম এলাকার উচ্চশিক্ষার পথ প্রশস্ত হবে। কিন্তু বাস্তবে কিছুই হল না।' আবার চাকুলিয়া হাইস্কুলের এক প্রাক্তন ছাত্র মহফুজ আলম বলেন, '৮০ শতাংশ নম্বর নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর এখন আমি পরিযায়ী শ্রমিক। পড়াশোনার করার প্রবল ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আর্থিক সমস্যায় দূরের কলেজে ভর্তি হতে পারিনি।'

চাকুলিয়া ও গোয়ালপোখরের হাজার হাজার ছেলেমেয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য উত্তর দিনাজপুরের অন্যান্য ব্লকে বা জেলা সদরে যেতে বাধ্য হন। স্থানীয় বাসিন্দা রাহুল মণ্ডল জানান, শাসকদলের নেতাদের কাছে বারবার আবেদন করা হলে তাঁরা 'কলেজ হবে, জমি দেখা হচ্ছে, প্রকল্প কেবল অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে'- এধরনের আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু পাঁচ বছর কেটে গেল। চাকুলিয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বাসুদেব দে-র বক্তব্য, 'ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ দিতে দুই ব্লকে কলেজ হওয়া জরুরি।' এনিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা যায়নি। তাঁর ভাই জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি গোলাম রসুলও কলেজের বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলতে চাননি।

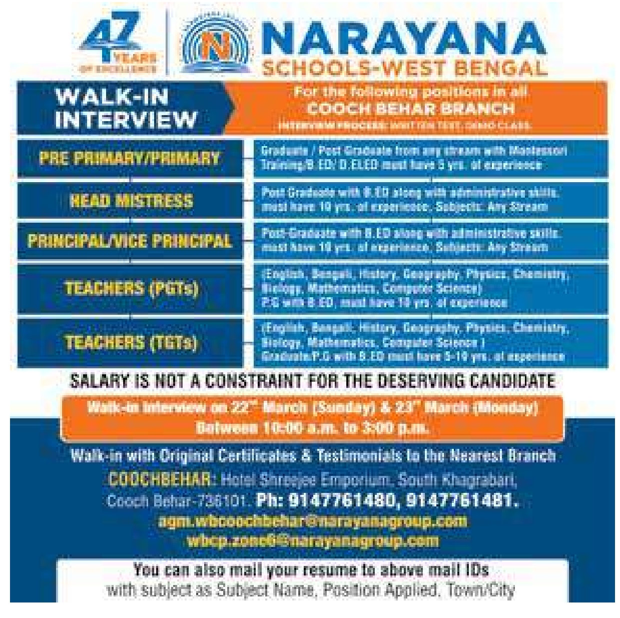

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩০০ সংখ্যা, শনিবার, ৬ চৈত্র ১৪৩২

শেষ কোথায়!

ইরানের সঙ্গে আমেরিকা-ইজরায়েল যুদ্ধের ২০ দিন পার। অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রের দাপাদাপি, আগুনের গোলার মুহুর্মুহু তাণ্ডবলীলা আর একের পর এক মৃত্যুতে পশ্চিম এশিয়া এখন ধ্বংসপুরী। রাষ্ট্রসংঘ কার্যত ঠুঁটো জগন্নাথের ভূমিকায়। এই যুদ্ধে অনিচ্ছা সত্ত্বেও জড়িয়ে পড়েছে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কাতার, কুয়েতের মতো পার্শ্ববর্তী দেশগুলি। আমেরিকার বন্ধু রাষ্ট্র বলে তাদের ছেড়ে কথা বলছে না ইরান।

আবার ইরানের পাশে দাঁড়ানোর মাশুল গুনতে হচ্ছে লেবাননকে। সেখানে তাণ্ডব চালাচ্ছে ইজরায়েল। এতে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষও ফাঁপরে। কারণ, বিশ্বের বড় অংশ জ্বালানির জন্য পশ্চিম এশিয়ার ওপর নির্ভরশীল। যুদ্ধের আঁচে জ্বালানির দাম ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচলে নিষেধাজ্ঞার কারণে পরিস্থিতি আরও দুর্বিষহ। কাতার, সৌদি আরবের জ্বালানি কেন্দ্রগুলি এখন আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। ফলে অন্যান্য দেশের মতো প্রমাদ গুনছে ভারতও।

হরমুজ প্রণালী দিয়ে কিছু জাহাজ ভারতে এসে পৌঁছোনোয় প্রাকৃতিক গ্যাস এবং অন্য জ্বালানির সরবরাহে আপাতত সামাল দেওয়া সম্ভব হয়েছে ঠিকই। কিন্তু যুদ্ধের আগুন পশ্চিম এশিয়ার জ্বালানির কেন্দ্রগুলিকে গ্রাস করতে থাকায় সংকট ভয়াবহ আকার নিতে চলেছে। পরিস্থিতি ক্রমশ হাতের বাইরে যাচ্ছে বুঝে তড়িঘড়ি একাধিক রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

বিকল্প কোনও উৎস থেকে অপরিশোধিত তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কেনার সম্ভাবনা নিয়েও চর্চা চলছে সরকারের অন্দরে। পশ্চিমবঙ্গ সহ চার রাজ্য এবং এক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পেট্রোল, ডিজেলের দাম এখনও হয়তো বাড়েনি। কিন্তু বিশ্ববাজারে ব্যারেলপিছু অপরিশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধি আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠেছে। প্রিমিয়াম পেট্রোলের দাম বেড়েছে। শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহৃত জ্বালানি ও অটোয় ব্যবহৃত এলপিজির দামও বেড়েছে।

রান্নার গ্যাসের ও বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম আগেই বাড়ানো হয়েছে। ওই মূল্যবৃদ্ধি আগামীদিনে বেলাগাম হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বিষয়টি কেন্দ্রের হাতে নেই বটে। কিন্তু জ্বালানির দামের আঁচ সাধারণ মানুষের গায়ে লাগা ঠেকাতে নজর রাখা ও কূটনৈতিক পথে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার উপায় খুঁজে বের করার দায়িত্ব কেন্দ্রেরই।

ভারত বিশ্বনেতাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে, যাতে ওপেকের দেশগুলো উৎপাদন বাড়িয়ে বাজার স্থিতিশীল রাখে। আমেরিকা ও ব্রাজিল থেকে আমদানি বাড়ানোর চেষ্টাও চলছে। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ভারতের কাছে এখন শুধু অর্থনৈতিক নয়, কূটনৈতিক পরীক্ষাও বটে। এই সংকট মোকাবিলায় ভারতের এখন ইরানের পাশাপাশি সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহির মতো দেশগুলোর সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া উচিত।

কুয়েত বা কাতার থেকে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানির নিশ্চয়তা আদায় করাও জরুরি। একটিমাত্র অঞ্চলের ওপর নির্ভরতা কমাতে ভারতকে আমদানির ঝুড়ি বড় করা সমস্যা সমাধানের অন্যতম পথ। উচিত রাশিয়ার কাছ থেকে বিশেষ ছাড়ে তেল কেনা চালিয়ে যাওয়া। নাইজিরিয়া বা অ্যাঙ্গোলার মতো দেশগুলোর সঙ্গে নতুন জ্বালানি চুক্তি আরও একটি পথ।

ভারতকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে এমনভাবে দরকষাকষি করতে হবে যাতে বিশাখাপত্তনম, ম্যাঙ্গালুরু এবং পাদুর-এর মতো কৌশলগত তেল ভাণ্ডারগুলো দ্রুত পূর্ণ করা যায়। জ্বালানি পরিবহণে জলপথ নিরাপদ রাখতে 'মেরিটাইম ডিপ্লোমেসি'র সময় এখন। লোহিত সাগর বা পারস্য উপসাগরে ভারতীয় নৌবাহিনীর টহলদারি বাড়ানো এবং বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে গোয়েন্দা তথ্য আদানপ্রদান প্রয়োজন যাতে পণ্যবাহী জাহাজগুলো ক্ষেপণাস্ত্র হামলা বা জলদস্যুদের হাত থেকে রক্ষা পায়।

এই কূটনৈতিক লড়াইয়ে সফল হলে ভারত কেবল নিজের জ্বালানি সংকট মেটাবে না, বিশ্বমঞ্চে স্থিতিশীল অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে নিজের অবস্থানকে মজবুত করবে। স্বল্পমেয়াদে এই বিশাল চাহিদা পূরণ করা সহজ নয়। এই সংকট তাই ভারতের জন্য কড়া সতর্কবার্তা। দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের পথ না পেলে মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক আগুনের আঁচ ভারতের সাধারণ মানুষের রান্নাঘর ও পকেটকে পুড়িয়ে ছাড়বে।

অমৃতধারা

মনকে একাগ্র করতে হলে মনের ভেতরকার কোথায় কি দুর্বলতা ও হীনভাব আছে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। আত্মবিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তিলাভের প্রধান উপায়। সত্য ও অসত্য- এই দুইকে জানবার জন্য প্রকৃত বিচারবুদ্ধি থাকা চাই। মনকে সর্বদা বিচারশীল করতে হবে- যাতে আমরা সত্য ও অসত্যের পার্থক্য বুঝতে পারি। তাই বিচার ও ধ্যান দুইই একসঙ্গে দরকার। অবিদ্যার অর্থ হল অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি-বুদ্ধি, অধর্মে ধর্ম-বুদ্ধি করা। অসত্যকে সত্য বলে ধরে থাকাই অবিদ্যার লক্ষণ। 'অবিদ্যা' মানে অজ্ঞান অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ আপনার দিব্যস্বরূপকে জানে না তাকেই 'অবিদ্যা' বলে।

-স্বামী অভেদানন্দ

দুনিয়াটাই না ওয়াদি-আস-সালাম হয়ে যায়!

ইরান, ইউক্রেন, প্যালেস্তাইনের যুদ্ধ বহুচর্চিত। এর বাইরে সুদান, ইয়েমেন, কঙ্গো সহ অজস্র দেশেও ধ্বংসলীলা চলছে।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

পৃথিবীর বৃহত্তম কবরখানা ইরাকের নজাফ শহরে ওয়াদি-আস-সালাম।

ভূগোলের কোনও রং হয় না। মানচিত্রেরও না। যদি হত, তা হলে আজ তা অবধারিতভাবে হয়ে উঠত লাল। রক্ত লাল।

পৃথিবীর বৃহত্তম কবরখানা ইরাকের নজাফ শহরে ওয়াদি-আস-সালামে। ১৪৮৫.৫ একরজুড়ে ৬০ লক্ষ সমাধি সেখানে। ১৪০০ বছর ধরে কবর দেওয়া চলছে নজাফের এই 'শান্তির উপত্যকা'য়।

ধীরে ধীরে পুরো পৃথিবীটাই না ওয়াদি-আস-সালাম হয়ে যায় দ্রুত!

পরিসংখ্যান বলছে, প্রতিদিন প্রায় ১,৬০,০০০ থেকে ১,৭০,০০০ মানুষ এই গ্রহ থেকে হারিয়ে যায় চিরতরে। সিংহভাগই মারা যান বার্ধক্যজনিত কারণে বা রোগে। হৃদরোগ, ক্যানসার, শ্বাসকষ্ট, স্ট্রোক— এরা তো চিরকালীন খুনি। কিন্তু মানুষের জীবনরঙ্গ এখানেই।

আমরা রোগের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করে গবেষণা করি, অথচ যুদ্ধের জন্য তার চেয়েও অনেক বেশি টাকা খরচ করে মারণাস্ত্র কিনি। ওষুধ তৈরির বাজেটের তুলনায় সেনা, সমরাস্ত্র তৈরির বাজেট বেশি।

রোগের তুলনায় যুদ্ধে মৃত মানুষের সংখ্যা হয়তো শতাংশের হিসাবে কম, তবে তা ভয়ংকর। আজ সারাদিনে যুদ্ধে কতজন মারা যাচ্ছেন তার সঠিক হিসাব পাওয়া কঠিন, কারণ কোনও পক্ষই সঠিক তথ্য দেয় না। তবে ইউক্রেন এবং গাজার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বিচার করলে, দিনে কয়েকশো মানুষের মৃত্যু খুব স্বাভাবিক ঘটনা। বরং কমই বলতে হবে।

আর এই মুহূর্তে যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি লোক মারা গিয়েছেন কোথায়? হয়তো গাজায়। সেখানে মাসের পর মাস ধরে যে নির্বিচার বোমাবর্ষণ চলছে, তাতে যে হারে অসামরিক নাগরিকের মৃত্যু হচ্ছে, তা সাম্প্রতিক ইতিহাসে বিরল।

আমরাও তেমন! আমরা মুখে গণতন্ত্রের কথা বলি, অথচ একনায়কতন্ত্রের সঙ্গে বাণিজ্য করতে আমাদের দ্বিধা নেই। না হলে মুষড়ে পড়ি, দেশ তো পিছিয়ে পড়ছে! আমরা রাশিয়া, আমেরিকা, চিনের মুণ্ডপাত করব, আবার বাণিজ্যও করব। বলব, এটাই তো পৃথিবীর নিয়ম।

বিশ্ব কোন জাহান্নামে যাচ্ছে, তা নিয়ে আমরা কফি শপে বসে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করি। ফেসবুক বা এক্সে (পুরোনো টুইটার) ক্ষুব্ধ ইমোজি দিই। তার পরের মুহূর্তেই সুইগিতে খাবারের অর্ডার দিতে দিতে ভুলে যাই, কে আক্রান্ত হল, আর কে আক্রমণ করল। কে মরল, আর কেন মরল।

আমাদের যত ভাবনা, যুদ্ধের জন্য তেল বা গ্যাসের দাম কত বাড়ল। ইউরোপ ভাবে, ইউক্রেনের যুদ্ধের জন্য আমাদের এখানে রুটির দাম কত বাড়বে। আমাদের এই 'নির্বিকারত্ব' আজ এক আর্ট। টিভিতে যুদ্ধ দেখতে অনেকের আবার অন্যরকম মজা। যেন বিশ্বকাপ ক্রিকেট চলছে। বা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচ। আমরা গ্লাডিয়েটরদের লড়াই দেখার মতো করে মৃত্যুর লাইভ টেলিকাস্ট দেখি।

ইউক্রেন বা পশ্চিম এশিয়ার নেতাদের দেখুন। তাঁদের অভিব্যক্তি দেখে মনে হয়, তাঁরা যেন কোনও ভিডিও গেম খেলছেন। তাঁদের কাছে মানুষের প্রাণ স্রেফ পরিসংখ্যান। এবং আমরা সেই পরিসংখ্যানের দর্শক। গাজায় শিশুমৃত্যুর খবর আমাদের সকালের জলখাবারের তৃপ্তি নষ্ট করে না, বরং আমরা বিতর্ক করি কে আগে হামলা চালিয়েছিল। পৃথিবী যেন এক বিশাল কসাইখানা, যেখানে আমরা শুধু ঠিক করি, মাংসটা আমাদের প্লেটে কখন আসবে।

ইরান এবং ইউক্রেন, দুটো হাইপ্রোফাইল যুদ্ধ ছাড়াও পৃথিবীতে কিন্তু আরও অনেক যুদ্ধ চলছে, যা আমরা খবর হিসেবেও পাই না। আমাদের উপেক্ষা আরও তীক্ষ্ণ হয় যখন যুদ্ধটা 'তৃতীয় বিশ্বের' কোনও প্রান্তে হয়। পাকিস্তান-আফগানিস্তান যুদ্ধ হলে ভারতের অধিকাংশ মানুষ মজাই পান।

ইয়েমেন, সুদান, ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো— এসব নাম আমরা মানচিত্রে খুঁজি না। জানিই না, সেখানে দশকের পর দশক ধরে রক্তগঙ্গা বইছে। সিরিয়া বা লিবিয়ার নাম শুনলে আমাদের মনে হয়, ওগুলো তো অশান্তির আঁতুড়, ওখানে তো যুদ্ধ হবেই। মায়ানমারে যা ঘটছে, তা আমাদের পাশের বাড়ির খবর হয়েও দূরের মনে হয়।

এই যে 'আমাদের যুদ্ধ' আর 'ওদের যুদ্ধ'— এই বিভাজনই আমাদের পচনের প্রমাণ। আমরা ইউক্রেনের জন্য মোমবাতি জ্বালাই, কিন্তু সুদানের শিশুদের জন্য আমাদের ফেসবুক পোস্টেরও খরচ হয় না। এটাই আমাদের সভ্যতার আসল চেহারা— সুবিধাবাদী এবং হৃদয়হীন।

শুধু গাজা নয়, বহু দেশেই নারী, শিশু, বৃদ্ধরা কেউ রেহাই পাচ্ছেন না। আন্তর্জাতিক আইন, মানবাধিকার— এসব শব্দ সেখানে বোমার ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে গিয়েছে। অবশ্যই বাকি নির্বিকার। আমরা এই মৃত্যুগুলোকে 'কোলাটেরাল ড্যামেজ' বলে চালিয়ে দিই। আমরা আক্রান্ত না হলেই হল রে বুঝলি ভাই!

ইউক্রেন বা পশ্চিম এশিয়ার মতো সংবাদমাধ্যমে বহুলচর্চিত যুদ্ধগুলোর বাইরের যুদ্ধের কথা বলছিলাম।

এই তালিকার প্রথমেই আসে আফ্রিকার দেশ সুদানের নাম। গত বছরের এপ্রিল থেকে দেশের সেনাবাহিনীর সঙ্গে আধাসামরিক বাহিনী আরএসএফ (র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস)-এর ক্ষমতা দখলের লড়াই এক ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের রূপ নিয়েছে। রাজধানী খার্তুম সহ গোটা দেশ আজ ধ্বংসস্তূপ। হাজার হাজার মানুষ নিহত, আর ঘরছাড়া কোটিরও বেশি।

রাষ্ট্রসংঘের মতে, সুদানে এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম বাস্তুচ্যুত সংকট চলছে। যন্ত্রণা ও দুঃখের বিষয়, ইউক্রেন বা গাজার মতো আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে সুদানের এই হাহাকার খুব একটা স্থান পায় না। বিশ্বনেতারাও এই সংকট সমাধানে খুব একটা তৎপর নন। এখানে ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়ার সংকট জড়িয়ে নেই তো— ভাববে কেন!

আরও দক্ষিণে গেলে ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো জ্বলছে। গত তিন দশক ধরে এই দেশটি বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠী এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর হস্তক্ষেপের কারণে অশান্ত। মূল লড়াই সোনার খনি, তামা এবং অন্যান্য মূল্যবান খনিজ সম্পদের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে। লড়াইয়ে এ পর্যন্ত প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছেন। যাঁদের অধিকাংশই যুদ্ধের সরাসরি শিকারে নয়, বরং অনাহার ও চিকিৎসার অভাবে মৃত।

আরও আছে! যৌন সহিংসতা এখানে যুদ্ধের এক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত। কঙ্গোর এই সংঘাত এক বিশাল মানবিক বিপর্যয়। অথচ এটি বিশ্বের কাছে প্রায় অজানা।

এশিয়ার দিকে তাকালে আমাদের প্রতিবেশী দেশ মায়ানমারের দীর্ঘস্থায়ী সংকটের কথা মনে আসে। পশ্চিম এশিয়ায় ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধ আরেক এক উপেক্ষিত মানবিক বিপর্যয়। ২০১৫ সাল থেকে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট এবং হুতি বিদ্রোহীদের মধ্যে এই লড়াই চলছে। এই যুদ্ধে হাজার হাজার সাধারণ মানুষ মারা গিয়েছেন। আর দুর্ভিক্ষ ও কলেরা মহামারিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুর মুখে। রাষ্ট্রসংঘের অসহায় স্বীকারোক্তি, ইয়েমেন এক ভয়াবহ মানবিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। অথচ কী বিস্ময় দেখুন, এটি বিশ্ব গণমাধ্যমে খুব কমই জায়গা পায়।

এই যুদ্ধগুলোর বাইরে সিরিয়া, লিবিয়া, সোমালিয়া বা নাগর্নো-কারাবাখের মতো অঞ্চলেও অস্থিরতা ও সংঘাত লেগে আছে। সব সংঘাতের পেছনে ক্ষমতার লোভ, জাতিগত বিদ্বেষ বা সম্পদের নিয়ন্ত্রণ কাজ করছে। আর সংঘাতের শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ, যাঁরা শুধু শান্তিতে বাঁচতে চান শুধু।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম স্থপতি ছিলেন। আবার ছিলেন সাহিত্যে নোবেলজয়ী লেখক। বিরল কম্বিনেশন। আজকাল কোনও যুদ্ধবাজ নেতার মধ্যে পাবেন এই গুণ?

অক্সফোর্ডশায়ারের সেন্ট মার্টিন্স চার্চে তাঁর সমাধিলিপিতে চার্চিল বেশ মজা করে যা লিখে গিয়েছিলেন, তা বাংলা করলে দাঁড়ায়, 'আমি আমার সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে দেখা করতে প্রস্তুত। কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা করার মতো কঠিন পরীক্ষার জন্য তিনি প্রস্তুত আছেন কি না, সেটা অন্য বিষয়।'

আজকের যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীতে চার্চিলের মতো নির্মম বাস্তববাদী অথচ সাহিত্যমনস্ক লোকও তো নেই। কলম যাঁরা চালান, কোথাও না কোথাও তাঁরা রক্তপাতে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হন! প্রকাশ্যে না হলে অন্তরালে! জুলিয়াস সিজার, নেপোলিয়নরাও সাহিত্য নিয়ে ভাবতেন! ট্রাম্প, পুতিন, নেতানিয়াহুরা সাহিত্য নিয়ে ভাবেন বলে তো মনে হয় না। গোটা পৃথিবীর রক্তপাত নিয়ে তাঁদের আবেগও নেই!

তাই বারবারই একটা কথা মনে হয়, ধীরে ধীরে পুরো পৃথিবীটাই না একদিন ওয়াদি-আস-সালাম হয়ে যায় দ্রুত!

এখন ভূগোলের রং একটাই। লাল।

এখন ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক মানচিত্র, দুটোর রংই এক। লাল।

আজ

১৯১৬

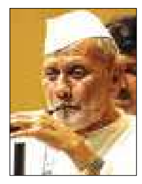

ওস্তাদ বিসমিল্লাহ খান জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

১৯৭৮

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেত্রী রানি মুখোপাধ্যায়।

আলোচিত

অলরেডি রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করেছে। মুখে বলছে না। কিন্তু অ্যাক্টিভিটি প্রমাণ করছে। প্রায় ৬০ লক্ষের মধ্যে ২২ লক্ষ নামের নিষ্পত্তি হয়েছে শুনেছি। এও শুনেছি, তার মধ্যে ১০ লক্ষ নাম বাদ পড়বে। তার মধ্যে মালদা, দুই দিনাজপুর ও মুর্শিদাবাদের মানুষ বেশি। ভোটের আগে নিষ্পত্তি শেষ হবে কি না কে জানে!

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

বিহারে ট্রেনের স্লিপার ক্লাসে এসি'র আমেজ। এক ব্যক্তি ভ্যাপসা গরমে স্লিপার ক্লাসে ওঠেন নিজস্ব এয়ার কুলার নিয়ে। সিটের পাশে কুলার রেখে প্লাগ পয়েন্টে তার দিয়ে সেটি চালিয়ে আয়েশ করে শুয়ে পড়েন তিনি। অবাক সহযাত্রীরা।

ভাইরাল/২

অন্ধ্রপ্রদেশের নেল্লোরে ঠান্ডা পানীয়র বোতল ভর্তি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়। রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে বোতলগুলি। আহত চালক ও খালাসি যন্ত্রণায় কাতড়াচ্ছেন। স্থানীয়রা ছুটে আসেন। কিন্তু আহতদের না দেখে ইচ্ছেমতো বোতল পিঠে, কাঁধে, বস্তায় ভরে চম্পট দেন।

জনমন
জনমত

আলুচাষিদের পাশে দাঁড়ান

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ তথা পশ্চিমবঙ্গজুড়েই প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয়েছে। এই অকাল বর্ষণে প্রবল ক্ষতি হয়েছে আলুচাষিদের। অনেকেরই আলুখেত জলের তলায় তলিয়ে গিয়েছে। ফলে আলু পচে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আলুর দাম পড়ে যাওয়া। দাম এতই কম যে কৃষকদের ফসলের খরচ পর্যন্ত উঠছে না। ফলে হতাশায় ও ক্ষোভে কৃষকরা জমি থেকে আলুও তুলছেন না। তাঁরা ভালোভাবেই জানেন আলু না তুললে জমিতেই সব আলু পচে যাবে। এমতাবস্থায় সব আলুচাষির তরফে আমি সরকার ও জনগণকে অনুরোধ করব, সকলে মিলে আলুচাষিদের কথা ভাবুন ও তাঁদের সাহায্য করুন, যাতে তাঁরা বাঁচতে পারে। তাদের যাতে আত্মহননের পথ বেছে নিতে না হয়। কারণ, কৃষকরা ভালো না থাকলে আমরা কেউই ভালো থাকব না।

দেবাশিস কর্মকার
ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

-এআই

শুধু কবিতার জন্য

কবিত্ব শক্তি মনের অন্তঃস্থলে জমে থাকা ভাবনার বহিঃপ্রকাশ। কবিতা যেন প্রকৃতির সঙ্গে এক মানব মনের মিলন, আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ। কবিতা যেন জীবনেরই কথা বলে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্য কবিমানসে কবিতার শব্দগুলো যেন প্রকৃতি, সমাজ, ব্যক্তিজীবন এবং মনস্তত্ত্বের ভাবনায় উঠে আসে। কবি নিজের কল্পনা দিয়ে শব্দের ওপর শব্দ সাজিয়ে এক অপরূপ কল্পনার জগৎ গড়ে তোলেন।

প্রতি বছর ২১ মার্চ পালিত হয় বিশ্ব কবিতা দিবস। কবিতা দিবসের তাৎপর্য এই প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে হবে। স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্যোগ নিতে হবে সাংস্কৃতিক আবহে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যাতে কবিতা লেখা ও কবিতা পাঠের আগ্রহ বাড়ে। আসলে কবিতা যেন মানুষের জীবন ও পরিবেশকে একাত্ম করেছে।

শংকর সাহা, পতিরাম, দক্ষিণ দিনাজপুর।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

অবহেলার মাটিতে সবুজের প্রত্যাবর্তন

বেঙ্গালুরুর বুকে মিয়াওয়াকি পদ্ধতিতে জঞ্জাল সরিয়ে গড়ে উঠেছে এক নতুন অরণ্য, ছড়াচ্ছে ইতিবাচক স্বপ্ন।

শমিত বিশ্বাস

- এআই

শহরের প্রান্তে এমন কিছু জায়গা থাকে, যেগুলোর দিকে মানুষ সচরাচর চোখ রাখতে চায় না। সেখানে জমে থাকে আবর্জনা আর অবহেলা। যেন সেই মাটি আর কোনওদিন সবুজের স্বপ্ন দেখবে না। পথচলতি মানুষ নাক চেপে পাশ কাটিয়ে যায়, শিশুরা খেলতে চায় না, আর ধীরে ধীরে সেই জায়গা শহরের স্মৃতি থেকেও মুছে যেতে থাকে।

অথচ বাস্তবের মাটিতেই কখনো-কখনো জন্ম নেয় আশ্চর্য গল্প, যা বদলে দিতে পারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি। কয়েক বছর আগে বেঙ্গালুরুর এক দম্পতি— অঙ্কিত ও পূর্ণিমা আগরওয়াল ঠিক এমনই একটি পরিত্যক্ত জমির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। জায়গাটি ছিল শহরের বর্জ্যে ঢেকে থাকা এক মৃতপ্রায় ভূমি। চারপাশে প্লাস্টিক, ভাঙাচোরা জিনিস, জমে থাকা পচা জল, সব মিলিয়ে এক গভীর ক্লান্তির ছবি। সেইখানেই তাঁরা এক নীরব কাজ শুরু করেন। কোনও প্রচার বা কোনও বাহুল্য নয়, ছিল শুধুই মাটির প্রতি এক দায়বদ্ধতা। প্রথম কয়েক মাস কেটেছে শুধুই পরিষ্কার করতে, দিনের পর দিন আবর্জনা সরিয়ে, মাটি আলগা করে ধীরে ধীরে ফিরিয়ে আনা হয়েছে সেই মাটির প্রাণ।

স্থানীয় মানুষ প্রথমে বিস্মিত হয়েছিল। কেউ কেউ উপহাসও করেছিল, 'এই জায়গা থেকে কি আর কিছু হবে?' কিন্তু দম্পতি কোনও উত্তর দেননি, তাঁরা শুধু কাজ করে গিয়েছেন। তাঁরা বেছে নেন স্বল্প জায়গায় ঘন অরণ্য তৈরির স্বীকৃত পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি 'মিয়াওয়াকি'। শিমুল, কদম, আম, অশ্বত্থ, নিমের শত শত চারা সেখানে রোপণ করা হয়। ধীরে ধীরে সেই মৃতপ্রায় ভূমিতে ফিরে আসতে থাকে প্রকৃতির ছন্দ। প্রথম বর্ষার বৃষ্টি মাটিতে এসে পড়তেই যেন বহুদিনের ঘুম ভাঙল। ভেজা মাটির গন্ধে অদ্ভুত প্রাণ ফিরে এল। চারাগাছগুলো মাথা তুলল, পাতায় পাতায় সবুজের সুর বেজে উঠল। দুই বছরের মধ্যেই বদলে যেতে শুরু করল দৃশ্যপট। তিন বছরে তা এতটাই স্পষ্ট হল যে, যেখানে একসময় ছিল আবর্জনার স্তূপ, সেখানে এখন ঘন সবুজ অরণ্য। দুপুরের রোদ মাটিতে পুরোপুরি পৌঁছতে পারে না, পাখিরা ফিরে এসেছে, প্রজাপতি উড়ছে, বাতাসে এখন মিষ্টি স্বস্তি। এই ঘটনাটি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখায় যে, পরিবর্তন সবসময় বড় কোনও পরিকল্পনা দিয়ে শুরু হয় না। অনেক সময় তা শুরু হয় এক ছোট সিদ্ধান্ত ও একটুখানি যত্ন থেকে।

আজ শহরগুলো ক্রমশ কংক্রিটে ঢেকে যাচ্ছে, তাপমাত্রা বাড়ছে, জলস্তর কমছে। এই উদ্যোগ আমাদের নতুন করে ভাবতে শেখায়। পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়, এটি প্রতিটি মানুষেরও দায়িত্ব। কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় আমরা দেখি, প্রকৃতি মানুষের বাইরের কিছু নয়, সে ভেতরেই বাস করে। মানুষ তাকে ভুলে গেলে সে ক্রমশই ম্লান হয়ে পড়ে। একটু যত্ন পেলেই সে আবার জেগে ওঠে পাতা, ফুল ও জীবনের রূপে। পরিবেশকর্মীদের এই কাজ সেই চিরন্তন সত্যকেই সামনে নিয়ে আসে। তাঁরা দেখিয়েছেন, যেখানে আমরা কেবল আবর্জনা দেখি, সেখানে লুকিয়ে থাকতে পারে বিশাল সম্ভাবনা। প্রয়োজন সেই চোখ, যা অন্ধকারে আলো খুঁজে পায়। প্রয়োজন সেই হাত, যা মাটিকে জাগিয়ে তোলে। যেখানে আমরা শেষ দেখি, সেখানেই হয়তো শুরু হয় এক নতুন গল্প, সুন্দর এক ভবিষ্যতের।

(লেখক অক্ষরকর্মী। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৯৯

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। ঘনিষ্ঠ মেলামেশা বা বন্ধুত্ব ৩। মোটা পশমি কাপড়বিশেষ ৫। সারাবছর ধরে ৭। পৃথিবী, ভুবন ৯। ধনদেবতা কুবেরের পুরী, আট বা দশ বছরের মেয়ে ১১। হতভাগ্য, খারাপ কপালবিশিষ্ট ১৪। বৃহৎ দন্তবিশিষ্ট, দেঁতো ১৫। তোষামোদকারী।

উপর-নীচ : ১। দলিল, নথিপত্র ২। মাফ, অব্যাহতি, রেহাই ৩। তিতিরজাতীয় পাখিবিশেষ, লাব ৪। গুটিপোকার সুতো বা তা থেকে তৈরি মোটা বস্ত্রবিশেষ ৬। পণ্ড, কেঁচে গেছে এমন ৮। নিরেট বোকা, অকোট মূর্খ ১০। সাপ-এর আরেক নাম ১১। স্বাধীন, মুক্ত ১২। খাতির, সম্মান, আদরযত্ন ১৩। হিমালয় অঞ্চলের পার্বত্য জাতিবিশেষ।

সমাধান ■ ৪৩৯৮

পাশাপাশি : ১। মিত্রতা ৩। লোপ ৫। লেড়ো ৬। চোকলা ৮। মন্দির ১০। কাকুতি ১২। হাওড় ১৪। সাদা ১৫। কশা ১৬। সবুর।

উপর-নীচ : ১। মিজোরাম ২। তালেবর ৪। পরক ৭। লাখো ৯। রাহা ১০। কালিদাস ১১। তিরস্কার ১৩। ওদিক।

বিন্দুবিসর্গ

ন্যাটোকে ‘কাপুরুষ’ তোপ ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ২০ মার্চ : ইরান যুদ্ধ নিয়ে এবার ইউরোপীয় মিত্রদের বিরুদ্ধে রীতিমতো তোপ দাগলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুক্রবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যাল পোস্টে তিনি সামরিক জোট ন্যাটো-কে সরাসরি ‘কাগুজে বাঘ’ এবং ‘কাপুরুষ’ বলে আক্রমণ করেছেন। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই জোর শোরগোল পড়ে গিয়েছে। ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি, ‘আমেরিকাকে ছাড়া ন্যাটো একটা কাগুজে বাঘ মাত্র। কে কী করল, আমরা সব মনে রাখব!’

তাঁর অভিযোগ, পারমাণবিক শক্তিধর ইরানকে রোখার এই বিপজ্জনক লড়াইয়ে আমেরিকার পাশে দাঁড়ানোর বিন্দুমাত্র সদিচ্ছা দেখায়নি ন্যাটো। এখন সামরিকভাবে আমেরিকা সেই যুদ্ধ কার্যত জিতে নেওয়ার পর, ন্যাটোর সদস্য দেশগুলো কেবল তেলের চড়া দাম নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করে যাচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের এই যুদ্ধজয়ের আবহে ট্রাম্পের এই বিস্ফোরক মন্তব্য আমেরিকা ও ন্যাটোর সম্পর্কে যে বড়সড় ফাটল চওড়া করল।

রাজ্যসভায় ধনকুবের সাংসদ

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ : দেশের সংসদ ভবনে ধনকুবেরদের ছড়াছড়ি! এডিআর-এর সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, রাজ্যসভার ৩১ জন সাংসদই কোটিপতি, যা মোট সাংসদের প্রায় ১৪ শতাংশ। ২২৯ জনের হলফনামা বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে, এঁদের গড় সম্পত্তি ১২০ কোটি টাকারও বেশি! সবচেয়ে ধনী সাংসদ বিআরএস দলের বান্দি পার্থ সারথি, যাঁর সম্পত্তি ৫,৩০০ কোটি টাকার বেশি। বিজেপি, কংগ্রেসের মতো দলেও ধনকুবেরের অভাব নেই। পাশাপাশি, ৩২ শতাংশ সাংসদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলাও রয়েছে। রাজনীতিতে অপরাধ ও বিপুল অর্থের এই যুগলবন্দি সাধারণ মানুষকে সত্যিই ভাবিয়ে তুলেছে।

ডোনাল্ডের বেফাঁস মন্তব্য

ওয়াশিংটন, ২০ মার্চ : ইরান-ইজরায়েল সংঘাত নিয়ে আলোচনার মাঝে জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচিকে চরম অস্বস্তিতে ফেললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে তিনি আচমকাই প্রশ্ন করে বসেন, ‘পার্ল হারবারের বিষয়ে আপনারা আমাদের আগে কেন জানাননি?’ ১৯৪১ সালে আমেরিকার পার্ল হারবারে জাপানের ভয়াবহ হামলার সঙ্গে বর্তমান মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতির তুলনা টানতে গিয়েই ট্রাম্প এই অপ্রত্যাশিত মন্তব্য করেন। তাঁর এমন বেফাঁস মন্তব্যে রীতিমতো অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন জাপানের প্রধানমন্ত্রী। আন্তর্জাতিক কূটনীতির মঞ্চে মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই ধরনের বেখাপ্পা রসিকতা ঘিরে চর্চা শুরু হয়েছে।

ইরানের কোপে এফ-৩৫

তেহরান, ২০ মার্চ : মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত এবার আরও বিপজ্জনক মোড় নিল। রাডার ফাঁকি দিতে সক্ষম, আকাশে দুর্ভেদ্য বলে পরিচিত আমেরিকার অত্যাধুনিক এফ-৩৫ স্টেলথ ফাইটার জেট এবার ইরানের হামলার শিকার হয়েছে বলে খবর। সন্দেহ করা হচ্ছে, ইরানি ফায়ারের আঘাতেই ১০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি দামের এই যুদ্ধবিমানটি জরুরি অবতরণ করতে বাধ্য হয়। স্টেলথ জেটের নিখুঁত জ্যামিতিক নকশা ও রাডার-ফাঁকি দেওয়া প্রযুক্তিও এবার প্রশ্নের মুখে। খবরটি নিশ্চিত হলে, চলমান সংঘাতে এই প্রথমবার ইরানের হাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এত দামি যুদ্ধবিমান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার নজির তৈরি হবে।

মহার্ঘ প্রিমিয়াম পেট্রোল-ডিজেল

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ : মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের মাসুল এবার গুনতে হচ্ছে ভারতীয় উপভোক্তাদের। শুক্রবার থেকেই দেশজুড়ে প্রিমিয়াম পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি প্রায় ২.৩০ টাকা বেড়ে গেল। সবচেয়ে বড় ধাক্কা এসেছে শিল্পক্ষেত্রে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজেলের দাম একলাফে বেড়েছে ২২ টাকা। সাধারণ পেট্রোল-ডিজেলের দর আপাতত স্থির থাকলেও, তেল সংস্থাগুলির এই সিদ্ধান্তে উদ্বেগের ছায়া মধ্যবিত্তের কপালে। ইরানের মিসাইল হামলায় কাতারের ‘রাস লাফান’ গ্যাস হাব বিধ্বস্ত হওয়ার পর থেকেই বিশ্ববাজারে এলএনজি সরবরাহ লাটে উঠেছে। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল একে ‘অত্যন্ত উদ্বেগজনক’ বলে বর্ণনা করেছেন। হোরমুজ প্রণালীতে আটকে পড়া ২২টি জাহাজ ও ৬০০ জন ভারতীয় কর্মীর নিরাপত্তা।

সমাজমাধ্যমে নজর, কমিশনের ৬ লক্ষ্য

কলকাতা, ২০ মার্চ : হিংসামুক্ত অবাধ নির্বাচন করতে জেলা পুলিশ-প্রশাসনকে ৬টি লক্ষ্য স্থির করে দিল নির্বাচন কমিশন। জেলাশাসক এবং জেলা পুলিশ সুপারদের সঙ্গে বৈঠকে এই ৬টি লক্ষ্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে রাজ্যের ভোট প্রস্তুতি দ্বিতীয় দফায় খতিয়ে দেখতে বাংলার ভোটের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতীকে ফের রাজ্যে পাঠাচ্ছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। শান্তিপূর্ণ ভোট করতে অফিসারদের সামনে রাখা হয়েছে ‘ছয় লক্ষ্য’— বুথ দখল রোখা, ভুয়ো ভোট প্রতিরোধ, অশান্তি মুক্তি, প্রভাবহীন ভোটগ্রহণ, ভয়মুক্ত পরিবেশ এবং সার্বিক স্বচ্ছতা।

এদিকে বিচারাধীন তালিকার প্রকাশ নিয়ে এখনও কোনও দিনক্ষণ স্থির করতে পারেনি আদালত। বৈঠকে তালিকা প্রকাশের পর রাজ্যের কোনও কোনও জায়গায় আইনশৃঙ্খলার সমস্যা হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল রাজ্য। তার পরিপ্রেক্ষিতে আইনশৃঙ্খলা নিশ্চিত করার জন্য কমিশন এবং রাজ্য প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। সূত্রের খবর, শনিবার ইদের কারণে সেইসময় তালিকা প্রকাশ হলে সমস্যা হতে পারে। এই আশঙ্কাতেই এখনও দিন ঘোষণা করা হয়নি। সোমবার সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশিত হতে পারে।

এবার পশ্চিমবঙ্গে দু-দফায় নির্বাচন। কিন্তু দফা কমলেই যে ভোট শান্তিপূর্ণ এবং হিংসামুক্ত হবে, সেই ব্যাপারে এখনও নিশ্চিত নয় কমিশন। নির্বাচনকে হিংসামুক্ত করতে ডিএম, এসপি থেকে শুরু করে প্রত্যেক নির্বাচন কর্মীদের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কোথাও সেই দায়িত্ব পালনে সামান্যতম ত্রুটি হলে কঠোরতম শাস্তির মুখে পড়তে হবে বলেও আগাম সতর্ক করে দিয়েছেন জ্ঞানেশ। এরপরই রাজ্য থেকে জেলাস্তরে পুলিশ-প্রশাসনে

- অফিসারদের সামনে ‘ছয় লক্ষ্য’— বুথ দখল রোখা, ভুয়ো ভোট প্রতিরোধ, অশান্তি মুক্তি, প্রভাবহীন ভোটগ্রহণ, ভয়মুক্ত পরিবেশ এবং সার্বিক স্বচ্ছতা
- প্রার্থীদের সোশ্যাল মিডিয়ায় কতগুলি অ্যাকাউন্ট রয়েছে তা হলফনামায় জানাতে হবে
- সমাজমাধ্যমে ভুয়ো প্রচার রোধে নজর

ব্যাপক রদবদল করেছে কমিশন। সেই রদবদল নিয়ে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, ভোটের মুখে আচমকা নতুন যাঁদের দায়িত্ব দেওয়া হল, তাঁরা কতটুকু চেনেন, জানেন? এরপর আইনশৃঙ্খলার কোনও সমস্যা হলে আমি কোনও দায়িত্ব নেব না। এরপরই সতর্ক কমিশন নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের সঙ্গে এদিন বৈঠকে বসে। সেই বৈঠকে নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিএম, এসপিদের দ্রুত নিজ নিজ জেলায় গিয়ে দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে কমিশনের সতর্কবার্তাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁদের। ৬টি বিষয়ে তাঁদের বিশেষ নজর দিতে বলা হয়েছে। সিইও দপ্তর সূত্রে খবর, রাজ্যে মনোনয়ন জমা শুরুর আগেই ২৫ বা ২৬ তারিখ নাগাদ রাজ্যে আসতে পারেন জ্ঞানেশ ভারতী। রাজ্য সফরে এসে প্রশাসনিক বৈঠকের পাশাপাশি প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে কয়েকটি জায়গায় পরিদর্শনেও যেতে পারেন তিনি।

এদিকে ভোটের প্রচার শুরু হতেই সাধারণ প্রচারের পাশাপাশি সমাজমাধ্যমে দল ও প্রার্থীর প্রচারের দিকেও কড়া নজর রাখছে কমিশন। এবার ভুয়ো প্রচার বন্ধে কড়া নির্দেশিকা জারি করেছে কমিশন। নির্বাচনি প্রচারে এই ধরনের ভুয়ো প্রচার যাতে কোনওভাবেই সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ নষ্ট না করতে পারে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, সমাজমাধ্যমের প্রচারে সেদিকেই নজর থাকবে কমিশনের। কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে, সমাজমাধ্যমে করা প্রচারের খরচও ভোট শেষের ৭৫ দিনের মধ্যে কমিশনকে জানাতে হবে। প্রার্থীদের এবার থেকে তাঁদের সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের হদিস দিতে হবে।

সিইসি মামলা থেকে সরলেন সূর্য কান্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ : স্বার্থের সংঘাতের আশঙ্কায় দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার শুনানি থেকে সরে দাঁড়ালেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। ওই বেঞ্চের বাকি দুই সদস্য বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি বিপুল এম পাঞ্চোলিও এই মামলার শুনানি থেকে বিরত থাকছেন। শুক্রবার শুনানির শুরুতেই প্রধান বিচারপতি ‘স্বার্থের সংঘাত’-এর সম্ভাবনার কথা তুলে বলেন, এই মামলার রায় এমন কোনও বেঞ্চ দিক, যেখানে ভবিষ্যতে প্রধান বিচারপতি হওয়ার তালিকায় থাকা

স্বার্থের সংঘাতের আশঙ্কা

বিচারপতিরা থাকবেন না, এমনই একটি নিরপেক্ষ কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন। এই পর্যবেক্ষণের পরই মামলাকারীদের পক্ষে সওয়াল করা আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণও একই মত প্রকাশ করেন। তিনি প্রস্তাব দেন, মামলাটি এমন একটি বেঞ্চে স্থানান্তর করা হোক যে বেঞ্চের বিচারপতিদের ভবিষ্যতে প্রধান বিচারপতির আসনে বসার সম্ভাবনা নেই।

প্রধান বিচারপতি সেই প্রস্তাব মেনে নিয়ে জানান, নতুন বেঞ্চ গঠন করা হবে, যাতে ভবিষ্যতের প্রধান বিচারপতির সম্ভাব্য তালিকায় থাকা কোনও বিচারপতি না থাকেন। তাঁর মতে, এতে বিচারপ্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন উঠবে না। এরপরই মামলাটি স্থানান্তরের নির্দেশ দেওয়া হয়। ৭ এপ্রিল নতুন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি।

এল খুশির ইদ... কোঝিকোড়ের সমুদ্রসৈকতে শুভেচ্ছা বিনিময়। শুক্রবার।

জিতবেন মমতাই ওমর ও অখিলেশ

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ : নির্বাচন কমিশনের আমলা-বদলের শক্তিশেলের বিরুদ্ধে পত্রবোমা ফাটিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কমিশনের আচরণের তীব্র বিরোধিতা করে শুক্রবার তিনি অভিযোগ করেছেন, পশ্চিমবঙ্গে ঘোষিত রাষ্ট্রপতি শাসন চলছে। কমিশনের বিরুদ্ধে তৃণমূলনেত্রীর এই গর্জনকে সমর্থন জানিয়েছে সপা, ন্যাশনাল কনফারেন্স, শিবসেনা (ইউবিটি), আপের মতো ইন্ডিয়া শরিকরা। সকলেই একযোগে বলেছে, মানুষ মমতার সঙ্গে রয়েছেন। কাজেই জিতবেন মমতাই। তবে ইন্ডিয়া জোটের সবথেকে বড় শরিক কংগ্রেস এই ইস্যুতে কোনও মন্তব্য করেনি।

মমতার পাশে দাঁড়িয়ে ওমর আবদুল্লা বলেন, ‘অবিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতেই শীর্ষ আমলাদের ঢালাও বদলি চলছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে এই প্রশাসনিক রদবদল সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভোটের ফলাফলে কোনও পরিবর্তন হবে না।’ তিনি এক্সে লিখেছেন, ‘নির্বাচন কমিশন কারচুপি করার যত চেষ্টাই করুক, কোনও পরিবর্তনই হবে না। গণনার দিন মমতাদিদিই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বেরিয়ে আসবেন।’ তাঁর সাফ কথা, ‘অফিসাররা নন, ভোটে জেতান নেতারাই।’

সপা সভাপতি অখিলেশ যাদবের বক্তব্য, ‘আমি আগাম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সঙ্গীদের। বাংলার জনতাকে আবেদন করছি, বিজেপি ওঁকে হারানোর জন্য যে ষড়যন্ত্র করেছে, যেভাবে শীর্ষ আধিকারিকদের এবং জেলা আধিকারিকদের সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাতে শেষপর্যন্ত কাজ হবে না। আধিকারিকরা ভোট দেবেন না। জনতা ভোট দেবেন।’ আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালও তৃণমূলনেত্রীর পাশে দাঁড়িয়েছেন।

অপরদিকে উদ্ধবগোষ্ঠীর নেতা সঞ্জয় রাউত বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে জেতা শুধু কঠিন নয়, অসম্ভব। এটা অমিত শা, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং সমগ্র বিজেপি জানে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারও এটা জানেন। সেই কারণেই তাঁরা পুরো পশ্চিমবঙ্গের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করতে চাইছেন।’ মহারাষ্ট্র বা অসমে কেন এই ধরনের বদলি হচ্ছে না, তাও জানতে চেয়েছেন তিনি।

নির্বাচনি প্রচারে সিপিএম প্রার্থী দীপ্সিতা ধর। ছবি- দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

বামেদের ৪ আসনে লড়বে আইএসএফ

কলকাতা, ২০ মার্চ : লাগাতার আলোচনা-বৈঠকের পরেও জোটজট কাটিয়ে উঠতে পারল না বামফ্রন্ট ও আইএসএফ। এখনও পর্যন্ত ২৯টি আসনে চূড়ান্ত পর্যায়ে সমঝোতা হয়েছে দুই পক্ষের। বামেদের ঘোষিত ৪টি আসনেই (নন্দীগ্রাম, ভগবানগোলা, পাঁশকুড়া পশ্চিম ও মুরারই) প্রার্থী দেওয়ার কথা ঘোষণা করল আইএসএফ। নৌসাদ সিদ্দিকীর এই সিদ্ধান্তে জোটের ভবিষ্যৎ এখন বিশ বাঁও জলে। এমনিতেই বাম শরিকদের সঙ্গে আসন জট নির্বাচনের মুখেও অব্যাহত রয়েছে। এরই মধ্যে বাড়তি অস্বস্তি হিসেবে চাপে ফেলল আইএসএফও।

শুক্রবার ভাঙড়ের বিদায়ি বিধায়ক নৌসাদ সিদ্দিকীর উপস্থিতিতে আসন তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে। নৌসাদ বলেন, ‘বামেদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে অনেক ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে এসেছি। মোট ২৯টি কেন্দ্রে ঐক্যমত হয়েছে। ওই চারটি কেন্দ্রে বামেরা প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছে। কিন্তু এখানে আমরা প্রার্থী দেব। বামেদের জানানো হয়েছে, যাতে তারা চারটি আসনে প্রার্থী না দেয়, সেই আবেদন আবার জানাচ্ছি।’ আইএসএফ ঘোষিত ২৯টি আসনের মধ্যে ভাঙড় রয়েছে তাদের হাতে। তবে নন্দীগ্রাম এবছরই সিপিআইকে ছেড়েছে সিপিএম।

বহিষ্কৃত সিপিএমের ৭

কলকাতা, ২০ মার্চ : প্রার্থী ঘোষণার পর থেকে অস্বস্তি কাটছে না সিপিএমের। কালীগঞ্জে বোমায় নিহত শিশু তমান্না খাতুনের মা সাবিনা ইয়াসমিনকে প্রার্থী করায় দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে দলেরই কর্মীদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় এবার ৭ জনকে বহিষ্কার করা হল। শুক্রবার সিপিএমের নদিয়া জেলা সম্পাদক মেঘলাল শেখ বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, সৈদুল শেখ, সেন্টু শেখ, জহিরুদ্দিন আহমেদ, অজয় সরকার, এম রহমান, মোদসসের মীর, হানিফ মহম্মদকে বহিষ্কার করা হচ্ছে। এরা সকলেই সিপিএমের সদস্য ছিলেন।

ভারত-বাংলাদেশ বন্ধুত্বে এবার ‘বসন্ত’!

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ : দীর্ঘ দেড় বছরের অস্থিরতা কাটিয়ে অবশেষে ছন্দে ফিরছে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক। শুক্রবার দিল্লিতে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর ও বাংলাদেশের হাইকমিশনার মুহাম্মদ রিয়াজ হামিদুল্লাহর মধ্যে ২৫ মিনিটের তাৎপর্যপূর্ণ এক বৈঠক হয়। রাজনৈতিক মহলের মতে, ঈদের ঠিক আগে এই বৈঠক আসলে দুই দেশের পারস্পরিক আস্থা ফেরার বড় সংকেত।

আগামী ৮ এপ্রিল মরিশাস যাওয়ার পথে দিল্লিতে নামছেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খালিলুর রহমান। তারিক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকারের কোনও শীর্ষ মন্ত্রীর এটাই হবে প্রথম ভারত সফর। গত মাসেই ঢাকায় ভারতের হাইকমিশনার প্রণয়

ভার্মা বাংলাদেশে গিয়ে দ্রুত ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এমনকি স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গেও ভারতের প্রতিনিধিরা গ্রামীণ অর্থনীতি ও কৃষি সমবায় নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা করেছেন।

এর আগে ইরান-ইজরায়েল সংঘাতের জেরে বাংলাদেশের তীব্র জ্বালানি সংকটে ত্রাতা হয়ে এগিয়ে এসেছে ভারত। জরুরি ভিত্তিতে ৫,০০০ টন ডিজেল পাঠিয়ে ঢাকাকে স্বস্তি দিয়েছে দিল্লি। এদিনের বৈঠকে এই সাহায্যের জন্য জয়শংকরকে বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশের হাইকমিশনার।

আরজি করে মৃত্যুফাঁদ, লিফটে আটকে মৃত্যু

কলকাতা, ২০ মার্চ : ২০২৪ সালের অগাস্ট মাসের সেই ভয়াবহ স্মৃতি এখনও বাংলার মানুষের মনে দগদগে। তার মধ্যেই বিধানসভা ভোটের ঠিক আগে ফের একবার মৃত্যুফাঁদ হিসেবে খবরের শিরোনামে উঠে এল কলকাতার আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। এবার আর কোনও চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মী নন, খোদ এক রোগীর অসহায় পরিজনের মর্মান্তিক মৃত্যু চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, এত আন্দোলন এবং প্রতিবাদের পরেও এই প্রথম সারির সরকারি হাসপাতালের প্রশাসনিক কঙ্কালসার চেহারাটা বিন্দুমাত্র বদলায়নি। চার বছরের সন্তানের ভাঙা হাতের চিকিৎসা করাতে এসে ট্রমা কেয়ার সেন্টারের লিফটে আটকে দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হল দমদমের নাগেরবাজারের বাসিন্দা বছর চল্লিশের অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাত আড়াইটে নাগাদ। অভিযোগ, পাঁচতলা থেকে নামার সময় লিফটে প্রবল ঝাঁকুনি হয় এবং সেটি নীচে আটকে পড়ে। এরপর প্রায় দেড় থেকে দু'ঘণ্টা ওই বদ্ধ কুঠুরির ভেতরে বন্দি ছিলেন সম্পূর্ণ সুস্থ ওই যুবক। বাঁচার তাগিদে ভেতর থেকে চিৎকার করেছেন, দরজায় মরিয়া হয়ে ধাক্কা দিয়েছেন, কিন্তু তাঁকে উদ্ধার করতে কেউ এগিয়ে আসেনি। পরিবারের লোকজন নিরাপত্তারক্ষীদের কাছে ছুটে গিয়ে কাকুতিমিনতি করলেও চরম অমানবিক উত্তর মিলেছে, ‘চাবি নেই, কী করে খুলব!’ রাতে লিফটম্যান থাকার কড়া নিয়ম থাকলেও তিনি ঠিক কোথায় ছিলেন, তা নিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে কোনও সদুত্তর নেই। চোখের সামনে চরম গাফিলতিতে এমন এক তরতাজা প্রাণ ঝরে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই

> **এই প্রত্যক্ষ খুনের জন্য দায়ী আরজি করের সুপার, স্বাস্থ্য দপ্তর, স্বাস্থ্যসচিব, স্বাস্থ্যমন্ত্রী।**
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**
>
> ....
>
> **ঘাড়ধাক্কা দিয়ে এদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া দরকার।**
>
> **অধীররঞ্জন চৌধুরী**

ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন অন্যান্য রোগীর পরিজনরা।

মৃতের বাবার অভিযোগ, নিরাপত্তারক্ষীদের ডাকতে গেলে তাঁরা ধমক দেন। ফোনে গান শুনছিলেন। হাসপাতালের সুপার নিজেই ময়নাতদন্ত করেছেন। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, প্লীহা, অন্ত্র ফেটে গিয়েছিল। পাঁজরের সমস্ত হাড়, হাতের, পায়ের হাড় ভাঙা ছিল। দেহের ভিতর রক্তক্ষরণ হয়েছে।

এই মর্মান্তিক ঘটনার পর যথারীতি শুরু হয়েছে নিজেদের পিঠ বাঁচানোর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপানউতোর। আরজি করের রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য তথা তৃণমূল বিধায়ক অতীন ঘোষ সকালেই ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে খোদ স্থানীয় প্রশাসনের ব্যর্থতার কথাই স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, পূর্ত দপ্তর এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা এই গাফিলতির দায় কিছুতেই এড়াতে পারেন না। আগামী সোমবার রোগী কল্যাণ সমিতির জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছে। অন্যদিকে, টালা থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে লিফটম্যান সহ নজরদারির দায়িত্বে থাকা কর্মীদের তলব করেছে।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘এই প্রত্যক্ষ খুনের জন্য দায়ী আরজি করের সুপার, স্বাস্থ্য দপ্তর, স্বাস্থ্যসচিব, স্বাস্থ্যমন্ত্রী।’ কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরীর কটাক্ষ, ‘ঘাড়ধাক্কা দিয়ে এদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া দরকার।’ হাসপাতালে গিয়ে বিজেপি প্রার্থী রীতেশ তিওয়ারি সরাসরি হত্যার মামলা রুজু করার পাশাপাশি নিহতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ ও সরকারি চাকরির দাবি জানিয়েছেন।

প্রার্থীতালিকা নিয়ে ক্ষোভের নিশানায় খোদ বনসল

কলকাতা, ২০ মার্চ : দলে তাঁর সুনাম ‘যেমন কথা, তেমন কাজ’। সাংগঠনিক দক্ষতার জেরে খোদ অমিত শা-ও তাঁর গুণগ্রাহী। অধিকাংশ রাজ্যেই তাঁর নিখুঁত অঙ্কে বাজিমাত করেছে গেরুয়া শিবির। কিন্তু সেই দাপুটে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনসলই এবার বাংলায় এসে ঈষৎ ‘কথার খেলাপ’ করে ফেলেছেন বলে চরম অসন্তোষ তৈরি হয়েছে রাজ্য বিজেপির অন্দরে। বিধানসভা ভোটের আগে বুথ স্তরে সংগঠন মজবুত করতে যে ‘বুথ সশক্তিকরণ টিম’ তিনি তৈরি করেছিলেন, কথা ছিল তাঁদের মধ্যে অন্তত তিন থেকে পাঁচজনকে প্রার্থী করা হবে। কিন্তু দু'দফায় ঘোষিত বিজেপির ২৫৬ জনের তালিকায় এই টিমের একজনকেও প্রার্থী করা হয়নি। দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক হিসেবে ‘জল মেশানো’র অভিযোগ উঠত। খাতায়-কলমের সঙ্গে বাস্তবের এই গরমিল মেটাতেই বনসল বুথ সশক্তিকরণ অভিযান শুরু করেন। রাজ্য স্তরে সাতজনের একটি কমিটি তৈরি করা হয়। গত বছর বিধাননগরের বৈঠকে বনসল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কাজ ভালো হলে এই টিম থেকে টিকিট দেওয়া হবে। টিমের অন্যতম সদস্য প্রবাল রাহা রাজ্য বিজেপির সহ-সভাপতি হলেও টিকিট পাননি, অথচ একই পদে থেকে টিকিট পেয়েছেন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বা তাপস রায়রা। তমলুক, ব্যারাকপুর, বনগাঁ বা রাজারহাট-নিউটাউনে এই টিমের সদস্যদের নাম বিবেচিত হলেও শেষ মুহূর্তে অন্য কেউ টিকিট বাগিয়ে নিয়েছেন।

প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পরই প্রার্থী বদলের দাবিতে বিক্ষোভ বাড়ছে বিজেপিতে। উত্তরবঙ্গের পর এবার সেই বিক্ষোভের আঁচ লাগল দক্ষিণে। শুক্রবার সল্টলেকে বিজেপির রাজ্য দপ্তরে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতেই প্রার্থী বদলের দাবিতে বিক্ষোভ দেখিয়েছে একাধিক বিধানসভার বিজেপি নেতারা। সেই বিক্ষোভ ঘিরে রীতিমতো ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় সল্টলেকের বিজেপি দপ্তরে। হস্তক্ষেপ করতে হয় রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, লকেট চট্টোপাধ্যায়দের। এ ধরনের বিক্ষোভকে অনভিপ্রেত বললেও দলের প্রার্থী তালিকায় কিছু ‘দুর্বলতা’র কথা স্বীকার করেছেন শমীক। তবে একইসঙ্গে দলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

শুক্রবার সল্টলেকের বিজেপি দপ্তরে সেই ইস্যুতেই দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখান একাধিক বিধানসভা কেন্দ্রের স্থানীয় নেতৃত্ব। বেলেঘাটা, এন্টালি, গোসাবা, কুলপি, বারাসত, আমতার প্রার্থী বদলের দাবিতে স্থানীয় নেতৃত্ব বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভ সামাল দিতে একসময় কার্যালয়ের দরজা বন্ধ করে দিতে হয়। তাতে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠলে বিক্ষোভকারীদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করতে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ও দুই সাধারণ সম্পাদক লকেট চট্টোপাধ্যায় ও শশী অগ্নিহোত্রীকে হস্তক্ষেপ করতে হয়।

ভোটের মুখে সিইও অফিসের ঠিকানা বদল

কলকাতা, ২০ মার্চ : ছাব্বিশের মহারণের ঠিক আগে রাজ্য রাজনীতি যখন সরগরম, তখনই এক ঐতিহাসিক ‘গৃহপ্রবেশ’-এর সাক্ষী হতে চলেছে বঙ্গবাসী। দীর্ঘ ১৮ বছরের ঠিকানা, ২১ নম্বর নেতাজি সুভাষ রোডের শতবর্ষ প্রাচীন বামার লরি ভবনকে চিরতরে বিদায় জানিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর পাকাপাকিভাবে উঠে যাচ্ছে ১৩ নম্বর স্ট্র্যান্ড রোডে অবস্থিত শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার ভবনে। শুক্রবার থেকেই জোরকদমে পুরনো অফিসের জিনিসপত্র বাঁধার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। শনিবারই বামার লরির ঠিকানায় শেষবারের মতো কাজ করবেন আধিকারিকরা। আর সোমবার থেকে পুরোদমে নতুন কেন্দ্রীয় ভবনে বসেই বাজবে ভোট পরিচালনার দামামা। হিন্দু শাস্ত্রে চৈত্র মাসে নতুন গৃহে প্রবেশ অশুভ বলে মানা হলেও, কাজের চাপে আর দেরি করতে রাজি হননি খোদ মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক।

রাজ্যে সিইও দফতরের এই ঠিকানা বদলের নেপথ্যে রয়েছে এক দীর্ঘ এবং চমকপ্রদ রাজনৈতিক টানাপোড়েনের ইতিহাস। ২০০৫ সাল পর্যন্ত এই অফিস ছিল খোদ মহাকরণ বা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে। কিন্তু শাসকদলের নাকের ডগায় বসে কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে সে সময় তুমুল প্রশ্ন তুলেছিল বিরোধীরা। রাইটার্সে অফিস মানেই কি কেন্দ্রীয় কমিশনকে নিয়ন্ত্রণ করছে রাজ্য? এই গুঞ্জনের মাঝেই দিল্লির নির্বাচন কমিশনের কড়া নির্দেশে তৎকালীন সিইও দেবাশিস সেন দফতর সরিয়ে নিয়ে যান ক্যামাক স্ট্রিটে। এরপর ২০০৯ সালে, বাংলায় যখন পালাবদলের হাওয়া উঠতে শুরু করেছে, ঠিক সেই সন্ধিক্ষণেই সিইও অফিস উঠে আসে এই বামার লরি ভবনে। ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক জয়ের পর থেকে এই ভবন থেকেই একের পর এক হাইভোল্টেজ নির্বাচন পরিচালিত হয়েছে।

কিন্তু এখন আচমকা এই বদল কেন? সরকারি সূত্রের খবর, প্রথমত কাজের পরিধি এবং কর্মীসংখ্যা বাড়ায় বর্তমান অফিসটি বেশ ছোট হয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয়ত, গত বছর এই ভবনের একতলায় শর্ট সার্কিট থেকে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে, যা সুরক্ষা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দেয়। ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রবল চাপের কারণে গত বছর এই স্থানবদল সম্ভব হয়নি। তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, এই বদলের নেপথ্যে আরও একটি গভীর তাৎপর্য লুকিয়ে রয়েছে। বর্তমানে সিইও দফতর রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের অধীনে। গত বছর নির্বাচন কমিশনের তরফে এই দফতরকে রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করে একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র দফতর করার জন্য নবান্নকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু মমতার সরকার সেই আবেদনে সাড়া দেয়নি। রাজ্য সরকারের অধীনে থেকেই এবার সিইও অফিস যেভাবে সরাসরি একটি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ সংস্থার ভবনে গিয়ে উঠল, তাকে নিছকই স্থানসঙ্কুলান বলে মানতে নারাজ ওয়াকিবহাল মহল। অনেকের মতেই, ভোটের আগে নবান্নের প্রভাব বলয় থেকে কিছুটা হলেও মানসিক দূরত্ব বজায় রাখতেই কমিশনের এই সুকৌশলী পদক্ষেপ।

পৃথিবীর পাঠশালা

পিস্তলের গুলির মতো শব্দ

শব্দের জোরে শিকার করার কথা শুনলে বন্দুকের কথাই মনে আসে। কিন্তু পিস্তল শ্রিম্প নামের ছোট্ট এক সমুদ্রের চিংড়ি নিজের একটি দাঁড়াকে এমন জোরে স্ন্যাপ করে বা মেলায় যে, জলের ভেতর বুদবুদ তৈরি হয়। সেই বুদবুদ যখন ফাটে, তখন তার তাপমাত্রা সূর্যের পিঠের তাপমাত্রার কাছাকাছি পৌঁছে যায় এবং পিস্তলের গুলির চেয়েও জোরে শব্দ তৈরি হয়। এই প্রচণ্ড শব্দের ধাক্কায় আশপাশে থাকা ছোট মাছ বা শিকার নিমেষে অজ্ঞান হয়ে যায় বা মারা যায়। মাত্র দুই ইঞ্চি সাইজের এই প্রাণীটির শরীরে যে এমন ভয়ংকর মারণাস্ত্র লুকিয়ে আছে, তা সমুদ্র বিজ্ঞানীদের কাছে এক বড় বিস্ময়।

এক ঘণ্টায় মৃত্যু নিশ্চিত

লেক কারাচাই। রাশিয়ার উরাল পর্বতের কাছে থাকা এই হ্রদটি পৃথিবীর সবচেয়ে বিষাক্ত জায়গা হিসেবে পরিচিত। স্নান করা তো দূর, এই হ্রদের পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকলে মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই কোনও মানুষের মৃত্যু নিশ্চিত। কারণ স্নায়ুযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের পারমাণবিক বর্জ্য এই হ্রদের জলে ফেলে দিত। এর ফলে এখানকার জল আর কাদা এতটাই তেজস্ক্রিয় হয়ে গিয়েছে যে, তা চেরনোবিলের চেয়েও অনেক বেশি ভয়ংকর। প্রশাসন পরে এই হ্রদটি কংক্রিট দিয়ে বুজিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। মানুষের চরম দায়িত্বহীনতা যে একটা সুন্দর জলাশয়কে সাক্ষাৎ মৃত্যুর কূপে পরিণত করতে পারে, এই হ্রদ তার প্রমাণ।

সাইকেলে গোটা পৃথিবী

আজ থেকে একশো বছর আগে মেয়েদের একা রাস্তায় বেরোনোই ছিল কঠিন। আর সেই যুগে, ১৮৯৪ সালে অ্যানি লন্ডনডেরি নামের এক নারী শুধু একটি সাইকেল সম্বল করে গোটা পৃথিবী ঘুরে ফেলেছিলেন। বাজি জেতার জন্য তিনি এই অসম্ভব কাজ হাতে নেন। তাঁর কাছে কোনও জিপিএস বা আধুনিক গিয়ার সাইকেল ছিল না। পরনে লম্বা স্কার্ট আর হাতে সাইকেলের হ্যান্ডেল নিয়ে তিনি আমেরিকা থেকে শুরু করে ইউরোপ এবং এশিয়ার নানা দেশ পার হন। অনেক প্রতিকূলতা এবং বিপদের মুখোমুখি হয়েও তিনি ঠিক পনেরো মাসের মধ্যে নিজের যাত্রা শেষ করেন। এক নারীর এই দুঃসাহসিক সাইকেল যাত্রা আজও নারীশক্তির অন্যতম সেরা উদাহরণ।

বাক্সে বন্দি স্বাধীনতা

ক্রীতদাস প্রথা থেকে বাঁচতে মানুষ কত কিছুই না করেছে। কিন্তু ১৮৪৯ সালে আমেরিকার ভার্জিনিয়া থেকে হেনরি ব্রাউন নামের এক ক্রীতদাস নিজের মুক্তির জন্য এক অভাবনীয় ফন্দি আঁটেন। তিনি একটি ছোট কাঠের বাক্সের ভেতর নিজেকে বন্দি করে ফেলেন এবং বন্ধুদের সাহায্যে সেই বাক্সটিকে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে ফিলাডেলফিয়ায় পার্সেল করে দেন, যেখানে দাসপ্রথা নিষিদ্ধ ছিল। টানা সাতাশ ঘণ্টা ওই অন্ধকার এবং দমবন্ধ করা বাক্সে তিনি উলটো হয়ে, কখনও ধাক্কা খেয়ে পার্সেলের ট্রেনের ভেতর কাটিয়েছিলেন। বাক্স খোলার পর তিনি যখন জীবিত বেরিয়ে আসেন, তখন তিনি দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। স্বাধীনতার জন্য মানুষের এই মরিয়া লড়াই আজও ইতিহাস হয়ে আছে।

উৎপল মহারাজের ভূমিকায় রুষ্ট ভারত সেবাশ্রম

প্রার্থী হওয়ায় বহিষ্কার

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ২০ মার্চ : অবশেষে জল্পনার অবসান ঘটল। আধ্যাত্মিক জগতের গণ্ডিতে থেকেও সক্রিয় রাজনীতির আঙিনায় পা রাখতেই কড়া পদক্ষেপ নিল ভারত সেবাশ্রম সংঘ। রাজনৈতিক লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার অভিযোগে স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দজি ওরফে উৎপল ব্রহ্মচারীকে বহিষ্কার করল এই শতবর্ষ প্রাচীন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। বৃহস্পতিবার সংঘের কলকাতা প্রধান কার্যালয় থেকে প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ লিখিতভাবে ওই বহিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন। ভারত সেবাশ্রম সংঘের মতো একটি অরাজনৈতিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে থেকে সরাসরি রাজনৈতিক দলের ঝান্ডা ধরাকে প্রতিষ্ঠানবিরোধী বলেই মনে করছে সংঘ কর্তৃপক্ষ।

ভারত সেবাশ্রম সংঘের গভর্নিং বডির সদস্য প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ ওই সিদ্ধান্তের সত্যতা স্বীকার করে বলেন, 'বহিষ্কারের ঘটনা একদম সত্য। ভারত সেবাশ্রম সংঘ একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। কেউ হিন্দু সমাজের জন্য কাজ করলে তা অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু সন্ন্যাসী হয়ে যদি কেউ সরাসরি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান, তবে সংঘ তাঁকে আর সদস্য হিসেবে রাখবে না। নিয়ম মেনেই তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছে।'

কালিয়াগঞ্জ শহরের সুকান্ত মোড় সংলগ্ন ভারত সেবাশ্রম সংঘের হিন্দু মিলন মন্দিরের মুখ্য উপদেষ্টা জয়দেবকুমার সাহা এই ঘটনায়

উৎপল ব্রহ্মচারী, কালিয়াগঞ্জের বিজেপি প্রার্থী।

মর্মাহত। তিনি বলেন, 'কালিয়াগঞ্জ ভারত সেবাশ্রম সংঘের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। উনি গত কয়েক বছর ধরে গ্রামগঞ্জে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করার কাজ করছিলেন, সমাজসেবা করছিলেন— সেটা ঠিক ছিল। কিন্তু ওঁর সরাসরি রাজনীতিতে আসাটা মেনে নিতে পারছি না।'

> **ভারত সেবাশ্রম সংঘ অরাজনৈতিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। কেউ হিন্দু সমাজের জন্য কাজ করলে তা অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু সন্ন্যাসী হয়ে কেউ সরাসরি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হন, তবে সংঘ তাঁকে সদস্য হিসেবে রাখবে না।**
>
> **প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ**
> *গভর্নিং বডির সদস্য, ভারত সেবাশ্রম সংঘ*

এদিকে, এই বহিষ্কারকে কেন্দ্র করে কালিয়াগঞ্জের রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করেছে। শুক্রবার বিকেলে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে উৎপল ব্রহ্মচারী দাবি করেন, 'আমি রাজনীতিতে আসায় সংঘ তাদের নিয়ম অনুযায়ী পদক্ষেপ করেছে। তবে আমি ১৭ মার্চ সকালেই ই-মেল করে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছিলাম। আজ প্রধান কার্যালয় সেই পদত্যাগেরই স্বীকৃতি দিয়েছে। বিরোধীরা একে বহিষ্কার বলে ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে।' পালটা আক্রমণে নেমেছেন কালিয়াগঞ্জ বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী নিতাই বৈশ্য। তাঁর কথায়, 'শুধু ভারত সেবাশ্রম সংঘের সাধুরা নন, অগণিত মানুষ আজ এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই পূজনীয় বিচক্ষণ মহারাজরা এই বিজেপি প্রার্থীর দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে তাঁকে বহিষ্কার করেছেন।' আধ্যাত্মিকতা ও রাজনীতির এই দ্বন্দ্বে এখন সরগরম উত্তরবঙ্গের সীমান্ত শহর কালিয়াগঞ্জ।

নিগমের কর্মী নিয়োগে সময় বাঁধল হাইকোর্ট

কলকাতা, ২০ মার্চ : শ্রমিক ট্রাইবিউনালের নির্দেশ অনুযায়ী কলকাতা হাইকোর্ট উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম বা এনবিএসটিসি-কে শুক্রবার সময়সীমা বেঁধে দিল। যে চারজন কর্মীর বয়স ৬২ ঊর্ধ্ব নয়, তাঁদের এক সপ্তাহের মধ্যে স্থায়ী নিয়োগ দিতে হবে বলে প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি বিভাস পট্টনায়েকের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিল। গত বছরের ডিসেম্বর মাসেই আদালত এই চার কর্মীকে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিল। এদিন এনবিএসটিসি'র উদ্দেশে প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'তিন মাস আগে নির্দেশ দেওয়া হলেও এখনও তা কার্যকর করা হয়নি কেন? বিষয়টিকে কি আপনারা হালকাভাবে নিচ্ছেন?' পরবর্তী শুক্রবার মামলার শুনানির দিন নিয়োগের নির্দেশ কার্যকর করে এনবিএসটিসি-কে আদালতে জানাতে হবে।

২০১৪ সালে শ্রমিক ট্রাইবিউনালের নির্দেশ অনুযায়ী ২২ জন চুক্তিভিত্তিক কর্মীকে চাকরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা দীর্ঘদিন পরিষেবা দিয়েছেন। এই নির্দেশের বিরুদ্ধেই এনবিএসটিসি প্রথমে হাইকোর্ট, তারপর সুপ্রিম কোর্টে যায়। পরে মামলা ঘুরে হাইকোর্টে এলে তৎকালীন প্রধান বিচারপতিও ট্রাইবিউনালের নির্দেশ বহাল রাখেন। এর মধ্যে ১৮ জনকে নিয়োগপত্র দেওয়া হলেও চারজনের ক্ষেত্রে নিগম বয়সসীমার যুক্তি দেয়। নিগমের যুক্তি, ওই কর্মীরা ৬০ বছর পেরিয়েছেন। তখনই প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'অবসরের বয়স ৬০ নাকি ৬২?' আবেদনকারীদের বক্তব্য, চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের ক্ষেত্রে ট্রাইবিউনালের নির্দেশমতো অবসরের বয়স ৬২। তারপরই প্রধান বিচারপতি অবিলম্বে নিয়োগ কার্যকর করতে বলেন।

ভুটান কাস্টমস প্রতিনিধিদলের পরিদর্শন

চ্যাংরাবান্ধা, ২০ মার্চ : শুক্রবার চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দর পরিদর্শন করে ভুটান কাস্টমসের চার সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল। পরিদর্শনকারী দলের নেতৃত্বে ছিলেন ভুটান কাস্টমসের জয়েন্ট কমিশনার (এডিসি) জে ডিচেন জাম। প্রথমে তাঁরা চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরের কাস্টমস দপ্তর, সীমান্ত গেট ঘুরে দেখেন। এরপর তাঁরা বিএসএফ আধিকারিকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। শেষে চ্যাংরাবান্ধা কাস্টমস আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন তাঁরা। বৈঠকে চ্যাংরাবান্ধা কাস্টমস সুপারিন্টেন্ডেন্ট বিবেক কুমার সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। চ্যাংরাবান্ধা কাস্টমস সূত্রে জানা গিয়েছে, বাণিজ্য বিস্তারের বিভিন্ন বিষয়, রাস্তাঘাট সহ পণ্য পরিবহণ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পরিদর্শন শেষে চ্যাংরাবান্ধা থেকে প্রতিনিধিদলটি ফুলবাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়। ভুটান কাস্টমসের এই পরিদর্শন বৈদেশিক বাণিজ্যে গতি আনবে বলে আশাবাদী ব্যবসায়ী মহল।

দুর্ঘটনায় জখম

রাঙ্গালিবাজনা, ২০ মার্চ : ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে মিল চৌপথির কাছে শুক্রবার রাত ৮টা নাগাদ মোটরবাইক এবং যাত্রীবাহী ছোট গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। পুলিশ সূত্রের খবর, আহত বাইকচালক মাদারিহাটের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

স্বপ্নাকে নিয়ে দ্বন্দ্ব কৃষ্ণ ও খগেশ্বরের

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২০ মার্চ : খগেশ্বর ও কৃষ্ণের বিরোধ ভোগাচ্ছে রাজগঞ্জ কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী স্বপ্না বর্মনকে। তার নমুনা দেখা গেল বৃহস্পতিবার বিকেল ও শুক্রবার সকালে। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি থেকে বাড়ি ফেরার সময় বোদাগঞ্জের ভ্রামরী দেবী মন্দিরে বাবার জন্য পুজো দেন স্বপ্না। তখন পাশে ছিলেন কৃষ্ণ-ঘনিষ্ঠ নেতা-কর্মীরা। শুক্রবার সকালে স্বপ্নাকে নিয়ে প্রচারে বেরোনোর কথা ছিল খগেশ্বরের। সকাল থেকে নিজের বাড়িতে স্বপ্নার জন্য অপেক্ষা করলেও স্বপ্না শেষপর্যন্ত আসেননি। দুপুরের দিকে দলের কর্মীদের নিয়ে নিজেই বটতলায় স্বপ্নার প্রচারের দেওয়াল লিখলেন খগেশ্বর। স্বপ্নাকে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে রাজগঞ্জের দুই নেতার বিরোধে স্বপ্নার প্রচার নিয়েও সংশয় দেখা দিয়েছে। খগেশ্বরের অনুগামীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। বুধবার তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলে শান্ত হন খগেশ্বর। তাঁকে রাজগঞ্জ বিধানসভার নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব দেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। তারপরই বৃহস্পতিবার নিজের বাড়িতে জেলা নেতৃত্বের উপস্থিতিতে দলে থেকে স্বপ্নার হয়ে প্রচারে নামবেন বলে খগেশ্বর ঘোষণা করেন। কথা ছিল, শুক্রবার সকাল ১১টায় স্বপ্না তাঁর বাড়িতে আসবেন। তাঁকে নিয়েই নির্বাচনি প্রচার ও দেওয়াল লিখেন বের হবেন বলে খগেশ্বর দলীয় কর্মীদের আগাম জানিয়ে দেন। কিন্তু সকাল সাড়ে এগারোটা বাজার পর তিনি স্বপ্নাকে ফোন করলে স্বপ্না তাঁর কিছু সমস্যার কথা জানিয়ে বলেন, এদিন আসতে পারবেন না। একপ্রকার ক্ষুব্ধ হয়েই দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে বেলাকোবা বটতলায় গিয়ে স্বপ্না বর্মনের নামে দেওয়াল লেখেন তৃণমূলের বিদায়ি বিধায়ক। সেই সময় তাঁর সঙ্গে ব্লক তৃণমূল সভাপতি অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্লক তৃণমূল মহিলা সভাপতি সর্বাণী ধাড়া ও রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ছিলেন। সকলে স্বপ্নার হয়ে স্লোগান দেন।

বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি থেকে স্বপ্না বাড়ি ফিরেছেন শুক্রবার থেকে প্রচারে বের হবেন বলে। ফেরার সময় কৃষ্ণ-ঘনিষ্ঠ জলপাইগুড়ি সদর ২ নম্বর ব্লক সভাপতি অর্জুন দাস সহ আরও অনেকে স্বপ্নাকে ভ্রামরী দেবীর মন্দিরে নিয়ে যান বাবার সুস্থতা কামনায় পুজো দেওয়ার জন্য। তারপর স্বপ্না নিজের কালিয়াগঞ্জের বাড়ি ফেরেন। শুক্রবার স্বপ্না নির্বাচনি প্রচারে না আসায় খগেশ্বরের অনুগামীরা বেজায় চটে যান। প্রার্থীকে ছাড়া এভাবে কতদিন প্রচার করা হবে, সেই প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। তাঁদের প্রতিক্রিয়া, এতে দলেরই ক্ষতি হচ্ছে। স্বপ্না সেটা কেন বুঝতে পারছেন না? রাজগঞ্জে বিজেপি এখনও প্রার্থী ঘোষণা করেনি। তাই স্বপ্না প্রচারে এগিয়ে থাকুন, এমনটাই চাইছেন তৃণমূলের স্থানীয় নেতারা।

খগেশ্বর বলেন, 'স্বপ্না আসবে বলেছিল। কিন্তু ওর ব্যক্তিগত পারিবারিক সমস্যার কারণে আসতে পারেনি। তাই নিজেই বেরিয়ে দেওয়াল লিখেছি। প্রচার করেছি।' সরাসরি কৃষ্ণ গোষ্ঠীর নাম না করে খগেশ্বর আরও বলেন, 'ডুপ্লিকেট তৃণমূলের কেউ এইসব করেও পার পাবে না। আমাকে দলনেত্রী স্বপ্নাকে জেতাতে দায়িত্ব দিয়েছেন। কীভাবে স্বপ্নাকে জেতাতে হয় তা দেখিয়ে দেব।'

রাজগঞ্জ বিধানসভার কুকুরজান, সন্ন্যাসীকাটা, শিকারপুর, বিন্নাগুড়ি, সুখানি, পানিকৌরি, মাঝিয়ালি, মান্তাদরি- এই আটটি গ্রাম পঞ্চায়েতে খগেশ্বরের সাংগঠনিক প্রভাব রয়েছে। অপরদিকে, বারোপেটিয়া নতুনবস, পাতকাটা বেলাকোবা ও পাহাড়পুর পঞ্চায়েতে কৃষ্ণ দাসের প্রভাব রয়েছে। ঘটনাচক্রে কৃষ্ণ দাস ও স্বপ্নার বাড়ি পাহাড়পুর পঞ্চায়েতের মধ্যেই। এই পরিস্থিতিতে রাজগঞ্জের দুই তৃণমূল নেতা স্বপ্নাকে নিয়ে একসঙ্গে নির্বাচনি প্রচার করবেন কি না, তা নিয়ে সন্দেহ বাড়ছে তৃণমূলের অন্দরেই। স্বপ্না এদিন বলেন, 'বাবা শিলিগুড়িতে চিকিৎসাধীন। শারীরিক অবস্থা সংকটজনক। তাই শিলিগুড়ি চলে আসতে হয়েছে। প্রচারের কর্মসূচি নিয়ে আবার যাব রাজগঞ্জে।'

কৃষ্ণ বলছেন, 'কোনও সমস্যা নেই। আমিও রাজগঞ্জ বিধানসভার দলীয় কোঅর্ডিনেটর। স্বপ্নার নির্বাচনি প্রচারে আমরা সবাই আছি। কেউ কাউকে সমস্যা করছে না। সব ভিত্তিহীন অভিযোগ। আমিও স্বপ্নার প্রচারে যাব। বিপুল ভোটে স্বপ্নাকে জেতানো হবে।'

এদিন স্বপ্নার নির্বাচনি প্রচারে না আসার বিষয়টি তৃণমূল জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপের কানে যাওয়ার পর তিনিও খগেশ্বর ও স্বপ্নার সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। মহুয়া পরে বলেন, 'স্বপ্নার এখন মানসিক অবস্থা ঠিক নেই। ওর বাবা গুরুতর অসুস্থ। খগেশ্বর রায় এদিন দেওয়াল লিখেছেন, প্রচার করেছেন। নির্বাচনি প্রচার সূচি ঠিক হওয়ার পর খগেশ্বর রায় ওকে নিয়ে নির্বাচনি প্রচারে বের হবেন। প্রচার নিয়ে কোনও ঝামেলা নেই।'

পর্যটকদের গাড়ি তাড়া। বেড়াতে এসে হাতির তাড়ায় অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন একদল পর্যটক। তবে হাতির হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একটি জিপসি গাড়ি। শুক্রবার সকাল ১১টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে লাটাগুড়ি-চালসা ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে। মহাকালধামের কিছু আগে একটি দাঁতাল হাতি তাঁদের গাড়িকে তাড়া করে। পরে বনকর্মীরা হাতিটিকে জঙ্গলে পাঠালে রেহাই পান পর্যটকরা। তথ্য ও ছবি : শুভদীপ শর্মা

ভাঙবে দেড়শো বছরের অভ্যাস

সামসী, ২০ মার্চ : সামসীর ভগবানপুরে ইদগাহ ময়দানে আশপাশের প্রায় ১০টি গ্রামের মুসল্লিরা নমাজ পড়েন প্রতিবছর। আজ থেকে নয়, প্রবীণরা বলছেন এখানে একসঙ্গে নমাজ পড়ার প্রথা শতাধিক বছরের পুরোনো। তবে শনিবার সেখানে এমন একটা কাণ্ড হবে, যা আগে কখনও হয়নি। এবারের ইদে সেখানে একসঙ্গে নমাজ পড়বেন এলাকার মহিলারাও। সেই ইদগাহে প্রথমবার মহিলাদের জন্য পৃথক নমাজ পড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এবছর ইদগাহ কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে ইদগাহ সংলগ্ন উত্তর ও পূর্ব দিকের ফাঁকা জায়গায় আপাতত মহিলাদের জন্য পৃথক নমাজের স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। অভ্যাস বদলাতে লেগে গেল এতগুলো বছর। এব্যাপারে ইদগাহের ইমাম মাওলানা আব্দুর রশিদ বলছিলেন, 'শনিবার সকাল সওয়া সাতটায় ইদুলফিতরের নমাজের জামাত অনুষ্ঠিত হবে। দীর্ঘদিন পরিকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার কারণে মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি।'

ইদগাহ কমিটির সদস্য রুহুল আমিন জানিয়েছেন, এবার ভগবানপুর গ্রামের মহিলারাই নমাজে অংশ নেবেন। ভবিষ্যতে ১০টি গ্রামের মহিলারা যাতে একসঙ্গে নমাজ আদায় করতে পারেন, সেজন্য জমির সন্ধান চলছে।

মাদক সহ ধৃত তরুণী

কিশনগঞ্জ, ২০ মার্চ : শুক্রবার সন্ধ্যায় গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে যৌথ অভিযান চালায় গলগলিয়া থানার পুলিশ এবং এসএসবি। এই অভিযানে নেপাল সীমান্ত লাগোয়া কিশনগঞ্জের দারভাঙ্গিয়াটোলা থেকে ৩৪৬ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট থানার আইসি রাকেশ কুমার জানান, মাদক পাচারকারী পূজা কামতির বাড়ি থেকে মাদক উদ্ধার হয়েছে। ওই তরুণীকে এদিন গ্রেপ্তার করা হয়। শনিবার ধৃতকে কিশনগঞ্জ আদালতে তোলা হবে।

সমস্যা মেটাতে নির্দেশ মেয়রের

প্রথম পাতার পর

ওয়ার্ডে প্রচারের শেষে মেয়র সাংবাদিকদের বলেন, 'এখানকার কাউন্সিলার বিজেপির। কিন্তু তিনি পুরনিগমে আমার সহকর্মী। তাঁর বিরুদ্ধে আমি কোনও অভিযোগ করতে চাই না। কিন্তু মানুষের যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেটা দেখা আমার দায়িত্ব।'

ওয়ার্ড কাউন্সিলার বিবেক সিংয়ের বক্তব্য, 'মেয়রের কিছু বলার নেই। কেননা, আমার ওয়ার্ডকে নিয়মিত সাফসুতরো রাখতে গেলে ৬০ জন সাফাইকর্মী প্রয়োজন। ওয়ার্ডে মাত্র ২০ জন কর্মী রয়েছেন। পাশাপাশি জঞ্জাল অপসারণের গাড়িও নিয়মিত আসে না। তাহলে কীভাবে আমি কাজ করব? মেয়র জানেন, আমার বিরুদ্ধে কিছু বললে উলটে তাঁকেই প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে।'

গৌতমের প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির প্রার্থী দাবি করেছেন, 'নির্বাচনি বিধিনিষেধ কার্যকর হওয়ার পরেও গৌতমবাবু নিজের প্রশাসনিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করছেন। এটা হতে পারে না। আমরা নির্দিষ্ট ভিডিও ক্লিপিং দিয়ে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানাচ্ছি।'

মারপিট স্টেশনে

কিশনগঞ্জ, ২০ মার্চ : শুক্রবার বিহারের কাটিহার রেলস্টেশনে বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করাকে কেন্দ্র করে জিআরপি (রেল পুলিশ) এবং আবগারি দপ্তরের কর্মীদের মধ্যে বচসা বাধে। ঘটনায় জিআরপি-র হামলায় আবগারি দপ্তরের এক কনস্টেবল গুরুতর আহত হন। আবগারি দপ্তরের কর্মীরা গোপন সূত্রে খবর পান, শিয়ালদা থেকে সাহারসাগামী হাটেবাজারে এক্সপ্রেসে প্রচুর পরিমাণে বিদেশি মদ পাচার করা হচ্ছে। এরপর তাঁরা কাটিহার স্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে অভিযানের প্রস্তুতি শুরু করেন। কিন্তু সেই সময় জিআরপি তাঁদের কাজে বাধা দেয় বলে অভিযোগ। ধীরে ধীরে বিবাদ গড়ায় মারপিটে। আহত কনস্টেবলকে কাটিহার সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহত আবগারি কনস্টেবল দেবশংকর ঝা বলেন, 'আমরা অভিযান চালানোর আগে রেল পুলিশ কাজে বাধা দেয়। স্টেশনে সবার সামনে রেল পুলিশ আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও মারধর করে।'

৫ ট্রাইবিউনাল

প্রথম পাতার পর

তিন প্রাক্তন বিচারক সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসাদ দে ও তৌফিক উদ্দিন। অন্য চার জেলা নিয়ে যে ট্রাইবিউনালটি গঠন করা হয়েছে, তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রাক্তন বিচারক দীপক সাহা রায়কে।

অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশের দিন এখনও ঘোষিত হয়নি। কবে সেই তালিকা প্রকাশিত হবে, তা এখনও অনিশ্চিত। তবে ওই তালিকা প্রকাশের পর অশান্তির আশঙ্কা করছে নির্বাচন কমিশন। মনে করা হচ্ছে, সেকারণে আগে ট্রাইবিউনাল গঠন করে আপত্তি ও ক্ষোভ জানানোর ব্যবস্থা করে রাখা হল। সুপ্রিম কোর্ট নাম বাদ পড়া বা বিচারাধীনদের আপত্তির নিষ্পত্তি করতে ট্রাইবিউনাল গঠনের নির্দেশ দিয়েছিল।

তৃণমূলের ১০ 'প্রতিজ্ঞা'

প্রথম পাতার পর

নির্বাচন কমিশন কিছু না বললেও এই অভিযোগের প্রত্যাঘাত করেছে বিজেপি।

দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'বাংলার মানুষই চাইছেন রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন হোক। মানুষের কাছে গেলে তাঁরা প্রশ্ন করছেন, এই সরকারটা এখনও আছে কেন? কিন্তু ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ বিজেপির ডিএনএ-তে নেই। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই রাজনৈতিকভাবে শহিদ হতে চাইছেন। তিনি দেওয়াল লিখন পড়ে ফেলেছেন যে নির্বাচনে তাঁর হার নিশ্চিত। তাই রাষ্ট্রপতি শাসন জারির পরিস্থিতি তৈরি করে, পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সম্মানজনক রাস্তা খুঁজছেন।'

রাজ্যের আমলা ও পুলিশকর্তাদের বদলি বা ভিনরাজ্যে পাঠিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে শুক্রবারই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর যুক্তি, নির্বাচন পরিচালনার এক্তিয়ার কমিশনের থাকলেও, রাজ্যের দৈনন্দিন প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কাজে যুক্ত শীর্ষ আধিকারিকদের এভাবে সরিয়ে দেওয়ার অধিকার নেই। এতে জরুরি পরিষেবা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। আবেদনটির ওপর শুনানি হবে সোমবার।

তৃণমূলের নির্বাচনি ইস্তাহারের আরেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল দুয়ারে চিকিৎসা। মানুষের আরও কাছে সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইস্তাহারে প্রতি বছর সমস্ত ব্লক ও শহর স্তরে স্বাস্থ্য শিবির আয়োজনের কথা বলা হয়েছে। 'দুয়ারে সরকার'-এর আদলে এভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার

প্রকল্পটিতে আদতে ডায়মন্ড হারবারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেবাশ্রয় মডেলকে সিলমোহর দেওয়া হল বলে মনে করা হচ্ছে।

দীর্ঘ প্রতীক্ষিত 'সপ্তম পে কমিশন' চালুর প্রতিশ্রুতিও তৃণমূলের ইস্তাহারের অন্যতম প্রতিজ্ঞা। ১ কোটি বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া থেকে শুরু করে প্রবীণদের সুরক্ষা এবং সাতটি নতুন জেলা গঠনের প্রতিজ্ঞাও আছে ওই তালিকায়। শিক্ষাক্ষেত্রে বড়সড়ো সংস্কারের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে। স্কুলগুলির আধুনিকীকরণ, ই-লার্নিংয়ের প্রসার এবং শিক্ষায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে।

কর্মসংস্থানের খতিয়ান দিয়ে মমতার দাবি, 'মোদি সরকার ২ কোটি চাকরির কথা বলে দেশে ৪০ শতাংশ বেকারত্ব বাড়িয়েছে। আর আমরা ২

কোটি চাকরি দিয়ে রাজ্যে বেকারত্ব ৪০ শতাংশ কমিয়েছি।' শিল্পায়নের ক্ষেত্রে রঘুনাথপুরে ৭২ হাজার কোটি টাকার জঙ্গলসুন্দরী এবং দেউচাপাচামি কয়লাখনির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন তিনি।

সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিকে আরও প্রসারিত করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে বলে জানান তৃণমূল নেত্রী। তিনি জানিয়েছেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আজীবন চলবে। বেকার তরুণদের যতদিন না চাকরি জুটছে, ততদিন ভাতা এবং মেধাশ্রী, যুবশ্রীর মতো প্রকল্পগুলি চালিয়ে যাওয়া হবে। বয়স্কদের জন্য বিশেষ যানের আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রবীণদের যত্ন নেওয়া আমাদের অঙ্গীকার। অনেকসময় তাঁদের সন্তানরা বাইরে চলে যান, তখন আমরাই তাঁদের পাশে থাকব।'

ইস্তাহার প্রকাশের মঞ্চ থেকে কমিশন এবং কেন্দ্রকে কার্যত এক আসনে বসিয়ে মমতা বলেন, 'কমিশন বিজেপির তোতাপাখি। বাইরের রাজ্য থেকে এমন সব পর্যবেক্ষক আনা হচ্ছে, যাঁরা বাংলার ভূগোল বা সংস্কৃতি কিছুই চেনেন না। কাল দুর্যোগ হলে বা র‍্যাশন বন্ধ হয়ে গেলে তার দায় কে নেবে?' অতিরিক্ত ভোটার তালিকা নিয়ে তিনি সংশয় প্রকাশ করেন। তাঁর কথায়, 'শোনা যাচ্ছে, ৬০ লক্ষের মধ্যে ২২ লক্ষ নামের নিষ্পত্তি হয়েছে। তার মধ্যে ১০ লক্ষ বাদ গিয়েছে শুনেছি। বেশিরভাগ বাদ গিয়েছে মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও মুর্শিদাবাদ জেলায়।' তাঁর দাবি, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের পাশাপাশি রাজবংশী ও মতুয়াদের নাম কাটা হচ্ছে। মমতা বলেন, 'এরা বকধার্মিক। ভোটের আগে পরিকল্পনামাফিক কোটি কোটি ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে।'

দাপট কেজিএফ গ্যাংয়ের

প্রথম পাতার পর

হাজার হাজার লোক আছেন। কাকে স্ক্রিনিং করব? এটা দেখা যায় না, দেখা যাবেও না।'

রঞ্জন পাশে আছেন, এমন প্রচ্ছন্ন বার্তা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই কেজিএফ গ্যাং সহ সেবক রোড ও আশিঘর এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে থাকা অন্যান্য গ্যাংয়ের সদস্যরাও দাপিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট শুরু করেছেন। কেউ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কেউ আবার রঞ্জনের ছবি দিয়ে সরাসরি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন, 'আমরা তোমার সঙ্গে রয়েছি।'

অভিযোগ উঠছে, বিধানসভা নির্বাচনের আগে দুষ্কৃতীমূলক কাজকর্মে জড়িতদের এভাবে বাড়তি অক্সিজেন জোগালে এলাকায় ঝামেলা হতে পারে। সরব হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, 'ওদের দলের নেত্রী তো তা-ই চাইছেন। পুলিশ প্রশাসন দিয়ে ভয় দেখিয়ে সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করতে চাইছে। ওরা এরকম করতে চাইছে আমরাও পালটা প্রতিরোধ গড়ে তুলব।'

আশিঘর সহ সেবক রোড এলাকাজুড়ে কেজিএফ গ্যাং গত কয়েকবছর ধরেই চর্চায় রয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই গ্যাংয়ের দৌরাত্ম্য সকলের কাছেই আতঙ্কের বিষয়। গ্যাংয়ের সদস্যরা গ্রেপ্তার হওয়ার পর এলাকায় চলা দৌরাত্ম্যে কিছুটা রাশ টানা গেলেও শাসকদলের নেতার মদতে ফের এই গ্যাং সদস্যদের দৌরাত্ম্য বাড়ছে। একাধিকবার গ্যাং সদস্যদের সঙ্গে তৃণমূল নেতা-নেত্রীদের ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। কিছুদিন আগেই রামকৃষ্ণ মিশন কাণ্ডে গ্রেপ্তার হওয়া শুভম মাহাতোর সঙ্গে বর্তমানে শিলিগুড়ি বিধানসভার প্রার্থী গৌতম দেবের ছবি প্রকাশ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গেই রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল।

গৌতম এই গ্যাং সদস্যদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। তবে, রঞ্জন শীলশর্মার ওই বক্তব্য ছড়ানোর সঙ্গেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভমের স্ট্যাটাস, 'দাদা তুমি এগিয়ে চলো। আমরা তোমার সঙ্গে আছি।' সঙ্গে রয়েছে রঞ্জন ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিও।

ফোন না তোলায় শুভমের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা না গেলেও গৌতম দেবকে প্রশ্ন করতেই তাঁর বক্তব্য, 'এ ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই। রঞ্জন শীলশর্মাকে জিজ্ঞাসা করুন।'

শুধু শুভমই নন, কেজিএফ গ্যাংয়ের মাথাও সোশ্যাল মিডিয়ায় একই ধরনের স্ট্যাটাস দিয়েছেন। তাঁর ভাই মাসকয়েক আগেই ইস্টার্ন বাইপাসে দাদাগিরি দেখানোর সময় পাকড়াও হয়েছিলেন।

নিজের ওই বক্তব্য প্রসঙ্গে রঞ্জন শীলশর্মার যুক্তি, 'ভিড়ের মধ্যে কে আসছে, সেটা সবসময় বোঝা সম্ভব নয়। স্টেশনে নামার পর হাজার হাজার মানুষ এসেছিলেন। সেটা কে এসেছে, সেটা তো স্ক্রিনিং করা সম্ভব নয়।'

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভায় এবার ভোট শান্তিপূর্ণ হবে তো, নাকি বাহুবলের আস্ফালন দেখবেন মানুষ- প্রশ্ন উঠছে অলিগলিতে।

আমার শহর

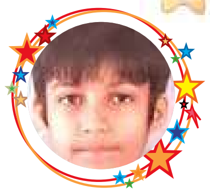

ছোট্ট তারা
দক্ষিণ শান্তিনগর প্রাইমারি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র শুভঙ্কর দাস। পড়াশোনার পাশাপাশি ছবি আঁকায় পারদর্শী। নানা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার জিতেছে এই খুদে তারকা।

সরকারি জমি নিয়ে বিবাদ

ইসলামপুর, ২০ মার্চ : সরকারি জমিতে মাটি ফেলা শুরু হতেই ওই জমিটি নিজের বলে দাবি করে কাঁটাতারের ঘেরা দেওয়ার চেষ্টা করেন এক ব্যক্তি। আর ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার উত্তেজনা ছড়াল ইসলামপুর পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের শিবডাঙ্গিপাড়া এলাকায়। ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন একাধিক কাউন্সিলার। জানা গিয়েছে, নিজের বাড়ির কাজ চলতে থাকায় সেখানকার পাশের একটি সরকারি জমিতে অস্থায়ীভাবে কিছু রাখছিলেন স্থানীয় সুশান্ত পাল। কিন্তু ওই জমিটি তাঁদের বলে দাবি করেন মানিক চন্দ। তিনি কাঁটাতার দিয়ে জমিটি ঘিরতে গেলে ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অর্পিতা দত্ত প্রতিবাদ করতেই ঝামেলার সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এলাকার সৌন্দর্যায়নের জন্য ওই জমিতে মিনি পার্ক তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় কাউন্সিলার অর্পিতা। মানিকের দাবি, 'জমিটি আমাদের দখলেই ছিল। এখনও তাই রয়েছে। পরিকল্পিতভাবে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।' ইসলামপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

জখম তৃণমূল নেতা

ইসলামপুর, ২০ মার্চ : ইসলামপুর শহর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের টাউন সভাপতি শিবশংকর মণ্ডলের উপর চাকু নিয়ে হামলার ঘটনায় সারদাপল্লিতে চাঞ্চল্য ছড়াল। শুক্রবার ঘটনার পরই গুরুতর জখম অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে। নিজের ভাড়াটিয়া শিবজি সাওকে ড্রাগ সহ বিভিন্ন নেশা না করতে বলার পাশাপাশি ঘর খালি করার কথা বলতেই এই হামলার ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, এদিন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ধারালো অস্ত্র নিয়ে এলাকায় তাণ্ডব চালাতে শুরু করে শিবজি। শিবশংকর তাকে বোঝাতে গেলে ওই ভাড়াটিয়া আচমকাই ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর উপর হামলা চালায়। সেই হামলা আটকাতে গেলে তার হাতে আঘাত লাগে। কোনও রকমে প্রাণে রক্ষা পান বলে শিবশংকরের দাবি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইসলামপুর থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

পুনর্মিলন উৎসব

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : শিলিগুড়ি কলেজের প্রাক্তনীদের উদ্যোগে আয়োজিত হতে চলছে পুনর্মিলন উৎসব। ২২ মার্চ মিত্র সম্মিলনীতে আয়োজিত 'ফিরে দেখা' অনুষ্ঠানে কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও শিক্ষাকর্মীদের সম্মানিত করা হবে বলে জানানো হয়েছে। শুক্রবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে এবিষয়ে সাংবাদিক বৈঠকে উদ্যোক্তাদের মধ্যে নির্মলেন্দু দে বলেন, 'কলেজের প্রাক্তনীরা একত্রিত হয়ে কলেজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের পাশাপাশি যাতে সামাজিক কাজও করতে পারি তাই এই উদ্যোগ। আমরা কলেজের সব প্রাক্তনীকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।' এখনও পর্যন্ত দুশোর বেশি প্রাক্তনী রেজিস্ট্রেশন করেছেন বলেও উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে।

হিলকার্ট রোডে মসজিদের সামনে রমজান মাসের শেষ জুম্মার নমাজ। শুক্রবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

ফুলেশ্বরী ও শান্তিনগরে দুর্ভোগ ক্রেতা-বিক্রেতার

দুঃখের দুই বাজার

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : শুধু পঞ্চায়েত এলাকাই নয়, পুর এলাকার ভারতনগর, ডাবগ্রাম সহ বেশ কিছু মানুষের বাড়ির বাজার করার অন্যতম ঠিকানা শান্তিনগর বৌবাজার। ক্রেতারা বলে থাকেন, অনেক বাজারের তুলনায় নাকি এখানে কিছুটা সস্তায় ভালো জিনিস পাওয়া যায়। যে কারণে সকাল হতেই হাতে বাজারের ব্যাগ নিয়ে ক্রেতারা এসে হাজির হয়ে যান। আর ক্রেতাদেরও আগে পৌঁছাতে হয় বিক্রেতাদের। ব্যবসার কাজে সারাদিন এই বাজারে সময় কাটলেও শৌচাগারের কোনও বন্দোবস্ত নেই এই অস্থায়ী বাজারে। বৌবাজারে মহিলা ব্যবসায়ীর সংখ্যাও কম নয়। তাই নিত্যদিনই সমস্যায় পড়তে হয় কাউকে না কাউকে। খুব প্রয়োজন হলেও কিছু করার থাকে না মহিলাদের।

ব্যবসায়ী আরতি দাস বলছিলেন, 'শৌচাগার না থাকায় ছেলেরা আশপাশেই সেই কাজ সারেন ফলে দুর্গন্ধ ছড়ায়। মহিলারা যত্রতত্র যেতে পারে না, তাই খুবই সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় রোজ। ক্রেতারা বাজারে এসে যদি শৌচাগারের খোঁজ করেন তাহলে তাঁদেরও বলতে হয় যে, এই ব্যবস্থা বাজারে নেই।'

পাইপলাইনের ওপর অস্থায়ী বাজার হওয়ায় পুরনিগমকে আবেদন করেও সুরাহা হয়নি, বলছিলেন শান্তিনগর বৌবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সুজিত বসাক। তিনিও বলছিলেন, 'মহিলা ব্যবসায়ীদের অনেক সমস্যার মধ্যেই পড়তে হয়। আমাদের জায়গা রয়েছে, সেখানে যদি শৌচাগার তৈরি হয় তাহলে ব্যবসায়ীরা উপকৃত হন।'

পুরনিগমের অন্তর্গত না হতে পারায় এই বাজারে যেমন আবর্জনা ফেলার নির্দিষ্ট কোনও ভ্যাট নেই তেমনই আবার আবর্জনা সাফাই করারও কোনও ব্যবস্থা নেই। কেউবা আবর্জনা জড়ো করে পাইপলাইনের

বেহাল ফুলেশ্বরী মাছ বাজার। –সংবাদচিত্র

ওপর ফেলছেন, কেউবা আবর্জনা নিয়ে গিয়ে কোনও ফাঁকা মাঠে ফেলছেন আবার কেউবা সুযোগ বুঝে জোড়াপানি নদীতে ফেলতে বাধ্য হচ্ছেন। মাছ ব্যবসায়ী হরেকৃষ্ণ দাস বলছিলেন, 'আবর্জনা ফেলার জায়গা নেই, শৌচাগার নেই, এটা সত্যিই সমস্যার বিষয়।'

আবর্জনা ফেলার সমস্যার কথা স্বীকার করে নেন সুজিত বসাকও। বলেন, পুরনিগমে বহুবার আমরা এই বাজার নিয়ে অনেক আবেদন জানিয়েছি। বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ও এই বাজারে এসেছেন, সবটাই জানেন। বাজারের সমস্যা নিয়ে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিদায়ি বিধায়ক বলেন, 'বাজারে আমাদের শৌচালয় করার পরিকল্পনা রয়েছে। কীভাবে কাজটা করা যায় সেটা দেখা হচ্ছে।' ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা থেকে তৃণমূলের হয়ে লড়ছেন রঞ্জন শীলশর্মা। এই বাজারের সমস্যাগুলো নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করা হলে তিনি প্রশ্নগুলি এড়িয়ে যান। বিধায়ক হয়ে এলে এই সমস্যার সমাধান কীভাবে করবেন এই প্রশ্নেরও নির্দিষ্ট কোনও উত্তর না দিয়ে বলেন, 'সেটা পরের বিষয়।'

ফুলেশ্বরী মাছমাংসের বাজারও একাধিক সমস্যায় জর্জরিত। বৃষ্টি হলেই ওপরের ভাঙা টিন থেকে চুইয়ে পড়ে জল। কিছু পিলার থেকে খসে পড়েছে পলেস্তারা, ভেতরের

- শান্তিনগর বৌবাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার জন্য শৌচাগারের কোনও বন্দোবস্ত নেই
- একই পরিস্থিতি ফুলেশ্বরী মাছমাংসের বাজারেরও, এখানে শৌচালয় ব্যবহারের অযোগ্য
- এই বাজারে বৃষ্টি হলেই ওপরের ভাঙা টিন থেকে চুইয়ে জল পড়ে

লোহার রড দৃশ্যমান। ব্যবসায়ীদের জন্য শৌচালয় থেকেও যেন নেই। ব্যবহারের একেবারেই অযোগ্য সেই শৌচাগার। ভুলেও ব্যবসায়ীরা তা ব্যবহার করার কথা ভাবেন না। বাজার করতে এসে সুদীপ দত্ত বলছিলেন, 'খুব দুর্গন্ধ আর ওপরে টিনের শেড থাকার পরও বর্ষায় এই বাজারে মাথায় ছাতা নিয়ে ঢুকতে হয়। জল চুইয়ে চুইয়ে পড়ে। আমরা যে ক্রেতারা আসি আমাদেরও সমস্যা হয়। জলকাদায় ভর্তি হয়ে যায় মেঝে।' তবে মাছমাংসের বাজার নতুন করে তৈরি হচ্ছে পাশেই। সেখানে সমস্ত পরিষেবা পাওয়া যাবে এই আশ্বাস পেয়েও খানিকটা ক্ষোভের সুর চড়িয়ে ব্যবসায়ী টুবাই দাস, প্রদীপ দাসরা বললেন, এই বাজার ভাঙার প্রয়োজন নেই। বাজারটা সংস্কার করে দিলেই আমরা খুশি। এই বাজারটা অনেক বড়, তবুও ক্রেতারা এলে ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে যায়। ওইখানে তো জায়গা অনেক কম। ক্রেতা কমে যাবে বাজারে। এই বাজারটা নিয়মিত পরিষ্কার করলে এবং সংস্কার করে দিলেই আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

মাছ বাজারের ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সমীর দাস বলেন, 'নতুন বাজার তৈরি হচ্ছে কিন্তু জায়গা অনেকটাই ছোট। আমাদের মনে হয় ব্যবসাটা নষ্ট হয়ে যাবে ওই জায়গায় গেলে। এটাকে সংস্কার করে দিলেই ভালো হয়। আমাদের এখানে শৌচালয়গুলির খুবই খারাপ পরিস্থিতি। এগুলো সব সংস্কারের প্রয়োজন।'

ফুলেশ্বরী ফল ও সবজি বাজারে কোনও শৌচালয়ের ব্যবস্থা নেই। দীর্ঘ সময় এই বাজারে ব্যবসা করলেও ওই সামান্য পরিষেবাটুকু নেই ব্যবসায়ীদের জন্য। ফল ও সবজি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সঞ্জয় পাল বলেন, 'এখনও শৌচাগার নেই, তবে শুনেছি নতুন করে বাজার তৈরি হচ্ছে, সেখানে সমস্ত ব্যবস্থাই থাকবে। পুরনিগম ভ্যাট দিলে ভ্যাট চুরি হয়ে যায়। তাই এখন সেটা দেওয়া হচ্ছে না, তবে আবর্জনা প্রতিদিন পরিষ্কার করা হচ্ছে।' পুরনিগমের বাজার বিভাগের মেয়র পারিষদ রামভজন মাহাতো বলেন, ফুলেশ্বরীতে নতুন বাজার তৈরি হচ্ছে। ভোটের পর সেখানে মাছ বাজার স্থানান্তরিত করা হবে। ফল-সবজির বাজারটাও সাজিয়ে তৈরি করা হবে। নতুন বাজারগুলোতে প্রয়োজনীয় সমস্তরকম সুবিধা থাকবে।

নির্মাণ নিয়ে আপত্তিতে হুমকি

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : ভোট ঘোষণা হতেই শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেটে ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে কারবারীরা। যেখানে বেআইনি নির্মাণ শুরু হয়েছে, তার পাশেই রয়েছে একটি মন্দির। অভিযোগ, মঙ্গলবার রাতে ওই জায়গায় নির্মাণসামগ্রী ফেলতে দেখে প্রতিবাদ করেন সংলগ্ন গোবিন্দ মন্দিরের মূল পুরোহিত স্বামী ভক্তিবেদান্ত নিষকিঞ্চন মহারাজ। অভিযোগ, তারপর অভিযুক্ত কানাইয়াপ্রসাদ মহারাজকে প্রাণে মেরে ফেলার শাসানি দেয়। পাশাপাশি অশ্রাব্য গালিগালাজ করে। মহারাজ প্রধাননগর থানায় কানাইয়ার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছেন। এই অভিযোগ প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানতে কানাইয়াপ্রসাদকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন তোলেননি।

বৃহস্পতিবার পুলিশ অভিযোগের রিসিভড কপি মহারাজের হাতে তুলে দিয়েছে। সেইসঙ্গে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। মহারাজের কথায়, 'গত মঙ্গলবার রাতে দেখি, ওই জায়গার সীমানা পাঁচিলের বাইরে থেকে ভেতরে নির্মাণসামগ্রী ফেলা হচ্ছে। কানাইয়া কয়েকজনকে নিয়ে সেই কাজ তদারকি করছে।' সন্ন্যাসীর অভিযোগ, 'প্রতিবাদ করার পরেই কানাইয়া তার দলবল নিয়ে প্রাণের মারার হুমকি দেয়।'

কলেজে স্ট্রংরুম, চিন্তা পঠন-পাঠনে

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : শিলিগুড়ি কলেজের বিদ্যাসাগর ভবনকে স্ট্রংরুম হিসাবে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। যার জেরে কলা বিভাগের বাংলা, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা, দর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান- এই পাঁচটি বিষয়ের পঠনপাঠন বন্ধ হতে চলেছে। তবে বিজ্ঞান সহ কলা বিভাগের কয়েকটি বিষয়ের পঠনপাঠন স্বাভাবিক থাকবে। প্রয়োজন অনুসারে নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রয়োজনীয় নোটস তৈরি করে পড়ুয়াদের পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারে কলেজ কর্তৃপক্ষ। এছাড়া অনলাইন ক্লাস চালু করা সম্ভব হয় কি না, তা নিয়ে আলোচনা চলছে।

শুক্রবার পূর্ত দপ্তরের একাধিক আধিকারিক শিলিগুড়ি কলেজের বিদ্যাসাগর ভবন পরিদর্শন করেন। তিনতলা ওই ভবনে স্ট্রংরুম গড়ে তোলা হবে বলে কমিশন সূত্রে খবর। পরিদর্শনের পর পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ওই ভবনটিকে স্ট্রংরুম হিসেবে ব্যবহার করার আগে প্রাথমিকভাবে বেশকিছু কাজ করার প্রয়োজন। এদিন থেকে সেই কাজ শুরু করা হয়েছে। বিদ্যাসাগর ভবনের প্রতিটি শ্রেণিকক্ষের জানলা বন্ধ করে দেওয়া হবে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করতেই এই পদক্ষেপ।

শিলিগুড়ি কলেজ অধ্যক্ষ সুজিত ঘোষ বলেন, 'কমিশনের তরফে আগেই ই-মেল করে বিষয়টি জানানো হয়েছিল। এদিন শুধুমাত্র বিদ্যাসাগর ভবন কমিশনের তরফে নেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে কলা বিভাগের পাঁচটি বিষয়ের পঠনপাঠন ব্যাহত হতে চলেছে। তবে, পড়ুয়াদের যাতে সমস্যা না হয় সেবিষয়ে আমরা ভাবনাচিন্তা শুরু করেছি। সোমবার এনিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে।'

ঘোষণা হয়েছে ভোটের নির্ঘণ্ট। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির তরফে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা প্রায় শেষের পথে। জোরকদমে প্রচার শুরু হয়েছে। কমিশনের তরফে নির্বাচনের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেওয়ার কাজ চলছে। কমিশন শিলিগুড়ির একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে নিজেদের অধীনে নিতে শুরু করেছে। সেই তালিকায় এবার শিলিগুড়ি কলেজের নাম জুড়তে চলেছে।

প্রচারে পতাকা ও পোস্টার বিতর্ক

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : পুরনিগমের ২২ নম্বর ওয়ার্ডের রথখোলা মাঠ সংলগ্ন এলাকায় বৃহস্পতিবার রাতে কে বা কারা তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা ছিঁড়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ। শুক্রবার বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি থানার দ্বারস্থ হন শাসকদলের কর্মী-সমর্থকরা। তাঁরা সরাসরি বিজেপিকে এই ঘটনার জন্য দায়ী করেছেন।

অন্যদিকে, ওই রাতেই শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে 'বয়কট বিজেপি' লেখা পোস্টারকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। পদ্ম শিবির তৃণমূলের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। ভোট মরশুমে দুই যুযুধান রাজনৈতিক দলের এই তর্জা ঘিরে শহরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

তৃণমূলের অভিযোগ, ২২ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি কর্মীদের দলীয় পতাকা ছিঁড়ে ফেলার দৃশ্য সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়েছে। একই রকম ঘটনা আরও বেশ কিছু ওয়ার্ডে ঘটেছে বলেও অভিযোগ। থানায় বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে দার্জিলিং জেলার তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি জয়ব্রত মুখুটি বলেন, 'রাজনৈতিকভাবে আমাদের সঙ্গে না পেরে উঠে রাতে আমাদের দলীয় পতাকা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। আগামীতে যদি বিজেপি এরকম নোংরামি করে, আমরা চোখে চোখ রেখে প্রতিবাদ করব।'

পালটা বিজেপির দাবি, ৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল 'বয়কট বিজেপি' লেখা পোস্টার ছড়িয়েছে। পদ্ম শিবিরের অভিযোগ, তির সরাসরি স্থানীয় কাউন্সিলার রামভজন মাহাতোর দিকে।

সাংবাদিক বৈঠক করে বিদায়ি বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, 'রাতে রামভজন মাহাতোর উপস্থিতিতে এলাকায় বয়কট বিজেপি পোস্টার লাগানো হচ্ছিল। কিন্তু কারা এই প্রচার করছে তার কোনও উল্লেখ নেই। বিষয়টি নজরে আসতেই আমাদের নেতা, কর্মীরা সেখানে গিয়ে প্রতিবাদ করেন। আমরা পুলিশ ও নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছি। রাতে নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে সেই পোস্টার খুলে ফেলা হয়।' যদিও রামভজন বলেন, 'বিজেপি নির্বাচনে হেরে যাবে বুঝে মিথ্যে অভিযোগ করছে।'

রংদার

...শশী হে!

সময়টা তাকে নিয়ে উৎসবের। মানুষের ২০ লক্ষ বছরের পথ চলায় চাঁদ এক আদিম ধ্রুবতারা। ফ্রান্সের বোর্দো মিউজিয়ামের প্রাগৈতিহাসিক মূর্তি থেকে শুরু করে মণ্ডলঘাটের নির্জন রেললাইন কিংবা জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির রাজকীয় স্নানযাত্রা, সর্বত্রই সে এক মায়াবী সহযাত্রী। সাহিত্যে সে কখনও রবির 'হাসির বাঁধ', কখনও সুকান্তের 'ঝলসানো রুটি'। বিজ্ঞান যখন তাকে ছোঁয়ার নেশায় মত্ত, সংস্কৃতি তখন তাকে 'মামা'র আদরে আগলে রেখেছে। ল্যাম্পপোস্টের কোজাগরি আলো থেকে শ্রীচৈতন্যের প্রেমে সে চিরকাল এক অদৃশ্য মায়াসুতোয় আমাদের বেঁধে রেখেছে।

প্রচ্ছদ কাহিনী দেবাশীষ সরকার, সৌগত ভট্টাচার্য ও মনিমা মজুমদার
রম্যরচনা শুভ্র মৈত্র
ছোটগল্প আবীর লাল মণ্ডল
অণুগল্প ইথার নাগ ও গোবিন্দ সরকার
কবিতা সৌভিক বণিক, সরমা দেবদত্ত, শর্মিষ্ঠা কুণ্ডু, সোমনাথ গুহ ও অভিষেক রায়

এআই আবহে সাহিত্যে চৌহদ্দির খোঁজ

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : উত্তরবঙ্গের বর্ষীয়ান কবি বিজয় দে মানছেন, শিলিগুড়ি লিট ফেস্টে বেশ একটা ব্যাপার আছে। এ কোনও ঝোলা কাঁধে কবি সাহিত্যিকদের নিয়ে স্থানীয় সাহিত্য সম্মেলন বা সাহিত্য আসর নয়।

শুক্রবার শিলিগুড়ি লিটারারি সোসাইটির আয়োজনে এই ফেস্ট শুরু হয়েছে স্থানীয় এক হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েট হলে। দু'দিনের এই ফেস্টে এদিন সাত সেশন ধরে সাহিত্যচর্চার পরেও ছিল ঘণ্টা দেড়েকের বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আর এই পুরো অনুষ্ঠানকে দক্ষ হাতে সামলেছেন সোসাইটির সভাপতি সুব্রত দত্ত, উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য ডাঃ তাপস কুমার চ্যাটার্জি এবং হিন্দি ও বাংলার দুই সাহিত্যিক বন্দনা গুপ্তা ও সেবন্তী ঘোষ।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র পারিষদ অভয়া বসু সহ বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক, গুণীজনেরা টবের গাছে জল দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। জ্ঞানপীঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত হিন্দি সাহিত্যের বিশিষ্ট বর্ষীয়ান কবি অরুণ কমল তো স্বীকারই করলেন সাহিত্যিকদের কাজ হল মানব জমিন কর্ষণ। এক্ষেত্রে জলসিঞ্চনের ভূমিকা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ। সূচনার বক্তব্যে তিনি আলোচনা করেন সাহিত্যের বর্ডার এবং বাউন্ডারি নিয়ে। বলেন, 'সাহিত্যের সীমা হয় না। চৌহদ্দি হয় না। সাহিত্য পরিযায়ী পাখির মতো। হাজার হাজার মাইল পথ পেরিয়ে অন্য ভূমিতে বাসা বাঁধতে পারে। ইরানে যুদ্ধ চলছে। সীমান্ত দিয়ে যাতায়াত বন্ধ। তবু সে দেশের কবিতা আমাদের কাছে চলে আসছে। আসলে কবিতার গতি সীমান্তে কাঁটাতার দিয়ে বা সীমান্ত বন্ধ করে আটকে রাখা যায় না।'

হিন্দি সাহিত্যের বিশিষ্ট গল্পকার, ঔপন্যাসিক রজনী গুপ্তা, বাংলার নারীবাদী কবি যশোধরা রায়চৌধুরী, লেখক সমালোচক শিক্ষাবিদ সংযুক্তা দাশগুপ্ত, নেপালি সাহিত্য এবং শিশু সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখক ডঃ সংমু লেপচার আলোচনার বিষয় ছিল সাম্প্রতিক সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি। সেখানে ব্লু হিউম্যানিটিজ মানে জল ও মানুষের সম্পর্কের কথা, বর্তমান সমাজের ক্ষমতা দখলের লড়াই বা পাওয়ার ডাইনামিক্সের কথা এবং অটোফিকশনের কথা যেখানে লেখায় কল্পনা এবং জীবন মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে তা উঠে আসে। ডঃ সংমু লেপচা নেপালের সমাজের একটা বাস্তব জীবন তুলে ধরার চেষ্টা করেন।

বিশিষ্ট কবি ও দলিত নারীবাদী লেখিকা কল্যাণী ঠাকুর দলিত সাহিত্যচর্চা নিয়ে কিছু ঝাঁঝালো বক্তব্য তুলে ধরেন। তবে আক্ষেপ করেন যাঁদের জন্য এই চর্চা, সেই দলিতরা দলিত সাহিত্য পড়েন না এমনকি হাতে ধরে দিলেও পড়েন না। আলোচনার পরবর্তী পর্বগুলোতে গুরুত্ব পায় এআই প্রযুক্তি।

দীর্ঘ সুচিন্তিত মুখবন্ধ করেন পশ্চিমবঙ্গ হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক নন্দিনী সাহু। বহুভাষী লেখক মৃত্যুঞ্জয়কুমার সিং, কবি সম্পাদক শুভময় সরকার, জয় ক্যাকটাস গুরুং এই আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যান।

আলোচনার মাঝে শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের জন্য সংবর্ধিত হন ডঃ তপতী হালদার, বাংলা-নেপালি সাহিত্যক্ষেত্রে অবদানের জন্য হরেন ঘোষ ও দীপ্তি ঘোষ স্মৃতি সম্মান পান শমীক চক্রবর্তী এবং মেধার স্বীকৃতি হিসেবে গবেষক পার্থসারথি সাহু। এই উৎসবে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু পড়ুয়াকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আর আলোচনা শেষে তিন পর্ব জুড়ে ছিল কবিদের কবিতা পাঠ। সব মিলিয়ে এই আয়োজনে আড্ডা ছিল কম, পাঠ ছিল বেশি।

শিলিগুড়ি লিটারারি সোসাইটির উদ্যোগে লিট ফেস্ট-এ বিশিষ্ট সাহিত্যিকরা। শুক্রবার। –সংবাদচিত্র

এখনও রঙিন

অপূর্ব মেলবন্ধন

ছন্দবদ্ধ।। *শিলিগুড়িতে ফুলেশ্বরী নন্দিনীর অনুষ্ঠান।*

যদি প্রকৃতির সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার সুর মিলে যায় তখনই মনে হয়, 'কী সুর বাজে আমার প্রাণে, আমিই জানি, মনই জানে।' আর জানে ফুলেশ্বরী নন্দিনী। তাই তারা এবার বসন্ত উৎসবে মূল থিম করেছিল প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিকতার সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন। আর এই বিষয়টিকে ধরা হয় একটি নৃত্য-গীতি আলেখ্যে। সম্প্রতি এই উৎসব হয়ে গেল শান্তিনগর বৌবাজারের একটি ছায়াবীথি কাননে। এই আলেখ্যের পরিচালনায় ছিলেন পম্পা বিশ্বাস। অন্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন রত্না বন্দ্যোপাধ্যায়, গার্গী বোস, রঞ্জনা সরকার, বাসুদেব ভট্টাচার্য, নীলরতন কাঞ্জিলাল, বেবি কাঞ্জিলাল, মঞ্জু সরকার, রিয়া সরকার, শুভ্রা চৌধুরী, শিপ্রা সাহা, লিপি মুখোপাধ্যায়, পুষ্প বিশ্বাস, বনশ্রী রায়, দীপিকা দে ভৌমিক, শিপ্রা বিশ্বাস, সমীর দাস, প্রদীপ দাস, রঞ্জনা সরকার ও শিশুশিল্পী খুশি। এই আয়োজনে শহরের একাধিক সাংস্কৃতিক সংস্থাও অংশ নেয়। ছিলেন পৌষালী খাসনবিশের নির্দেশনায় হিন্দোল নৃত্যাঙ্গনের শিল্পীরা। এছাড়া ছিলেন সুদীপ ডান্স অ্যাকাডেমি, কৌশিক নাচঘর এবং উল্লাস ডান্স অ্যাকাডেমির শিল্পীরাও। রং এবং প্রকৃতির তাৎপর্যের কথা মাথায় রেখে সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে পরিচালনা করেন বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী তথা লেখক সুদীপ চৌধুরী। উৎসবের মূল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন সংগঠনের সভাপতি অনন্যা ভাদুড়ি। - *ছন্দা দে মাহাতো*

পাঁচে পা

গত কয়েক বছর ধরে কোচবিহারের বুকে প্ল্যানিটেরিয়া ইভেন্ট সংস্থা আয়োজিত 'মায়াবনবিহারিনী' শীর্ষক বসন্ত অনুষ্ঠান এক অন্য মাত্রা এনেছে। এবছর তাদের বসন্ত উৎসব পাঁচ বছরে পা দিল। কোচবিহার বৈরাগীদিঘি সংলগ্ন মুক্তমঞ্চে শতকণ্ঠ গানের দলের সদস্যরা সুন্দর উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন। প্রাইড মম সংস্থার গানের অনুষ্ঠান সকলের প্রশংসা আদায় করে নেয়। নাচে-গানে অনুষ্ঠানে এক অন্য মাত্রা এনেছিলেন বলাকা সাংস্কৃতিক সংস্থার সদস্যবৃন্দ। এরই মাঝে অভ্রতনু গঙ্গোপাধ্যায়ের আবৃত্তির অনুষ্ঠানটি ছিল বেশ ভালো। নৃত্যের মধ্যে দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানে বসন্তকে তুলে ধরে সাই ডান্স অ্যাকাডেমি, সৃষ্টি ডান্স অ্যাকাডেমি, রাই ডান্স অ্যাকাডেমি ও আরও বেশ কয়েকটি নাচের দল। সমগ্র অনুষ্ঠানটি দক্ষ হাতে সঞ্চালনা করেন অভ্রতনু গঙ্গোপাধ্যায়।

–*পার্থ নিয়োগী*

নাচে-গানে

নকশালবাড়ি 'বসন্ত পরিবার'-এর উদ্যোগে ১৭তম বর্ষে মহাসমারোহে উদযাপিত হল 'বসন্ত উৎসব' ২০২৬। সংগীত পরিবেশন করেন রীতা চাকলাদার, ঝর্ণা বর্মন, জয়দীপ সেনগুপ্ত, মেঘা দে, টুম্পা ঘোষ, নিখিল ঘোষ সহ নকশালবাড়ি 'সুর ও ধ্বনি' সংগীতালয়ের শিল্পীবৃন্দ। নৃত্যে অংশ নেন সৃষ্টি গুপ্তা, সোনালি সরকার এবং সৌরভী দে পরিচালিত নৃত্যাঞ্জলি ডান্স অ্যাকাদেমির শিল্পীবৃন্দ। আবৃত্তি পরিবেশন করেন কিরণ ঘোষ, শৌনক দাস, ঊষসী সরকার সহ অন্য শিল্পীরা। তবলা বাদ্যযন্ত্রের তাল-ছন্দে উপস্থিত ছিলেন শিল্পী সুবীর পাল, জয়দীপ প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিল নকশালবাড়ি 'বসন্ত পরিবার', আর অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ছিলেন সংস্কৃতিকর্মী সুবীর পাল। এর আগে সকালে ছিল এক বর্ণাঢ্য প্রভাতফেরি আয়োজন। –*শুভজিৎ বোস*

রংয়ের উৎসব

ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের মাগুরমারি বনবস্তিতে আদিবাসী শিশুদের নিয়ে পালিত হল বসন্ত উৎসব। মাগুরমারি বনগ্রাম ও কৈলাসপুর চা বাগানের আদিবাসী শিশুরা তাতে শামিল হয়েছিল। আদিবাসী এলাকার মেয়েদের নৃত্য আর লাল, নীল, সবুজ, হলুদ আবিরের ছোঁয়া এবং সবশেষে সমবেত আদিবাসী নৃত্য অনুষ্ঠানকে এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছিল। আয়োজক সংস্থা 'এসো হাত ধরি'র তরফে তপতী সাহা বলেন, 'করোনাকালে আমাদের সংস্থার সূচনা। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষগুলির কাছে একটু সহযোগিতা পৌঁছে দিতে আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করে চলেছি।' এদিনের অনুষ্ঠানে রবি ওরাওঁ, জয়া অধিকারী, সুরজ সিং, বান্টি বর্মন, দীনেশচন্দ্র রায় তেনজিং ভুটিয়া, পঞ্চানন রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

–*নিজস্ব প্রতিবেদন*

ঋতের জন্য

জলপাইগুড়ির মুক্তাঙ্গন নাট্যগোষ্ঠীর আয়োজনে সংগীতশিল্পী ঋত চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণে অনুষ্ঠিত হল 'ঋতের জন্য সাংস্কৃতিক প্রবাহ' শীর্ষক লোকগানের অনুষ্ঠান। সম্প্রতি রবীন্দ্র ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী মনসুর ফকির ও তার সম্প্রদায়, নাটকের গান পরিবেশন করেন সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত, লাজু (উৎকলিকা সিহি), সঞ্চিতা রায়চৌধুরী ও পুষ্পিতা মণ্ডল। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানজুড়ে দর্শক আসন ছিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ। সংস্থার নাট্য নির্দেশক রিনা ভারতী জানান 'এক প্রতিভাময় শিল্পীকে অকালে হারিয়ে ফেলতে হয়েছে তার শ্বশুরবাড়ির নৃশংসতা-র কারণে, আর যেন কোনও শিল্পী, কোনও মেয়ে এভাবে হারিয়ে না যান সেটা সবসময় কাম্য। ঋত-কে চিরদিনের জন্য এই সমস্ত অনুষ্ঠানের মাঝেই আমরা বাঁচিয়ে রাখব।' –*অনসূয়া চৌধুরী*

মগ্ন।। *রবীন্দ্র ভবনে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মনসুর ফকির।*

প্রাণের ভাষা

কালিয়াগঞ্জ কলেজে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডঃ ইন্দ্রজিৎ দাস। স্বাগত ভাষণে তিনি মাতৃভাষার গুরুত্ব ও ভাষাগত বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করেন। উপস্থিত ছিলেন ডঃ সঞ্জয় সাহা, ডঃ সোনালি চক্রবর্তী, নির্ময় কুমার দাস, অরূপ দাস, পুলক কুণ্ডু প্রমুখ। কলেজের বিভিন্ন ভাষা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা সংগীত, কবিতা ও বক্তব্যের মাধ্যমে মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন রিমা দাস ও দেবসুজন মুখোপাধ্যায়। শরণ্য দত্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পত্রিকা প্রকাশ

মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বড় শৌলমারি জুনিয়ার হাইস্কুলে সম্প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হল বার্ষিক পত্রিকা 'বীণা'। সেইসঙ্গে এদিন বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। পত্রিকা উন্মোচন ও বিজ্ঞান প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মাথাভাঙ্গা-৪ নম্বর সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক নাতাশা পারভিন। এ বছর প্রকাশিত হয় বার্ষিক পত্রিকার একাদশ সংখ্যা বলে স্কুলের টিচার ইনচার্জ সব্যসাচী সরকার জানান। –*শ্রীবাস মণ্ডল*

দুর্নীতিতে ইংগিত

ছন্দা দে মাহাতো

এ শহরে প্রতিদিন সবচেয়ে রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তগুলি কাটে নার্সিংহোমে। চিকিৎসার নামে মানুষকে বোকা বানানো, পরিষেবা দেওয়ার নাম করে ভেজাল ওষুধ আর রোগীর শরীরে মেয়াদ উত্তীর্ণ স্যালাইন দেওয়ার কারবার চলে অনেক নার্সিংহোমেই বলে অভিযোগ। একথা হয়তো অনেকেই জানেন। কেউ কেউ নিজে ভুক্তভোগীও। তবু সাহস করে এসব কথা কেউ বলেন না। শিলিগুড়ির ইংগিত নাট্য সংস্থা অন্য ধাতুতে গড়া। তারা মেরুদণ্ড সোজা রেখেই বলতে পারে। আর এই কথা সাধারণ মানুষের সামনে মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলার জন্যই সম্প্রতি দীনবন্ধু মঞ্চে হয়ে গেল তাদের নবতম প্রযোজনা 'শেষ কথা কে বলবে'। এই নাটকে অকারণ বুদ্ধিজীবীসুলভ কালোয়াতি নেই। সোজা কথা সোজাভাবে বলা হয়েছে। শিবশংকর চক্রবর্তীর লেখা এই টানটান নাটকের পরিচালনায় ছিলেন নাট্যকর্মে চার দশকের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ পরিচালক আনন্দ ভট্টাচার্য। এই নাটক দেখিয়েছে একক প্রচেষ্টায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার এই দুর্নীতি রোধ করা অসম্ভব, সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদে নামতে হবে, ভাবতে হবে নিজের ঘরে আগুন লাগার আগে পাশের বাড়ির আগুন নেভানোটাও আমাদের দায়িত্ব। নাটকে তিনজন চিকিৎসকের চরিত্রকে শারীরিক, বাচিক অভিনয় ও অভিব্যক্তি দিয়ে মঞ্চে অনন্য দক্ষতায় প্রতিষ্ঠা করেছেন বিজয় নন্দী, সলিল কর ও চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়। সিস্টার সুপর্ণা ভট্টাচার্য, সুইপার চন্দন সরকার ও সূত্রধার পারমিতা নিয়োগী সরকারও ছিলেন চরিত্রানুগ। মানুষকে সচেতন করতে নাটকে একটি জরুরি বিষয়ের দিকে আলোকপাত করেছে ইংগিত।

দুটি নাটকের এই নাট্যসন্ধ্যায় ইংগিতের প্রথম নিবেদন ছিল মঞ্চ সফল প্রযোজনা 'আপনজন'। এটি ছিল এই নাটকের ৫০তম অভিনয় সন্ধ্যা। ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরা হাসিমুখের পরিবার দেখলে মনে হয় ওরা খুব সুখী। শুনতে কিছুটা রূঢ় মনে হলেও, বাস্তব এটাই যে রক্তের সম্পর্ক বা আত্মার আত্মীয়তার মাঝেও অর্থনীতির একটি বড় ভূমিকা থাকে। আর সেটা বোঝা যায় বিপদের দিনে। বিপদে আর্থিক সাহায্যের প্রত্যাশা মানুষ আপনজনদের কাছেই সবচেয়ে বেশি করে। কিন্তু এই ঋণ বা সাহায্য দেওয়া-নেওয়ার হিসেব মেলাতে গিয়ে অনেকসময় দীর্ঘদিনের সুন্দর সম্পর্ক ভেঙে যায়। ইংগিতের নাটকের মুখ্য চরিত্র তাই খুঁজে বেড়ান এমন সত্যিকারের আপনজনকে যারা সুখে দুঃখে বিপদে-আপদে সবসময় পাশে থাকবে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা এই নাটকেরও পরিচালনায় ছিলেন আনন্দ ভট্টাচার্য। অসাধারণ উপস্থাপনা এবং জুতসই অভিনয়ের মেলবন্ধনেই এই নাটক যে মঞ্চে সফল হয়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিজয় নন্দী, সলিল কর, কুমকুম কর দেব, ববিতা রায়, চন্দন সরকার, শৈবাল মজুমদার, জবা ভট্টাচার্য, দেবব্রত দেব। দুই নাটকের শিল্পীরা ছাড়াও নেপথ্যে ছিলেন জয়ন্ত জানা, মিঠু সরকার, কুন্তল ঘোষ, বিমান দাশগুপ্ত, শংকর চক্রবর্তী, শক্তিপ্রসাদ আইচ ও লিটন দত্ত।

জমজমাট।। *শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে 'শেষ কথা কে বলবে' নাটকের একটি মুহূর্ত।*

নাট্য উৎসব

কিছুদিন আগে কোচবিহার রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমির সহযোগিতায় বসেছিল 'অগ্নি নাট্য উৎসব ২০২৬'-এর প্রথম পর্বের আসর। শীত সন্ধ্যাতে জমিয়ে একগুচ্ছ নাটক দেখলেন দর্শকরা। আয়োজক অগ্নি নাট্য সংস্থা সবার প্রথমেই মঞ্চস্থ করল অর্ণব মুখোপাধ্যায় রচিত ও নির্দেশিত নাটক 'অন্যরূপ'। বহুরূপী রজনীর পেশার প্রতি প্রেম, মানসিক টানাপোড়েন, নিজ কন্যার মধ্যে যোগ্য উত্তরসূরি খুঁজে পাওয়া এবং তাকে ঘিরে শিষ্যদের উপস্থিতি নাটকটিকে পূর্ণতা দিয়েছে। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন সৌরভ গোপ, শুভ দাস, মোনালিসা সূত্রধর, ঐন্দ্রিলা কর এবং মুখ্য চরিত্রে নির্দেশক স্বয়ং। প্রিয়দর্শী রায়ের আবহ এবং পঙ্কজ মৈত্রের আলো যথাযথ ছিল। অর্ণবের রচনা ও নির্দেশনায় এছাড়াও এই উৎসবে কোচবিহার সদর গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের শামিয়ানা ড্রামা ক্লাব মঞ্চস্থ করে 'এই আদি এই অনন্ত'। প্রশংসনীয় অভিনয়ের স্বাক্ষর রেখেছে কুণাল রায়, ঋদ্ধিমান দত্ত, কৃষ্ণচন্দ্র রায়, সাগর দাস, অনীক দে, শৈলাজ গুহ, অনীক ধর, বিরাজ, স্বর্ণাভ, ইমন। আলো, রূপসজ্জা এবং মঞ্চ ভাবনায় ছিলেন যথাক্রমে পঙ্কজ মৈত্র, গোপাল কর্মকার এবং কৃষ্ণ রায় সরকার। উৎসবে এছাড়াও বিভিন্ন ধারার নাটক নিয়ে উপস্থিত ছিল আলিপুরদুয়ার নবাঙ্কুর নাট্যজন (নাটক-আবহমান), দিনহাটার খোলা বাক্স (নাটক-জাতে পাগল-২), বরানগর ভূমিসূত থিয়েটার (নাটক- শিকার), কালিয়াগঞ্জের উত্তর দিনাজপুর বিচিত্রা নাট্য সংস্থা (নাটক-মেঘ), খড়দহ আহিরী (নাটক-ডাক হরকরা), কোচবিহার অনাসৃষ্টি (নাটক-যারা বিচার চেয়েছিল) এবং সাউথ গড়িয়া আবিষ্কার থিয়েটার গ্রুপ (নাটক-মেধা বিক্রি আছে)। –*নীলাদ্রি বিশ্বাস*

জাগুক অস্মিতা

সম্প্রতি গবেষণাধর্মী জার্নাল 'খোলা চোখে'-র ২৪তম বর্ষ অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে কোচবিহার জেলখানা মোড়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে পদযাত্রা কর্মসূচির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বিষয় ছিল 'বাঙালি অস্মিতার জন্য হাঁটুন'। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে দর্শক-শ্রোতা পরিপূর্ণ কোচবিহার ফিল্ম সোসাইটি হলঘরে প্রদীপ প্রজ্বলন ও বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী চন্দনা বর্মনের সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী পর্ব। প্রকাশিত হয় বহু প্রতীক্ষিত 'খোলা চোখে'-র ২৪তম সংখ্যা। এই সংখ্যার বিষয় ভাবনা 'বাঙালি অস্মিতা'। সম্পাদক প্রাবন্ধিক ও কবি বিদ্যুৎ সরকারের স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। উপস্থিত ছিলেন রণজিৎ কুমার মিত্র, শিবনাথ দে, সুবীর সরকার, সমরচন্দ্র মণ্ডল, গৌরহরি দাস, কল্যাণময় দাস, জয়দীপ সরকার প্রমুখ। সঞ্চালনায় ছিলেন দুর্গা চট্টোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্বে বিশিষ্টজনদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় সাম্প্রতিক অতিচর্চিত বিষয়ের ওপর জমজমাট বিতর্ক 'বাঙালি অস্মিতা সাহিত্যে আর কাগজে কলমে রয়েছে, বাস্তবে নেই'। পক্ষে-বিপক্ষে বক্তব্য রাখেন জয় দাশ, পরাগ মিত্র, প্রলয় ভট্টাচার্য, মাধবী দাস, গবেষক ডঃ তপন দাস ও অভিজিৎ দাশ। বিতর্ক সভা অত্যন্ত সুচারুভাবে পরিচালনা করেন সঞ্জয় মল্লিক। –*পার্থ চক্রবর্তী*

দশম বর্ষপূর্তি

শিক্ষক-ছাত্রের নিবিড় সম্পর্কের বিরল নজির গড়ে, সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্বপনকুমার মণ্ডলের ৫২তম জন্মদিন ও অনুরাগীদের সংগঠন 'জীবনের পরম পরশ কমিটি'র দশম বর্ষপূর্তি উদযাপিত হল কিছুদিন আগে পুরুলিয়া জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্রে। অধ্যাপক মণ্ডলের প্রদীপ প্রজ্বলন ও ছায়া শিল্প সংস্কৃতি কেন্দ্রের গানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রকাশিত হয় স্মারকগ্রন্থ 'জীবনের পরম পরশ-১০'। সভাপতি ডঃ কার্তিক কুমার মণ্ডলের স্বাগত ভাষণের পর বক্তব্য রাখেন প্রভাস মণ্ডল, লাল্টু মিত্র, দিনেশ দাস। কবিতা পড়েন বিনয় মাহাত। অনুষ্ঠানে ডঃ সুভাষ রায়, ডঃ প্রবোধ চন্দ্র পাল, ডঃ আশুতোষ বিশ্বাস, দেবাশিস মণ্ডল, দেবেন্দ্রনাথ পরামানিক, দীপেন গুপ্ত, দেবরাজ মাহাতো ও ডঃ গৌরাঙ্গ বিশ্বাস 'জীবনের পরম পরশ সম্মাননা' পান। দুই কৃতী পড়ুয়া রোহিত ও জবা মাহাত সংবর্ধিত হন। সুচারু সঞ্চালনায় ছিলেন ডঃ বিকাশ কালিন্দী। -*নিজস্ব প্রতিবেদন*

তোমারে সেলাম

নারী দিবস উপলক্ষ্যে নকশালবাড়িতে অনুষ্ঠান।

নারী দিবস উপলক্ষ্যে নকশালবাড়ি সকলরাম স্কুলের অডিটোরিয়াম হলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এক বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিল নকশালবাড়ি 'রক্তকরবী' সংগীতালয়। অনুষ্ঠানে সমবেত সংগীত পরিবেশন করে অনুষ্কা, আহেলি, কুহু, পূর্বাশা, নীলাক্ষী, অহনা, শ্রেয়া, ডোনা, মৌমিতা, টুম্পা, সুদীপ্তা, কাব্য, অরিক্তা, জয়শ্রী, মিতালি, দোলনচাঁপা, জোনাকি, নন্দিতা, সোমা, দেবাঞ্জন, শিল্পা। তবলা সংগতে ছিলেন সর্বেশ্বর বিশ্বাস এবং সংগীত পরিচালনায় ছিলেন সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিতা পাঠে অংশগ্রহণ করেন টুম্পা সরকার, শেফালি রায়, বর্ণালি প্রমুখ। অতিথি শিল্পী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বপ্না সেনগুপ্ত, রিতা কর্মকার, কৌশিক পাল, দেবাঞ্জন নাগ প্রমুখ। নারী দিবসকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল সমাজে বিভিন্ন দিক দিয়ে প্রতিষ্ঠিত নারীদের সম্মাননা জ্ঞাপন পর্ব। সম্মাননা গ্রহণের পর বক্তব্য রাখেন দীপান্বিতা ঘোষ, দীপান্বিতা সেনগুপ্ত, চৈতালি সরকার, সুজাতা কুণ্ডু, সোনি পাঠক এবং রিঙ্কু নন্দী। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেব উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবক নরেন্দ্র প্রসাদ, ধর্মেন্দ্র পাঠক, পরিমল মজুমদার প্রমুখ। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন শিক্ষিকা টুম্পা সরকার ঘোষ। অনুষ্ঠানের ভাবনা ও পরিচালনায় ছিলেন সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়।–*শুভজিৎ বোস*

সাহিত্যসভা

বিগত বছরের মতো কিছুদিন আগে মালদা সংস্কৃতি সদনে (মুক্তমঞ্চ) 'চাঁই গবেষক মঞ্চে'র উদ্যোগে আয়োজিত হল বার্ষিক 'চাঁই সাহিত্যসভা ২০২৬'। প্রাচীন গয়না, মাটির কোঠি, সিক্কা, বসন বুড়ি, মাউনি ও কাটঠা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সভাপতি ডঃ সমীরকুমার মণ্ডলের বাসগৃহে 'চাঁই সংগ্রহশালা'র উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি তথা রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক দীপককুমার রায়।

অনুষ্ঠানে 'চাঁইজ্যোতি সাহিত্য পুরস্কার' পান কবি চন্দন মণ্ডল। আলকাপ শিল্পী ধনঞ্জয় মণ্ডল 'ঝাঁকসু' ও প্রাক্তন বিধায়ক জোখিলাল মণ্ডলকে মরণোত্তর সম্মাননা দেওয়া হয়। শিক্ষা-শিল্পে অবদানের জন্য দশজন পান 'চাঁইজ্যোতি সম্মাননা'। এছাড়া প্রকাশিত হয় চাঁইজ্যোতি পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যা, মধুসূদন মণ্ডলের গবেষণাগ্রন্থ 'চাঁই সমাজের ইতিহাস ও ঐতিহ্য', শত্রুঘ্ন মণ্ডলের 'চাঁই ভাষায় সংক্ষিপ্ত রামায়ণ' এবং চন্দন মণ্ডলের গানের সংকলন 'চিকাস'। সঞ্চালনায় ছিলেন ডঃ বিপ্লবকুমার মণ্ডল ও মোহন মণ্ডল।

–*সৌকর্য সোম*

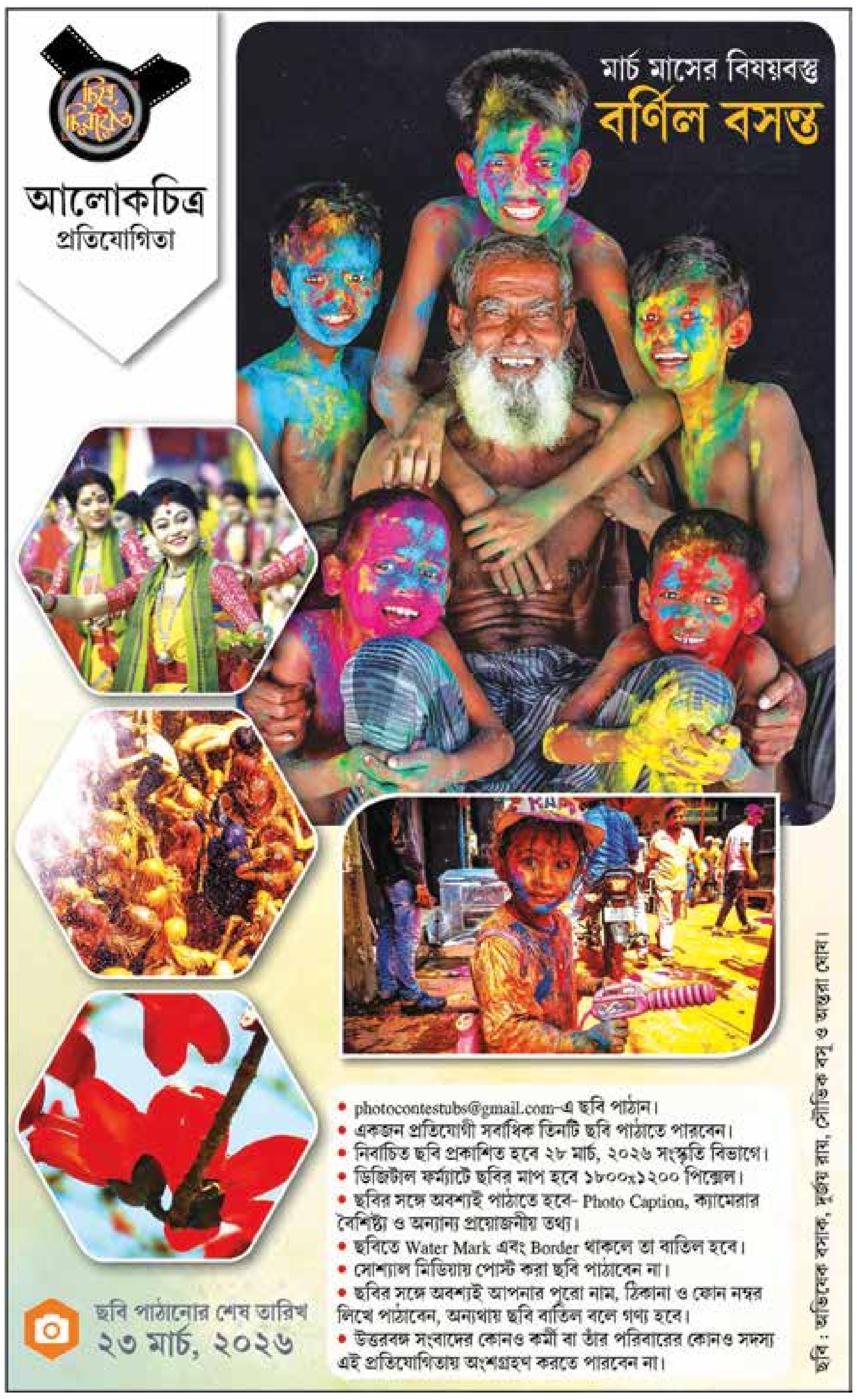

ইতিহাস ফেরাল গৌড়-এ-আজম

বাংলার ইতিহাসে গৌড়ের হাবসী রাজত্বকাল ছিল অত্যন্ত অস্থির। উত্তরাধিকার বা মন্ত্রীদের সম্মতির চেয়ে তলোয়ারের জোরেই ঘনঘন সিংহাসন দখল হত, যার মূলে ছিল বাংলার বিপুল ঐশ্বর্য। এই চরম অস্থিরতার মাঝেই রাজ্যে সুশাসন এনেছিলেন সুলতান হোসেন শা। এই যুগসন্ধিক্ষণেই মালদার রামকেলিতে যুগপুরুষ শ্রীচৈতন্যের মাত্র তিনদিনের আগমন বদলে দেয় তৎকালীন সমাজচিত্র ও হোসেন শাহের অন্দরমহলকে।

এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেই কিছুদিন আগে মালদার দুর্গাকিংকর সদনে ২৫ বছরের পুরোনো ঐতিহ্যবাহী শ্রুতিনাট্য সংস্থা 'আবৃত্তি বলয়' মঞ্চস্থ করল 'গৌড়-এ-আজম'। চরিত্রগুলোকে সাদা-কালোয় না ভেঙে তাদের মানসিক স্তরের সূক্ষ্মতা ও নাটকীয় দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তুলতে নাট্যকার সম্পূর্ণ সফল হয়েছেন। অভিনয়ে হোসেন শাহ ও সুবুদ্ধি রায়ের চরিত্রে দেবাশিস চট্টরাজ এবং সৌরিশ সেন অনবদ্য। মুন্নি বেগম (রুম্পা দে দাস), বুয়া মালতী (সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়), শচীমাতা (সঞ্চিতা গুহ বসু) ও সুধা সুভদ্রাঙ্গি (সুমালা আগরওয়াল)-র ভূমিকায় প্রত্যেকেই নিজেদের উজাড় করে দিয়েছেন। রূপ (ইন্দ্রনীল দাস), সনাতন (মধুসূদন দাস), এতেম খাঁ (পার্থ প্রধান) এবং পির, বিবেক ও হাব্বু শেখ (সুরজিৎ রায়) যথাযথ। শ্রীচৈতন্যের মতো কঠিন চরিত্রে অসাধ্যসাধনের চেষ্টা করেছেন দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

মধুমিতা কর্মকারের অভিনয়, গান ও আবহসংগীতের দক্ষতা অনস্বীকার্য। বিদ্যুৎ কর্মকারের সার্বিক পরিবেশ সৃষ্টি, কুণাল সরকারের মঞ্চসজ্জা ও আলো এবং সহ সংগীতে ধ্রুবজ্যোতি চক্রবর্তী ও গৌতম স্বর্ণকার নাটকের আবেগকে পূর্ণতা দিয়েছেন। কানায় কানায় পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের পিনপতন নৈঃশব্দ্যই প্রমাণ করে, প্রায় দু'ঘণ্টার এই শ্রুতিনাটকটি মালদার নাট্যপ্রেমীদের কতটা মুগ্ধ করেছে।

–*নিজস্ব প্রতিবেদন*

সমবেত।। *মালদার দুর্গাকিংকর সদনে পরিবেশিত শ্রুতিনাটকের মুহূর্ত।*

সংস্কৃতিকেন্দ্রিক বিষয়ে অনধিক ২০০ শব্দে নমুনা লেখা পাঠাতে পারেন। নির্বাচিত লেখা ছাপা হবে এই বিভাগে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠানোর ঠিকানা : বিভাগীয় সম্পাদক, সংস্কৃতি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। অনলাইনেও ইউনিকোড ফন্টে লেখা পাঠাতে পারেন uttorerlekha@gmail.com–এ।

দিল্লি ক্যাপিটালস

গত আঠারো আসরে হাত শূন্য। যন্ত্রণার ক্ষতে এবার প্রলেপ লাগাতে বদ্ধপরিকর অক্ষর প্যাটেলের নেতৃত্বাধীন দিল্লি। ২০২৫ সালে ভালো শুরু করেও শেষরক্ষা হয়নি। দলে নতুন মুখ ডেভিড মিলার, বেন ডাকেট, লুঙ্গি এনগিডি, কাইল জেমিসনরা। নতুন ব্রিগেডের কাঁধে ভর করে নয়া ইতিহাস লিখতে চান অক্ষররা।

নতুন কাহিনী লিখতে চান অক্ষররা

মাঝে আর সপ্তাহখানেক। ২৮ মার্চ সানরাইজার্স হায়দরাবাদ-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু দ্বৈরথ দিয়ে পর্দা উঠছে উনিশতম আইপিএলের। তার আগে কোন দল কতটা প্রস্তুত, খতিয়ে দেখতে আজ দিল্লি ক্যাপিটালস শিবিরে চোখ রাখলেন সঞ্জীবকুমার দত্ত।

২০২৫-এ পঞ্চম

অধিনায়ক : অক্ষর প্যাটেল

হেডকোচ : হেমাঙ্গ বাদানি
বোলিং কোচ : মুনাফ প্যাটেল
ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিক : জেএসডব্লিউ স্পোর্টস, জেএমআর স্পোর্টস
ঘরের মাঠ : অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম
প্রথম ম্যাচ : লখনউ সুপার জায়েন্টস, ১ এপ্রিল
দামি ক্রিকেটার : অক্ষর প্যাটেল (১৬.৫ কোটি)

স্কোয়াড

নিলাম থেকে
ডেভিড মিলার (২ কোটি), পাথুম নিসাঙ্কা (৪ কোটি), বেন ডাকেট (২ কোটি), আকিব নবি দার (৮.৪ কোটি), লুঙ্গি এনগিডি (২ কোটি), কাইল জেমিসন (২ কোটি)।

শক্তি

বোলিং : স্পিন বিভাগে অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব। পেস ব্রিগেডে মিচেল স্টার্ক, মুকেশ কুমার, লুঙ্গি এনডিগির সঙ্গে কাশ্মীরি স্পিডস্টার আকিব নবি দার। প্রতিপক্ষকে চাপে রাখবে।

টপ অর্ডার : লোকেশ রাহুল, অভিষেক পোড়েল, পাথুম নিসাঙ্কা, বেন ডাকেট। অভিজ্ঞতার সঙ্গে বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ের সঠিক মিশেল।

ব্যাটিং গভীরতা : শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপ। গভীরতা বেশ ভালো। মিডল অর্ডারে ট্রিস্টান স্টাবস, ডেভিড মিলার, নীতীশ রানা, আশুতোষ শর্মা ছাড়াও অক্ষর রয়েছেন।

দুর্বলতা

স্টার্ক-দোলাচল : নিজের দিনে একার হাতে ম্যাচের রং বদলে দিতে ওস্তাদ। কিন্তু চোটের জন্য শুরুর দিকে বেশ কিছু ম্যাচে অজি তারকাকে পাওয়া নিয়ে সংশয়। প্রথম আইপিএল ট্রফির লক্ষ্যে স্টার্ককে নিয়ে দোলাচল অস্বস্তিতে রাখছে।

ধারাবাহিকতা : ধারাবাহিকতার অভাব পথের কাঁটা। গত ১৮ আসরে 'আজ ভালো তো কাল খারাপের' ভুলভুলাইয়াতে বারবার আটকে গিয়েছে ট্রফির স্বপ্ন। দিল্লির সামনে এবারও চ্যালেঞ্জ ধারাবাহিকতা ধরে রাখা।

জেনুইন অলরাউন্ডার : অক্ষর ছাড়া সেই অর্থে আন্তর্জাতিক মানের অলরাউন্ডার নেই। জেমিসন থাকলেও ফিটনেস বরাবরের ইস্যু। টিম কম্বিনেশন তৈরির সময় যা অস্বস্তিতে রাখবে থিংকট্যাংককে।

সেরা পারফরমেন্স : ২০২০ (রানার্স)
গতবার : পঞ্চম
সর্বাধিক স্কোর : ২৫৭/৪, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, ২০২৪
সর্বনিম্ন রান : ৬৬, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, ২০১৭

ব্যক্তিগত রেকর্ড (২০২৫)
সর্বাধিক রান : লোকেশ রাহুল ৫৩৯
সর্বাধিক উইকেট : ১৫, কুলদীপ যাদব
সেরা বোলিং : ৫/৩৫, মিচেল স্টার্ক

টিম অ্যানথেম
রোর মাচা...
ম্যাসকট
লিও (সিংহ)

সম্ভাব্য একাদশ : লোকেশ রাহুল, বেন ডাকেট/পাথুম নিসাঙ্কা, অভিষেক পোড়েল, ট্রিস্টান স্টাবস, অক্ষর প্যাটেল, করুণ নায়ার, কাইল জেমিসন, কুলদীপ যাদব, মিচেল স্টার্ক, মুকেশ কুমার ও আকিব নবি দার।

আইপিএলে পেস সংকট

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ : শুরুর আগেই একের পর এক ধাক্কায় পেস সংকটে আইপিএল! অধিকাংশ দলকেই অভিযান শুরু করতে হচ্ছে তারকা পেসারদের ছাড়াই! হর্ষিত রানার চোট দিয়ে শুরু। তালিকা ক্রমশ লম্বা। প্যাট কামিন্স, জোশ হ্যাজেলউডের পর এবার আইপিএলের শুরুতে খেলা নিয়ে সংশয়ে মিচেল স্টার্ক।

দিল্লি ক্যাপিটালস বোলিং ব্রিগেডের অঘোষিত 'লিডার'। যদিও শুরুর দিকে বেশ কিছু ম্যাচে স্টার্ককে পাচ্ছে না তারা। টানা টেস্ট ক্রিকেটের ধকলের কারণে চোট। এখনও যা সারেনি। একশো ভাগ নিশ্চিত না হয়ে স্টার্ককে আইপিএলে খেলার অনুমতি দিতেও নারাজ ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া।

চোটের তালিকায় এবার স্টার্ক, এলিসও

আগামী বছর ঠাসা সূচি। ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট সিরিজ। রয়েছে ওডিআই বিশ্বকাপ। যা মাথায় রেখে আরও বেশি সতর্কতা। বোর্ডের এক শীর্ষকর্তা জানিয়েছেন, জোরে বোলারদের নিয়ে কোনওরকম ঝুঁকি নেওয়া হবে না। আগামী সপ্তাহে চোট পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পর কামিন্স, হ্যাজেলউড, স্টার্ককে নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে।

স্টার্কের অনুপস্থিতিতে লুঙ্গি এনগিডি, মুকেশ কুমার, দুষ্মন্ত চামিরা, আকিব নবি দারদের কাঁধে বাড়তি দায়িত্ব। তবে স্টার্কের অভাব মেটানো কঠিন। ফলে শুরুতেই অক্ষরদের কাজ নিঃসন্দেহে কঠিন হয়ে গেল।

পাঞ্জাব কিংসের চিন্তা বাড়িয়েছেন লকি ফার্গুসন। ব্যক্তিগত কারণে আইপিএলের প্রথম পর্বে 'ছুটি' নিচ্ছেন নিউজিল্যান্ডের এই জোরে বোলার। প্রথম সন্তানের জন্মগ্রহণের সময় স্ত্রীর পাশে থাকতে চান লকি। ফলে গোটা সাতেক ম্যাচে তাঁকে পাবে না প্রীতি জিন্টার দল। গ্রুপ লিগের দ্বিতীয় পর্বে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন।

পেস সংকটে চেন্নাই সুপার কিংস, রাজস্থান রয়্যালসও। নাথান এলিসকে নিয়ে টানাপোড়েন মহেন্দ্র সিং ধোনির সংসারে। রাজস্থান রয়্যালসের মাথাব্যথার কারণ ইংল্যান্ডে পেস-অলরাউন্ডার স্যাম কুরান।

টি২০ স্পেশালিস্ট নাথান এলিস ভুগছেন হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে। কামিন্স-হ্যাজেলউডের অনুপস্থিতিতে টি২০ বিশ্বকাপে অজি পেস ব্রিগেডের অন্যতম ভরসা ছিলেন এলিস। কিন্তু আসন্ন লিগে চেন্নাইয়ের ভরসা হয়ে ওঠার মাঝে চোট-অস্বস্তি। খবর, মেগা লিগ শুরুর আগে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট সারিয়ে ফেরা সম্ভব হবে না এলিসের।

স্যাম কুরান ভুগছেন কুঁচকির সমস্যায়। টি২০ বিশ্বকাপে ভালো ছন্দে ছিলেন, যা রাজস্থান শিবিরকে বাড়তি উৎসাহ জোগাচ্ছিল। যদিও শুরুর আগেই বিড়ম্বনা। ইংল্যান্ডের তারকা পেস অলরাউন্ডারকে নিয়ে রীতিমতো ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। সুস্থ হয়ে কবে রাজস্থান শিবিরে যোগ দেবেন, পরিষ্কার নয়।

রাজস্থান রয়্যালসের দাম ১৬০০০ কোটি!

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ : আক্ষরিক অর্থেই সোনার ডিম দেওয়া হাঁস আইপিএল। আর মেগা লিগের অন্যতম দল রাজস্থান রয়্যালসের দাম উঠল ১৬ হাজার কোটিতে! আকাশছোঁয়া যে দামেও মন ভরেনি ফ্র্যাঞ্চাইজির বর্তমান মালিকদের! মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া প্রস্তাবকেও ফিরিয়ে দিয়েছে রাজস্থান রয়্যালসের বর্তমান কর্তৃপক্ষ।

দীর্ঘদিন ধরেই রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সঙ্গে রাজস্থান রয়্যালসের মালিকানা বদলের খবর ঘুরপাক খাচ্ছে। খবর, গতবারের চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিক্রির চুক্তি প্রায় চূড়ান্ত হওয়ার পথে। রাজস্থান রয়্যালসকে নিয়ে দোলাচল অবশ্য অব্যাহত। এর আগে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকার দাম উঠলেও রাজি হননি ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তারা। অঙ্কটা ১৬ হাজার কোটিতে পৌঁছোলেও কলম্বিয়া প্যাসিফিক ক্যাপিটাল পার্টনার্সের যে প্রস্তাবে রাজি হয়নি বর্তমান কর্তৃপক্ষ। তাদের বিশ্বাস, বর্তমান বাজারে রাজস্থান রয়্যালসের দর আরও বেশি হওয়া উচিত।

বর্তমানে রাজস্থান রয়্যালসের ৬৫ শতাংশ মালিকানার অধিকারি ইমার্জিং মিডিয়া স্পোর্টিং হোল্ডিংস লিমিটেড। সংস্থার মালিক মনোজ বাদালে। সহ অংশীদারদের মধ্যে রয়েছেন রেডবার্ড ক্যাপিটাল (১৫ শতাংশ মালিকানা) ও ল্যাচলান মারডক (১৩ শতাংশ)। এছাড়াও কয়েকটা সংস্থার মালিকানা রয়েছে গোলাপি ব্রিগেডের।

গুকেশকে খোঁচা কারপভের

মস্কো, ২০ মার্চ : ভারতের তরুণ দাবাড়ু ডোম্মারাজু গুকেশের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়াকে নিছকই 'ভাগ্য' বলে কটাক্ষ করলেন রাশিয়ার কিংবদন্তি আনাতোলি কারপভ। তাঁর দাবি, ফাইনালে ডিং লিরেনের অফফর্মের কারণেই গুকেশ খেতাব জিতেছেন। এটি তাঁর কোনও অসাধারণ কৃতিত্ব নয়। প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের এই বিতর্কিত মন্তব্য ঘিরে দাবা মহলে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। অনেকেই কারপভের এই মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন।

অনুশীলনে নামার আগে মাঠকে প্রণাম ঋষভ পন্থের। বৃহস্পতিবার তাঁর ও অর্জুন তেন্ডুলকারের আড্ডা ভাইরাল হয়েছিল।

আয়ারল্যান্ড সফরে যাবেন সূর্যরা

মুম্বই, ২০ মার্চ : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজের আগে আয়ারল্যান্ড সফরে যাবে ভারতীয় দল। ঘরের মাঠে আফগানিস্তান সিরিজ শেষে জুন মাসের শেষদিকে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুই ম্যাচের টি২০ সিরিজে অংশ নেবেন সূর্যকুমার যাদবের দল। সেখান থেকে সোজা ইংল্যান্ডে পা রাখবে টিম ইন্ডিয়া।

টি২০ বিশ্বকাপ ভালো কাটেনি আয়ারল্যান্ড। গ্রুপ লিগে একমাত্র জয় দুর্বল ওমানের বিরুদ্ধে। ব্যর্থতার জেরে সরতে হয়েছে অধিনায়ক পল স্টার্লিংকে। আয়ারল্যান্ডের ডিরেক্টর অফ হাই পারফরমেন্স গ্রাহাম ওয়েস্ট জানিয়েছেন, স্টার্লিং নেতৃত্ব ছাড়ার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। ফলে ভারতের বিরুদ্ধে নতুন অধিনায়কের নেতৃত্বে মাঠে নামবে আয়ারল্যান্ড। তবে সিরিজের দুই ম্যাচের দিনক্ষণ এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচটি টি২০ ও তিনটি ওডিআই ম্যাচ খেলবে ভারত (১-১৯ জুলাই)। তার আগে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে একটি টেস্ট ও তিনটি ওডিআই খেলবে। দুই সিরিজের মাঝে আয়ারল্যান্ডে সফর। গ্রাহাম ওয়েস্ট দাবি করেছেন, ভারত সিরিজ তাদের পরিকল্পনার মধ্যেই ছিল। অবশেষে তা চূড়ান্ত করা হয়েছে। ভারত শেষবার আয়ারল্যান্ড সফর করেছে তিন বছর আগে ২০২৩ সালে।

বিনা টিকিটে প্রবেশে জেল

লন্ডন, ২০ মার্চ : ইংল্যান্ডের ফুটবল স্টেডিয়ামে বিনা টিকিটে প্রবেশ এখন থেকে সরাসরি ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। আর্সেনাল বনাম ম্যাঞ্চেস্টার সিটির আসন্ন লিগ কাপ ফাইনালের আগেই এই কড়া আইন কার্যকর হচ্ছে। মাঠে দর্শকদের বেআইনি অনুপ্রবেশ এবং বিশৃঙ্খলা রুখতেই প্রশাসনের এই বড়সড়ো পদক্ষেপ। আইন ভাঙলে এবার থেকে কড়া জরিমানা এমনকি জেলের ঘানিও টানতে হতে পারে অপরাধীদের।

ইরানের আর্জি খারিজ

জুরিখ, ২০ মার্চ : ২০২৬ বিশ্বকাপে নিজেদের ম্যাচ সরানোর জন্য ইরানের আবেদন কার্যত খারিজ করে দিল ফিফা। আমেরিকার বদলে মেক্সিকোতে ম্যাচ আয়োজনের যে আর্জি ইরান জানিয়েছিল, তা মানা হচ্ছে না। ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনো স্পষ্ট জানিয়েছেন, বিশ্বকাপের ঘোষিত সূচিতে কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।

ধারাভাষ্য ছাড়লেন শিবরামকৃষ্ণান

চেন্নাই, ২০ মার্চ : আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে তোষামোদ করা তাঁর ধাতে নেই! দীর্ঘ ২৩ বছরের বঞ্চনা এবং অবহেলার পর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের (বিসিসিআই) ধারাভাষ্যকার প্যানেল থেকে পাকাপাকিভাবে সরে দাঁড়ানোর চরম সিদ্ধান্ত নিলেন ভারতের প্রাক্তন লেগস্পিনার লক্ষ্মণ শিবরামকৃষ্ণান। সোশ্যাল মিডিয়া এক্সে একের পর এক পোস্ট করে তিনি নিজের এই ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। মাইক্রোফোনের পিছনে এবং নেটমাধ্যমে বরাবরই স্পষ্টবক্তা হিসেবে পরিচিত এই প্রাক্তন তারকা এবারও সত্যিটা বলতে একটুও পিছপা হননি।

শিবরামকৃষ্ণানের মূল ক্ষোভ, কয়েক দশক ধরে ব্রডকাস্টিংয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তাঁকে কখনোই টস বা ম্যাচ শেষের প্রেজেন্টেশন সামলানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। তাঁর ভূমিকাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সীমিত করে রাখা হয়েছিল। তাঁর বিস্ফোরক অভিযোগ, ক্ষমতাশালী কর্তাদের তোষামোদ করে বা নিজের আত্মমর্যাদা খুইয়ে কোনও

পদ পাওয়ার প্রবৃত্তি তাঁর একেবারেই নেই। ক্ষুব্ধ শিবা লিখেছেন, 'গত ২৩ বছর ধরে বিসিসিআই আমাকে সম্পূর্ণভাবে ব্রাত্য করে রেখেছে। কিন্তু তাই বলে কারও পা চেটে বা নিজের আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে আমি সুযোগ ভিক্ষা করতে পারব না।'

ধারাভাষ্যকার হিসেবে দীর্ঘদিনের পরিচিত মুখ হওয়ায় তাঁর এই হঠাৎ সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত গোটা ক্রিকেট সম্প্রদায়কে রীতিমতো অবাক করেছে। শিবরামকৃষ্ণান তাঁর পোস্টে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন, এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সুচিন্তিত। নিজের ক্রিকেটীয় জ্ঞানের সম্পূর্ণ অবদান রাখা এবং নিজের কাজের জায়গায় যোগ্য সম্মান পাওয়ার তাগিদেই বিসিসিআইয়ের ধারাভাষ্য থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হলেন তিনি।

> **গত ২৩ বছর ধরে বিসিসিআই আমাকে সম্পূর্ণভাবে ব্রাত্য করে রেখেছে। কিন্তু তাই বলে কারও পা চেটে বা নিজের আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে আমি সুযোগ ভিক্ষা করতে পারব না।**
>
> **-লক্ষ্মণ শিবরামকৃষ্ণান**

এমির নৈপুণ্যে শেষ আটে অ্যাস্টন ভিলা

বার্মিংহাম, ২০ মার্চ : গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নিজের উপস্থিতি জানান দেওয়া অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজ।

প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগে ২-০ গোলে লিলেকে হারিয়ে উয়েফা ইউরোপা লিগের শেষ আটে জায়গা নিশ্চিত করল অ্যাস্টন ভিলা। প্রথম লেগ ১-০ গোলে জিতেছিল ইংলিশ ক্লাবটি। ফলে দুই লেগ মিলিয়ে ভিলার পক্ষে ব্যবধান দাঁড়াল ৩-০। এই দুই জয়েই বড় অবদান রয়েছে এমির।

এদিন ভিলার মাঠে প্রথমার্ধে দারুণ লড়াই করল ফরাসি ক্লাবটি। তবে গোলমুখ খোলেনি। এক্ষেত্রে পার্থক্য গড়ে দেন এমি। শুধু দুর্গরক্ষাই করলেন না, সঙ্গে ম্যাচের গতিও নিয়ন্ত্রণ করলেন ভিলার আর্জেন্টাইন গোলকিপার। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধেই দুইটি গোল তুলে নেয় অ্যাস্টন ভিলা। ৫৪ মিনিটে প্রথম গোল করেন জন ম্যাকগিন। ৮৬ মিনিটে লিয়ন বেইলির গোলে জয় নিশ্চিত করে তারা। ম্যাচের পর এমির কৃতিত্ব উল্লেখ করতে গিয়ে তাঁকে 'বিগ কিড' বলে সম্বোধন করেন ম্যাকগিন।

অ্যাস্টন ভিলাকে কোয়ার্টার ফাইনালে তুলে সেলিব্রেশন আর্জেন্টাইন গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্টিনেজের।

প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে দাপুটে জয় নিউজিল্যান্ডের

হ্যামিল্টন, ২০ মার্চ : দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তৃতীয় টি২০ ম্যাচে ৮ উইকেটে জয় পেল নিউজিল্যান্ড।

শুক্রবার হ্যামিল্টনে টসে জিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ব্যাট করতে পাঠায় নিউজিল্যান্ড। ইনিংসের শুরু থেকে কিউয়িদের আঁটোসাঁটো বোলিংয়ের সামনে ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৩৭ রানের বেশি করতে পারেনি কেশব মহারাজরা। বিশেষ করে লকি ফার্গুসন রান দেওয়ার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত কৃপণতা দেখান। এছাড়া বেন সিয়ার্স (২৭/২) ও মিচেল স্যান্টনার (২১/২) ভালো বল করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে নাকোবানি মোকেয়ানা (অপরাজিত ২৬) ও জর্জ লিন্ডে (২০) ছাড়া কেউই সেভাবে রান করতে পারেনি।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে ১৬.২ ওভারে ১৩৭ রান তুলে নেয় নিউজিল্যান্ড। ওপেনার টম ল্যাথাম ৬৩ রানে অপরাজিত থাকেন। আরেক ওপেনার ডেভন কনওয়ের সংগ্রহ ৩৯ রান। এই ম্যাচ জয়ের সুবাদে ৫ ম্যাচের টি২০ সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে নিউজিল্যান্ড। আগামী রবিবার ওয়েলিংটনে সিরিজের চতুর্থ ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে।

ভারতে বিশ্ব ইন্ডোর অ্যাথলেটিক্স ২০২৮-এ

তোরুন, ২০ মার্চ : প্রথমবার ভারতে বিশ্ব ইন্ডোর অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের আসর বসতে চলেছে। ২০২৮ সালের বিশ্ব ইন্ডোর অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হবে ভুবনেশ্বরে। বৃহস্পতিবার পোল্যান্ডের তোরুন শহরে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স সংস্থার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে সংস্থার সহ সভাপতি আদিল সুমারিওয়ালা জানান, ২০২৮ বিশ্ব ইন্ডোর অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজনের দায়িত্ব ভারতকে দেওয়া হয়েছে।

চলতি বছরের শুরুতে ভারতীয় অ্যাথলেটিক্স সংস্থা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজনের জন্য বিড করেছিল। এরপর বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স সংস্থার দুই প্রতিনিধি ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামের ইন্ডোর কমপ্লেক্সটি পরিদর্শন করেন। সখোনকার পরিকাঠামো দেখে সন্তুষ্ট হওয়ার পরেই ভারতকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

২০৩৬ সালে অলিম্পিক আয়োজনের লক্ষ্যে দৌড়াচ্ছে ভারত। তার আগে বেশ কয়েকটি বিশ্বমানের প্রতিযোগিতার আয়োজন করাই লক্ষ্য তাদের। ইতিমধ্যে ২০২৮ বিশ্ব ইন্ডোর অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ ও ২০৩০ কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছে ভারত। এছাড়াও ২০২৮ সালে অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ ও ২০৩১ সালে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজনের জন্য বিড করেছে তারা।

মেরুদণ্ডহীন পাক বোর্ড

লাহোর, ২০ মার্চ : তারকা ক্রিকেটারদের সামনে কার্যত হাঁটু গেড়ে বসেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। বোর্ডের কোনও নিজস্ব 'মেরুদণ্ড' নেই- এমনই কড়া ভাষায় এবার পাক বোর্ডকে তুলোধোনা করলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং বিশেষজ্ঞরা। সম্প্রতি বাবর আজম ও ফখর জামানদের ফিটনেস বিতর্ক এবং বারবার দল নির্বাচন নিয়ে দলের অন্দরে প্লেয়ারদের 'দাদাগিরি' প্রকাশ্যে এসে পড়েছে। অভিযোগ, কড়া হাতে শৃঙ্খলা ফেরানোর বদলে ক্রিকেটারদের অন্যায্য আবদারের কাছেই বারবার মাথা নত করছে পাক বোর্ড। শৃঙ্খলার অভাব এবং নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে দল চালানোর এই 'মেরুদণ্ডহীন' মানসিকতার জন্যই আন্তর্জাতিক মঞ্চে পাকিস্তান ক্রিকেটের আজ এই শোচনীয় অবস্থা বলে তোপ দেগেছেন সমালোচকরা।

ইজরায়েলকে ফিফার শাস্তি

জুরিখ, ২০ মার্চ : বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগে ইজরায়েল ফুটবল সংস্থাকে কড়া শাস্তি দিল বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা ফিফা। প্যালেস্তাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতেই এই বড়সড়ো পদক্ষেপ করা হয়েছে। ফুটবলের ময়দানে কোনও রাজনৈতিক বা জাতিগত বৈষম্য বরদাস্ত করা হবে না, এই কড়া বার্তাই স্পষ্ট করে দিয়েছে ফিফা। আন্তর্জাতিক ফুটবলে এই শাস্তির ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে।

পিএসএলেও অনিশ্চিত মুস্তাফিজুররা

ঢাকা, ২০ মার্চ : নিরাপত্তায় উদ্বেগ। পাকিস্তান সুপার লিগে ক্রিকেটারদের পাঠাতে সরকারের অনুমতি চাইছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

দেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সিদ্ধান্তে টি২০ বিশ্বকাপ থেকে সরে দাঁড়াতে হয় বাংলাদেশকে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কড়াকড়ির জেরে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে আইপিএলেও খেলতে পারছেন না মুস্তাফিজুর রহমান। এবার বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের পিএসএলে খেলার সুযোগও হাতছাড়া হওয়ার পথে।

বাংলাদেশের মোট ছয়জন ক্রিকেটারের পিএসএলে খেলার কথা। কিন্তু তাঁদের খেলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে দেশের সরকার। বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, পিএসএলে খেলার জন্য বোর্ডের নো অবজেকশন সার্টিফিকেটই যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন সরকারের অনুমতি। বিসিবি-র এক কর্তা জানান, পাকিস্তানের পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক নয়। ফলে পিএসএল খেলায় ক্রিকেটারদের ঝুঁকি আছে কি না তা খতিয়ে দেখবে সরকার। অর্থাৎ ক্রিকেটারদের নিরাপত্তাকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এই বিষয়ে একেবারে ভিন্ন সুরে কথা বলছে। তাদের দাবি, নির্ধারিত সময়েই শুরু হবে পিএসএল। বিদেশি ক্রিকেটারদের অংশগ্রহণ নিয়ে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কোনও বিদেশি ক্রিকেটার এখনও নাম প্রত্যাহার করেননি বলেও দাবি পিসিবি-র।

‘হর্ষিতের অভাব ঢেকে বোলিংকে নেতৃত্ব দিতে তৈরি’

একান্ত সাক্ষাৎকারে বৈভব অরোরা

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ মার্চ : বয়স ২৮। কিন্তু কথা বললে মনে হবে, বয়স অন্তত ৩৪। অসম্ভব পরিণত। প্রতিটা কথার মধ্যে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে আত্মবিশ্বাস।

শেষ কয়েক বছর ধরে আইপিএলের আসরে কলকাতা নাইট রাইডার্স মানেই হর্ষিত রানা ও বৈভব অরোরার বোলিং জুটি। ২৮ মার্চ থেকে শুরু হতে চলা এবারের আইপিএলে ছবিটা বদলাতে চলেছে। চোটের কারণে হর্ষিত প্রবলভাবে অনিশ্চিত আইপিএলে (রাতের দিকে সরকারিভাবে ছিটকে গিয়েছেন হর্ষিত)। ফলে ‘বন্ধু তথা পার্টনারের’ অভাব ঢাকার চ্যালেঞ্জ এবার বৈভবের সামনে। কীভাবে দেখছেন নতুন এই চ্যালেঞ্জ? পারবেন হর্ষিতের অভাব ঢেকে নাইটদের নয়া বোলিং ক্যাপ্টেন হতে পারবেন? চৈত্রের দুপুরে কলকাতার ইএম বাইপাস সংলগ্ন নাইটদের ডেরায় বসে বৈভব তাঁর আইপিএল ভাবনার কথা শোনালেন উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে। ঘোষণা করে দিলেন, নয়া বোলিং কোচ টিম সাউদির নজরদারিতে এবার কেকেআরের বোলিং অধিনায়কের দায়িত্ব নিতে তৈরি তিনি।

জুটিতে লুটি হচ্ছে না

শেষ তিন বছর হর্ষিতের সঙ্গে খেলেছি। এবার ও খেলবে কি না, জানি না (পুরো টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গিয়েছেন হর্ষিত)। হর্ষিত না পারলে নতুন জুটির অপেক্ষায় আমি। শেষ তিন বছর কেকেআরের রয়েছি। নিজের সেরাটা দিয়ে দলের বোলিংকে নেতৃত্ব দিতে তৈরি। জানি কাজটা চ্যালেঞ্জিং, কিন্তু আমি তৈরি।

পেস বোলিং অধিনায়ক

দলের বোলিং অধিনায়ক হিসেবে কোনও চাপ নেই আমার। দায়িত্ব উপভোগ করি। ঘরোয়া ক্রিকেটে দলের সিনিয়ার হিসেবে এই কাজটা করেছি। ফলে বিষয়টা নতুন নয়। কেকেআরে সেটাই করতে চাই। দলের স্বার্থে সব দায়িত্ব নিতে তৈরি। আমাদের বোলিং আক্রমণ ভালো। শুধু মাঠে গিয়ে কাজটা করে দেখাতে হবে।

রাসেলের সঙ্গে কম্বিনেশন

গত দুই বছরে আন্দ্রে রাসেলের সঙ্গে বল করে ডেথ ওভারে বেশ কিছু ম্যাচ জিতিয়েছি। শেষ বছরেও ডেথ বোলিং করেছি। রাসেল হয়তো এবার ভিন্ন ভূমিকায়। তবে আমার সঙ্গে অভিজ্ঞতা শেয়ার করে। নেটে অনেক কিছু বোঝায়। কীভাবে রান আটকে উইকেট নিতে হবে ও বলে দেয়। এবার ডাগআউট থেকে ওর পরামর্শ পাব।

ইডেনের বাইশ গজ

আইপিএলের ইডেন গার্ডেন্সে শেষ কয়েক বছর বড় রানের ম্যাচ হয়েছে। ব্যাটিং পিচ হয়। গড় স্কোর ২৩০-২৪০। ভালো বল করে বিপক্ষের স্কোরটা ২০০-র মধ্যে রাখতে পারলে অনেক কাজ সহজ হয়ে যায়। একজন বোলার হিসেবে সেটাই তো আমার চ্যালেঞ্জ।

চোটে দুর্বল বোলিং

চোটের আগে আমাদের বোলিং ছিল কমপ্লিট প্যাকেজ। চোটে হয়তো একটু সমস্যা হয়েছে। কিন্তু তারপরও বলছি, ব্যাকআপ রয়েছে। কার্তিক ত্যাগী, উমরান মালিকরা সবাই সুযোগ পাবে। হর্ষিতের কাজটা কেউ একটা করে দেবে। আমি নিশ্চিত।

বন্ধু অর্শদীপ

অর্শদীপ সিং আমার দারুণ বন্ধু। সেই ছোট থেকে পাঞ্জাবের হয়ে একসঙ্গে খেলেছি আমরা। এখনও নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। বিশ্বকাপ জেতার পর ওকে অভিনন্দনও জানিয়েছি। ওর মতো আমারও স্বপ্ন দেশের হয়ে খেলা। হয়তো আমার একটু সময় লাগছে। তার জন্য আমি পরিশ্রম করছি। বাকিটা দেখা যাক না। আসলে আমার জীবনে কিছুই সহজে আসে না। মন খারাপ থাকলে আজও প্রথম ফোনটা অর্শদীপকেই করি।

২০২৪-এ খেতাব, ২০২৫ ব্যর্থ

দুই বছর আগে যখন আমরা খেতাব জিতি, সব বোলাররা পারফর্ম করেছিল। এবারও তাই করতে হবে। সব প্লেয়াররা এক-দুই ম্যাচে দলকে জেতাতে পারলে কাজ সহজ হয়ে যাবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে মুখে হাসি থাকলেও বেড়ে চলা চোট-আঘাত চিন্তা বাড়িয়েছে শেন ওয়াটসন, ডোয়েন ব্রাভো, আজিঙ্কা রাহানেদের।

মুম্বই ম্যাচে ফিট একাদশ নামানোই চ্যালেঞ্জ নাইটদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ মার্চ : চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে দুইদিন আগেই। শুক্রবার প্রস্তুতি ম্যাচও খেলে ফেলল কলকাতা নাইট রাইডার্স। যেখানে অঙ্গকৃষ রঘুবংশী ৫৬ বলে অপরাজিত ১০৯ রান করে দলকে ভরসা জোগালেন। সন্ধ্যার ইডেন গার্ডেন্সে নৈশালোকে মরশুমের প্রথম অনুশীলন ম্যাচ খেলতে নামার আগে সাংবাদিকদের সামনে হাজির হয়েছিলেন অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে, মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো, কোচ অভিষেক নায়ার ও সহকারী কোচ শেন ওয়াটসন। নয়া মরশুম নিয়ে তাঁদের ভাবনার কথা শুনিয়ে গেলেন নাইটদের নতুন কোচ ও সাপোর্ট স্টাফরা। জানিয়ে দিলেন, ২৯ মার্চ মুম্বইয়ে প্রথম ম্যাচের আগে ফিট একাদশ নামানোই তাঁদের কাছে আপাতত সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

আসন্ন আইপিএলে নাইটদের দল বৈচিত্র্য ও ভারসাম্যে ভরা। ব্রাভো, ওয়াটসনদের আইপিএল জয়ের অভিজ্ঞতাও রয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা আসন্ন মরশুমে শাহরুখ খানের দলকে কতটা সাহায্য করবে, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে আজ বরুণ চক্রবর্তী, রাচিন রবীন্দ্র, টিম সেইফার্ট, ফিন অ্যালেনদের নিয়ে কেকেআর শিবির এখন জমজমাট। উপরি হিসেবে আজ জোড়া খবর সামনে এসেছে। এক, শ্রীলঙ্কার মাথিশা পাথিরানা প্রায় ফিট। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের নজরদারিতে কলম্বোতে তিনি এখন চূড়ান্ত পর্বের রিহ্যাব করছেন তিনি। সব ঠিক থাকলে মাঝ এপ্রিলে কেকেআরের অন্দরমহলে ঢুকে পড়ছেন তিনি। দুই, কোচ অভিষেক নায়ার আজ সাংবাদিক সম্মেলনে স্বীকার করে নিয়েছেন, হর্ষিত রানাকে পুরো মরশুমই পাওয়া যাবে না। নায়ার বলেছেন, ‘হর্ষিতের না থাকা আমাদের জন্য বিরাট ধাক্কা। গত কয়েক বছরে ও দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে উঠেছে। নিজেকে পরিণত করেছে। হর্ষিতকে আমরা মিস করব।’ তবে হর্ষিতের বিকল্প কে হবেন, এখনও চূড়ান্ত নয়। আজ রাতে ও সোমবার ইডেনে দুইটি অনুশীলন ম্যাচের পরই হর্ষিত নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে।

কেকেআরের সংসারে থাকা বাংলা তথা টিম ইন্ডিয়ার জোরে বোলার আকাশ দীপকে নিয়েও রয়েছে খচখচানি। আকাশ আপাতত বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে। সূত্রের খবর, আকাশের চোট রয়েছে। তিনি কবে দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারবেন, রাত পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। আসন্ন আইপিএলে নাইট সংসারের সবচেয়ে বড় তারকা ক্যামেরন গ্রিন আজ গভীর রাতে কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছেন। সোমবার শহরে আসছেন আন্দ্রে রাসেল, সুনীল নারায়ণ, রোভমান পাওয়েলরা। ফলে সোমবারের মধ্যে প্রায় পুরো স্কোয়াড পেয়ে যাচ্ছেন কোচ অভিষেক। মুম্বইয়ে প্রথম ম্যাচ এবার কেকেআরের। সেই ম্যাচের আগে তাঁর লক্ষ্য ও পরিকল্পনা নিয়ে বলতে গিয়ে কেকেআর কোচ অভিষেক বলছেন, ‘মুম্বইয়ে প্রথম ম্যাচে ফিট একাদশ নামানোই এখন চ্যালেঞ্জ আমাদের। দেখা যাক কী হয়।’ হর্ষিতের বদলি নিয়ে নাইটদের অন্দরে প্রবল আলোচনা চলছে। সেকথা স্বীকার করে নিয়ে কোচ অভিষেক বলেছেন, ‘হর্ষিতের বদলি নিয়ে আমরাও আলোচনা করছি। এখনও চূড়ান্ত কিছু হয়নি। মুম্বইয়ে প্রথম ম্যাচ খেলতে যাওয়ার আগে জোড়া অনুশীলন ম্যাচ খেলব আমরা। তারপরই সিদ্ধান্ত হবে হর্ষিতের বদলি নিয়ে।’

ওপেনিং জুটি থেকে মিডল ও লোয়ার মিডল অর্ডার, নাইট সংসারে এবার ভরপুর বৈচিত্র্য। প্রথম একাদশ নিয়ে কী ভাবছেন? এমন প্রশ্নের সামনে চওড়া হাসি নিয়ে রাহানে বলেছেন, ‘আমরা এখনও চূড়ান্ত করিনি। করলেও অবশ্য এখনই প্রথম একাদশ বলতাম না।’ জানা গিয়েছে, নাইটদের ব্যাটিংয়ের দিকটা দেখছেন ওয়াটসন। বোলিংয়ের দায়িত্ব সামলাতে টিম সাউদি আজ ভোররাতেই শহরে পৌঁছেছেন। সোমবার দ্রে রাস কলকাতায় চলে আসার পর তিনি রিঙ্কু সিং, রামনদীপ সিংদের মতো ফিনিশারদের নিজের মতো করে তৈরি করে নেওয়ার চেষ্টা করবেন।

একটি বিজ্ঞাপনী অনুষ্ঠানে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বরুণ চক্রবর্তী।

মাঝ এপ্রিলে আসছেন পাথিরানা

বাগানের ঘোড়া আটকাল মুম্বই

যুবভারতীতে ১৮ ম্যাচ পর হার সবুজ-মেরুনের

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-০
মুম্বই সিটি এফসি-১ (নৌফল)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

চেষ্টা করলেন লিস্টন কোলাসোরা। কিন্তু ভাঙতে পারলেন না মুম্বই সিটি এফসি-র রক্ষণ। ছবি : ডি মণ্ডল

কলকাতা, ২০ মার্চ : আন্তোনিও লোপেজ হাবাস ছাড়া আর কোনও মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ পারলেন না মুম্বই সিটি এফসি-র গাঁট ছাড়াতে।

বেঙ্গালুরু এফসি ম্যাচ ড্র করার পর এবার ঘরের মাঠে মুম্বইয়ের কাছে হারের ফলে ৬ নম্বর ম্যাচে এসে লিগ তালিকায় দুইয়ে নেমে গেল মোহনবাগান। প্রথম চার ম্যাচের পর একটু কঠিন প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হতেই সের্জিও লোবেরার দলের জারিজুরি শেষ। এদিন প্রথম ২০-২৫ মিনিট সামান্য ধরে খেলে মুম্বই। তারপর থেকে ম্যাচে অনেক বেশি কর্তৃত্ব নিয়ে খেললেন জনি কাউকো-জোরগে পেরেরা দিয়াজরাই। টানা ১৮ ম্যাচ পর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে জয়ের অশ্বমেধের ঘোড়া থামল মোহনবাগানের। এর আগে ২০২৪ সালের ৪ মে হাবাসের দল এই মুম্বইয়ের কাছেই আইএসএল কাপ ফাইনালে শেষ হারে ঘরের মাঠে।

২১ মিনিটে নৌফল পিএনের টেনে নিয়ে গিয়ে শট, বিশাল কেইথের সেভ। দুই মিনিটের মধ্যে দিয়াজের থ্রু থেকে লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে ফাঁকায় পেয়ে যান। তাঁর শট বিশাল কেইথ ব্লক করলে ফিরতি বল হেড দিতে ওঠেন আকাশ মিশ্র। হেডে ক্লিয়ার মেহতাব সিংয়ের। কিন্তু পরপর এই দুই আক্রমণেই যেন কেমন অগোছালো হয়ে গেল মোহনবাগান। ফলে ২৭ মিনিটে মুম্বই সিটির গোলটা এল দুর্দান্ত এক পাসিং ফুটবল থেকে। আলবার্তো রডরিগেজকে এড়িয়ে ছাঙ্গতের ছোট্ট পাস দিয়াজকে। তাঁর বাড়ানো বল থেকে ব্যাকহিলে কাউকোর অসাধারণ ফাইনাল পাসই গোলমুখ খুলে দেয়। নৌফলের ডান পায়ের প্লেসিংটাও তারিফযোগ্য। বাগানের এই প্রাক্তনী এই বয়সেও অসাধারণ খেললেন গোটা ম্যাচে। ঘরের মাঠে পরপর তিন ম্যাচে শুরুতেই গোল খেল মোহনবাগান। মুম্বই সিটির ডিফেন্স জেমি ম্যাকলারেনকে বল ধরতেই দেয়নি। আর এখন ম্যাকলারেন আটকে গেলে গোটা মোহনবাগান দলটাই আটকে যায়। ৫৯ মিনিটে অবশ্য একদম তাঁর বক্সের মধ্যে থেকে নেওয়া শট গোলে রাখতে না পারাটা অপরাধ।

> আমার প্রাক্তন দলের বিরুদ্ধে গোলের বল বাড়াতে পেরে ভালো লাগছে। এই মাঠে যে মোহনবাগান অপরাজেয় সেটা জেনেই পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এত বড় মাঠটাকে ওরা দুর্দান্তভাবে ব্যবহার করে। আজ কিছু কিছু জায়গায় বল সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে আমরা সফল হয়েছি।
>
> -জনি কাউকো

দিমিত্রিস পেত্রাতোস চেষ্টা করছেন ঠিকই কিন্তু তাঁর সেরা সময়টা পিছনে ফেলে এসেছেন। তাঁর একটা গোল বাতিল হয় অফসাইডের জন্য। এক মিনিটের মধ্যে বিশাল জোড়া সেভ করলেন। ছাঙ্গতের একদম সামনে থেকে নেওয়া শট আটকালে ফিরতি বলে জোরগে ওর্টিজের শট ফের তৎপরতার সঙ্গে উঠে এসে আটকে দেন তিনি। ৫৫ মিনিটে বিক্রম প্রতাপ সিংয়ের শট না আটকালে তখনই হার নিশ্চিত হয়। দুই ম্যাচ পরে এদিন দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে মাঠে নামলেন রবসন রোবিনহো। ফিট হলেও এখনও ৫০-৫০ বলে যেতে ভয় পাচ্ছেন।

ওডিশা এফসি ম্যাচের প্রথম একাদশেই এদিন ফিরে যান লোবেরা। কিন্তু তাঁর দল প্রথম চার ম্যাচের পারফরমেন্স ফিরে পায়নি। পাল্লা দিয়ে ছিল মোহনবাগান ফুটবলারদের মিস পাস। এদিন প্রথম ২০ মিনিটের পর থেকেই দাপট দেখিয়েছেন ছাঙ্গতে-কাউকো-ওর্টিজরা। শেষদিকে টানা কর্নার (মোট ১৭টা) পেলেও তা কাজে লাগাতে পারেননি রবসনরা। ম্যাচ শেষে যা নিয়ে লোবেরা বলেছেন, ‘সেটপিস এখন সব দলেরই অস্ত্র। এতগুলি সুযোগ আমরা কাজে পারিনি মানে এই জায়গায় খামতি আছে। আমাদের এটা নিয়ে কাজ করতে হবে।’ ম্যাচ শেষে হাতাহাতিতে জড়ান আলবার্তো ও বিক্রম প্রতাপ।

মোহনবাগান ঃ বিশাল, অভিষেক, মেহতাব (মনবীর), আলবার্তো, শুভাশিস, লিস্টন, আপুইয়া, অনিরুদ্ধ (টাংরি, সাহাল), পেত্রাতোস, কামিন্স (রবসন) ও ম্যাকলারেন।

লিগ শীর্ষে ডায়মন্ড

আইজল, ২০ মার্চ : আইজল এফসি-কে ২-০ গোলে হারিয়ে ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগের পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষস্থান দখল করল ডায়মন্ড হারবার এফসি। এদিন আইজলের মাঠে ম্যাচের প্রথমার্ধে সুযোগ তৈরি করলেও গোলের দেখা পায়নি কিবু ভিকুনার ডায়মন্ড হারবার। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ডায়মন্ডকে এগিয়ে দেন আন্তোনিও মোয়ানো। ৭৭ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটিও তাঁর করা। এই জয়ের সুবাদে ৪ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে পৌঁছে গেল ডায়মন্ড। দ্বিতীয় স্থানে থাকা শিলং লাজং এফসি-র থেকে ২ পয়েন্ট এগিয়ে তারা।

অনিশ্চিত হিরা, ইসরাফিল

কলকাতা, ২০ মার্চ : ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে নামার আগে উদ্বেগ বাড়ল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের। লাল-হলুদের বিরুদ্ধে চোটের জন্য অনিশ্চিত ডিফেন্ডার হিরা মণ্ডল ও স্ট্রাইকার ইসরাফিল দেওয়ান। তবে চোট সারিয়ে দলে ফিরছেন ডিফেন্ডার জোহেরলিয়ানা।

কালীপদকে হারাল শিলিগুড়ি কলেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের কিরণচন্দ্র ট্রফি আন্তঃ কলেজ টি২০ ক্রিকেটে শুক্রবার শিলিগুড়ি কলেজ ২১৩ রানে বাগডোগরার কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়কে হারিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে জিতে শিলিগুড়ি ২০ ওভারে ১ উইকেটে পেনাল্টি সহ ৩০৫ রান তোলে। নীতীন মল্লিক ১০৮ ও দীপক কামাত ১০১ রান করেন। জবাবে কালীপদ ঘোষ ১৪.৩ ওভারে ৯২ রানে সব উইকেট হারায়। চিরঞ্জিবী রায় ১ ও তপোব্রত গুহ ৫ রানে নেন ২ উইকেট।

নীতীন, দীপকের শতরান

অন্য ম্যাচে বীরপাড়া কলেজ ৬ উইকেটে ধূপগুড়ির সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে হেরে সুকান্ত ১৪.৩ ওভারে ৫৭ রানে গুটিয়ে যায়। শুভদীপ বর্মন ১৫ রান করেন। শুভম মুন্ডা ১৪ রানে ফেলে দেন ৫ উইকেট। জবাবে বীরপাড়া ৮.৫ ওভারে ৪ উইকেটে ৫৮ রান তুলে নেয়। অংশুকুমার শর্মা ১৫ রান করেন। সায়নদীপ মণ্ডল ২৫ রানে নেন ২ উইকেট।

ফ্যান্সি ইয়ুথে জেলা ক্যারম

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : সূর্যনগর ফ্যান্সি ইয়ুথ ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় শিলিগুড়ি জেলা ক্যারম (২৯ ইঞ্চি) সংস্থার তৃতীয় বর্ষ জেলা প্রতিযোগিতা শনি ও রবিবার অনুষ্ঠিত হবে। দুইদিন সকাল ১১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত প্রতিযোগিতা চলবে। জেলা ক্যারমে অংশ নেবে ৩০ জন। চ্যাম্পিয়নরা জীবেশকুমার সমাদ্দার ট্রফি পাবে। রানার্সদের জন্য থাকছে সায়ন সাহা চৌধুরী ট্রফি। সেমিফাইনালিস্টদের গীতা কর্মকার ট্রফি দেওয়া হবে।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন দক্ষিণ দিনাজপুর-এর এক বাসিন্দা

20.12.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 46B 87879 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারির টিকিট কেনা আমার জন্য এক দারুন অভিজ্ঞতা ছিল। ডিয়ার লটারির টিকিট কেনার জন্য আমাদের কিছু দশ টাকা খরচ করতে হয়, আর সেই স্বল্প টাকাই অনেক সময় মানুষকে কোটিপতি বানিয়ে দেয়। ডিয়ার লটারি ও নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আমি খুবই কৃতজ্ঞ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ দিনাজপুর - এর একজন বাসিন্দা কৃষ্ণ পদ সিংহ - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

রানার্স ট্রফি বয়কট করবে দাদাভাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে এবার রানার্স হয়েছে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব। রবিবার তাদের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়ার কথা। তার আগে শুক্রবারই দাদাভাইয়ের সচিব বাবুল পালচৌধুরী ট্রফি বয়কটের কথা জানিয়ে দিলেন। একইসঙ্গে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি। ২৭ ফেব্রুয়ারি দাদাভাইয়ের সঙ্গে সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের ম্যাচটি বৃষ্টির জন্য হয়নি। পরে রিসিডিউল করে তা ৫ মার্চ দেওয়া হয়। কিন্তু একই পরিস্থিতিতে দাদাভাইয়ের ১২ ও ১৪ মার্চের ম্যাচটিও আয়োজন করা যায়নি। কিন্তু এবার আর নতুন তারিখ না দিয়ে দুই ম্যাচের পয়েন্ট ভাগ করে দেওয়া হয়। দাদাভাইয়ের দাবি, যা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই করা হয়েছে। ক্লাব সচিবের সই করা এই অভিযোগ তারা মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামীকেও দিয়েছে। অভিযোগপ্রাপ্তির কথা স্বীকার করে নিয়েছেন কুন্তলও। বলেছেন, ‘এই নিয়ে ১৭ মার্চ কার্যনির্বাহী সমিতির সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তারপরই প্রকাশ করা হয় পয়েন্ট টেবিল। যা নিয়ে সভায় কেউ প্রতিবাদ করেনি।’ বাবুল অবশ্য জানালেন, সভায় দাদাভাইয়ের প্রতিনিধি এই নিয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন। কিন্তু কোনও যুক্তিসংগত উত্তর পাননি।